রিজিয়া

বিয়োগান্ত দৃশ্য-কাব্য

শ্রীমনোমোহন রায় এম্-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা.

নিবেদন

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত রিজিয়া বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র সৌখিন ও ব্যবসায়ী অভিনেতৃ সম্প্রদায় কর্তৃক বহুদিন হইতে সাদরে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। মধ্যে সাম্প্রদায়িক কারণে অভিনয়কালে উহার কোন কোন অংশ মাননীয় পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এই সংস্করণে সাধারণের সুবিধার্থ ঐ বর্জ্জিত অংশগুলি বন্ধনী [ ] দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল।

প্রকাশক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বীরেন্দ্র সিংহ	...	...	কর্ণাটের করদ নৃপতি ও রিজিয়ার সেনাপতি
বক্তিয়ার	...	...	রিজিয়ার তাতার সেনানায়ক
সমরেন্দ্র সিংহ	...	...	সৌরাষ্ট্ররাজের সেনাপতি
বাইরাম	...	...	রিজিয়ার বৈমাত্র ভ্রাতা
পান্নালাল	...	...	জনৈক ভাগ্যান্বেষী যুবক

শোভনলাল, হোসেন খাঁ, রিজিয়ার সভাসদ্‌গণ, বাইরামের সভাসদ্‌গণ, মালবরাজ, দরবেশ, প্রহরিগণ, দূতগণ, নাগরিকগণ, ও খোজা প্রহরিগণ

স্ত্রী

রিজিয়া	...	...	ভারত-সম্রাজ্ঞী
ইন্দিরা	...	...	সৌরাষ্ট্রের রাজকন্যা
ফিরোজা	...	...	রিজিয়ার প্রধানা সখী
মাধবিকা	...	...	ইন্দিরার ঐ ঐ

রিজিয়ার সখীগণ, ইন্দিরার সখীগণ, যবনী সখীগণ ও নাগরিকাগণ

রিজিয়া

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুসুমদুর্গের সন্নিকটস্থ বনপথ

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। খুব জবর ঘোরা গেল বাবা! হিল্লি হ'ল ডিল্লিও হ'ল—এইবার মক্কা হ'লেই বাস্—খতম্! আর এখান থেকেই অক্কা পেলে, চাই কি ততদূর কষ্ট ক'রে যেতেও হ'বে না। আচ্ছা—বিধাতার কি বিদঘুটে বিচার! হাজার হাজার লোক, কেমন দিব্বি খাচ্ছে, দাচ্ছে, ফুর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছে, আর আমি চাট্টি উদারান্নের জন্যে, ত্রিভুবন ঘুরেও তা'র একটা সুবিধে ক'র্ত্তে পাল্লুম না। কত মতলব আঁটলুম; আটঘাট বাঁধলুম; কায হাসিল হয় হয়—বাস্ কোত্থেকে কি হ'ল, সব ফস্কে গেল। আমি যে পান্নালাল—সেই পান্নালাল!

আচ্ছা বাবা! এবার একটা হিল্লে না লাগিয়ে আর ছাড়্ছি নি। একবার সময়টা একটু ফিরিয়ে নিতে পাল্লেই, তখন আর আমায় পায় কে? তখন পান্নালাল—রাত দিন লালে লাল। প্রথম মহড়াতেই ত,

মামাকে একখানা শাল কিনে দিচ্ছি। সময়ে অসময়ে ধারটা ধোরটা দেয়—নয় ত রাত দুপুরে হয় ত কোন্ দিন পেট ফুলেই মারা যেতে হ'ত। সে যা' হ'ক, কুসুমদুর্গের ভূতুড়ে হাঙ্গামাটার সন্ধান আমায় ভাল ক'রে কর্ত্তেই হচ্ছে। আমার ত বেশ বোধ হচ্ছে—এর মধ্যে একটা কিছু রকমারি আছেই আছে। যাই—আস্তে আস্তে ওই দিক্ পানেই যাই। এদিকে সন্ধ্যেও হ'য়ে এল—এই সময় থেকে রাত কাটাবার মত একটা ডেরা ফেরা ত ঠিক্ ক'রে নিতে হবে।

পান্নালালের প্রস্থান

জনৈক নাগরিকের প্রবেশ

নাগরিক। বাপ্! বাপ্! একটু হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি। আজ পাঁচীর মা'র হাতের খাড়ু খুলিয়েছিল আর কি! রাম! রাম! রাম! এখনও আমার কালঘাম ছুটছে! বাপ্ রে! কি মস্ত হাত-পা—কি প্রকাণ্ড হাঁ; আর একটু হ'লেই, ঝাঁ ক'রে পেটে পুরেছিল আর কি! রাম! রাম! রাম! একদম্—দম্ বন্ধ হবার যো হ'য়েছে। এখন এই গাছতলাটায় ব'সে একটু জিরিয়ে নি।

বৃক্ষতলে উপবেশন

দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ

দ্বিঃ নাগরিক। (নাকিসুরে) কে রে—কে রে—ওখানে ব'সে কে রে?

প্রঃ নাগরিক। ও বাবা রে! গেলুম রে। কোথায় যা'ব রে? বেটা এখান অবধি ধাওয়া ক'রেছে রে। দোহাই বাবা ভূত! আজকের দিনটের মতন আমায় রেহাই দাও বাবা! আমি আস্‌ছে অমাবস্যের রাত্তিরে এই খেনে তোমায় তিন্‌টে মোষ বলি দিয়ে পূজো দেবো। দোহাই বাবা! আমি আমার গিন্নির শিবরাত্তিরের সল্‌তে, তা'র শুবচুন্নির হাঁস।

আমি মলে তা'র মা বাপ বল্‌তে আর কেউ থাক্‌বে না, দোহাই বাবা! তুমি বরং হাত দিয়ে দেখ, আমার গলার কাছে মহাপ্রাণীটুকু কেবল ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে—

দ্বিঃ নাগরিক। (নাকিস্বরে) কে হে তুমি? তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ না কি? দেখ্‌ছ না আমি মানুষ?

প্রঃ নাগরিক। আর কাজ কি বাবা বেশী কথায়? তুমি যা' মানুষ, তা' তোমার কথার জলুসেই বেশ মালুম পাচ্ছি। এখন এ গরীবকে ছেড়ে দেও—আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। বাপ্—আমার প্রাণটা আই চাই কচ্ছে। কেন বাবা! পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলে?

দ্বিঃ নাগরিক। (নাকিস্বরে) আরে কেও—শিবু না কি?

প্রঃ নাগরিক। এই রে সেরেছে! দোহাই বাবা! আর পরিচয়ে কায নেই! শিবু এখন বেজায় কাবু। হাবুডুবু খাচ্ছে—ভয়ে পেটে খিল ধর্‌বার যোগাড় হ'য়েছে—

দ্বিঃ নাগরিক। (নাকিস্বরে) আরে শিবু! আমি যে তোমার হারু খুড়ো। এই পাড়ায় মাণিকলালের বাড়ী একটু বরাত ছেল, তা'ই যাচ্ছি।

প্রঃ নাগরিক। কে—কে—তুমি? হারু খুড়ো—তুমি? আঃ দেখ খুড়ো। আমি কুসুমদুর্গের পাশের রাস্তাটা দিয়ে আস্‌ছিলুম, বাঁচলুম। দেখি না—ফটকের পাশের বটগাছটার উপর কি যেন একটা আবছাওয়ার মতন দাঁড়িয়ে র'য়েছে। বড় ভয় পেয়েছিলুম বাবা! তাই একটু গাছতলায় ব'সে জিরুচ্ছি।

দ্বিঃ নাগরিক। (নাকিস্বরে) ও সব কিছু নয়। ওটা কেবল মনের একটা ভুল। তবে কি জান—রাত-বিরেত ও রাস্তাটা দিয়ে বড় চলাফেরা ক'র না বাবা! তাঁ'দের কথা ত কিছু বলা যায় না, কখন

কোথায় কি ভাবে থাকেন; ও তফাতে থাকাই ভাল। তবে বাবা তুমি ব'স; আমি তবে এখন আসি। আর রাত্তিরও বেশী হ'য়ে এল।

দ্বিতীয় নাগরিকের প্রস্থান

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। মশায়! আপনি অমন ক'রে একলাটি গাছতলায় ব'সে আছেন যে?

প্রঃ নাগরিক। অ্যাঁ কে! ও আমার একটা অম্বলের ব্যথা আছে —সেই ব্যথা ধরেছে; তাই ব'সে আছি।

পান্নালাল। মশায়! আমি এখানে নতুন এসেছি—পথ ঘাট চিনি নি; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এই রাস্তা দিয়ে কি কুসুমদুর্গে যাওয়া যায়?

প্রঃ নাগরিক। ঠিক্—রাস্তাটা এই বটে; তবে মশায়ের সন্ধ্যের মহড়ায় সে বেয়াড়া যায়গায় যাবার প্রযোজন? শোনেন নি সে স্থানে অপদেবতারা বাস ক'রে থাকেন?

পান্নালাল। মশায়! আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক। সহরের মধ্যে কেমন আমাদের প্রাণ আই-ঢাই করে। শুনলুম না কি ও ধারটা পাড়াগাঁয়ের মত—তত লোকের ভিড় নেই—তা'ই যা'বার মৎলব কচ্ছিলুম। আর ওই যে অপদেবতার কথা বলছিলেন—ওতে মশায় আমার তত বিশ্বাস নেই।

প্রঃ নাগরিক। তা' আপনাকে আর কষ্ট ক'রে কুসুমদুর্গের ফটক অবধি যেতে হবে না। ওই মোড়ের বটগাছটা পর্য্যন্ত গেলেই আপনাকে এমন যায়গায় নিয়ে যাবে যে সেখানে ভিড় চুলোয় থাক—জন মনিষ্যির সাড়াশব্দটি নেই।

পান্নালাল। তবে কি কুসুমদুর্গের এই গুজবটা সত্যি?

প্রঃ নাগরিক। সত্যি মিথ্যে না হয় মশায় একবার আয়ত্ত ক'রে

আসুন! আপনার দেখছি বেজায় সখের প্রাণ। তা' যান! আমিও লম্বা। রাত্তির ঢের হ'ল; এখন ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁছতে পাল্লে হয়! আর বাবা ও রাস্তায় লাখটাকা দিলেও শর্ম্মা যাচ্ছেন না।

প্রথম নাগরিকের প্রস্থান

পান্নালাল। (স্বগত) যায় প্রাণ ভূতের হাতেই যা'ক্। এর একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আর ছাড়ছি নি। কুসুমদুর্গের এই ভূতের কারখানার ভেতর বড় রকমের একখানা কিছু আছেই। চাই কি এই থেকে আমার বরাত ফিরে যেতেও পারে। দেখি—এখন ভগবানের ইচ্ছে— আর আমার হাতযশ। আচ্ছা—চটিতে আজ যে লোক দু'টীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তা'দেরও যেন কেমন কেমন ঠেকলো। বাবা! চার করে অনেকে; ধরা পড়েছেন কেবল পান্নালাল। ও দু' ব্যাটার মধ্যে একটাকে ত আমার বেশ মালুম হয় যে, একটা রাজপুত্তুর ফুত্তুর হবে। ছোঁড়াটা যেন ছাই চাপা আগুন। আচ্ছা বাবা, রইলুম তক্কে তক্কে। হাল মালুম কর্‌বই কর্‌ব; তবে আজ—আর কাল।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুসুমদুর্গের কক্ষ

ইন্দিরা ও মাধবিকা

মাধবিকা। সুলোচনে! কেন বৃথা বসিয়া বিরলে
অন্যমনে চিন্ত তুমি? ইন্দু-নিভাননি!
গুণমণি অচিরে আসিবে, আদরে লো
ধরিবে হৃদয়ে। মাধবী তমালে বেড়ি'—
সোহাগে হিল্লোল-ভরে খেলিবে লতিকা!

ইন্দিরা। মাধবিকা ! মাধবিকা ! যখনি লো হেরি
সরলতামাখা মুখখানি তো'র, শুনি
তো'র অমিয় বচন—কারুণ্যের উষ্ণ
প্রস্রবণ সম ! তখনি লো নিরাশার
তমসায় ঘেরা, হৃদয় মাঝারে মম
ফুটে ওঠে ক্ষীণ আশা রেখা—বরষার
জলদের কোলে সৌদামিনী-লেখা সম।
তাপ-দগ্ধ আশালতা উঠে মুঞ্জরিয়া ;
বিশুদ্ধ মালঞ্চে থরে থরে ফুটে উঠে
ফুল। সহচরী—সহোদরা— মাতা—সবি
একাধারে তুই মোর।

মাধবিকা। কর্ণাট-ঈশ্বরি !
তুমি রাজরাজেশ্বরী, দাসী মাত্র আমি।
কৃপাময়ি ! সুমহান্ অনুগ্রহ তব ;
তা'ই সখী বলি, সম্ভাষিছ কিঙ্করীরে,
যেন এই কৃপা রহে চিরদিন।

ইন্দিরা। সখি !
মরমে মরমে গাঁথা আছে প্রীতিপূর্ণ
বচন তোমার। ভোলা কি সে যায় বল ?
কথায় কথায় অমৃত সিঞ্চন করে
হৃদয়ে আমার, অযাচিত ভালবাসা
তো'র।

মাধবিকা। সখি, সত্য যদি ভালবাস, কহ
তবে, কহ প্রকাশিয়া শৈশব-কাহিনী

তব। মধুরভাষিণি! শুনিতে বাসনা
জাগে হৃদে।

ইন্দিরা। সুধামুখি! একান্ত বাসনা
যদি শুনিতে তোমার মম শৈশবের
ইতিহাস, শুন তবে বিষাদ-কাহিনী—
অভাগিনী দুর্ভাগ্য-সঙ্গিনী চিরকাল।
কিন্তু নাহি জানি কি যে মাদকতা আছে
শৈশব-চিন্তায়—প্রতিক্ষণে মত্ত প্রাণ
ধায় দূর অতীতের পানে। পড়ে মনে
জননীর স্নেহের চুম্বন, হাসি মুখে
কোলে ওঠা, কনক-বল্লরী সম ভূজ-
বল্লী দিয়ে সেই গাঢ় আলিঙ্গন। মনন
পড়ে মাতার মরণ; অশ্রান্ত ক্রন্দনে
ভিজাইয়া হৃদি-তট, সে সঙ্কট পড়ে
মনে। হেসে খেলে কেটে গেল বাল্যকাল,
কৈশোর আসিল ধীরে। সরলতা গেল
পলাইয়ে চপল নয়ন হ'তে; লজ্জা
আসি' বসিল সে' শূন্য সিংহাসনে।

মাধবিকা। ক্ষমা
কর লো কল্যাণি! কৈশোরে কি কা'র করে
কর নাই হৃদয় অর্পণ?

ইন্দিরা। সখি! নাহি
জানিতাম কারে বলে হৃদয় অর্পণ;
মুক্ত মন সবারে বাসিত ভাল। ছিল

আদরিণী কুরঙ্গিণী, সুবর্ণ জিনিয়া
কান্তি নেচে নেচে ভ্রমিত উদ্যানে, ছিল
মোহিনী কোকিলা কূজনে মাতা'ত মন,
ধরার রোদন কিছু না পশিত কানে।
ছিল সমরেন্দ্র বাল্য-সহচর মোর—
সহোদর সম স্নেহবান্। যবে হ'ল
জ্ঞান, শুনিলাম নির্ব্বাচিত পতি-রূপে
সমরেন্দ্র মোর পিতার আদেশক্রমে।
কিছু না বুঝিনু, জিজ্ঞাসিনু একদিন
"কি নব সম্বন্ধে বদ্ধ মোরা দুই জনে ?"
হাসি-মুখে সমরেন্দ্র কহিল আমাকে—
"বিয়ে হ'বে মোর সনে।" শুনি' লাজে গেনু
পলাইয়ে, সে' অবধি খেলা সাঙ্গ মোর।

মাধবিকা। কর্ণাট ঈশ্বরে কিরূপে হেরিলে সখি ?
কিরূপে বা প্রাণ বিকাইলে পায় ? কহ
বিধুমুখি ! কৌতূহল জাগি'ছে হৃদয়ে।

ইন্দিরা। সখি ! রোমাঞ্চিত হয় তনু স্মরিলে সে'
মিলনের দিন। পূর্ণিমা রজনী—আমি
কুসুম চয়ন আশে পশিনু উদ্যানে।
দেখিলাম—শশী হাসে সুনীল গগনে ;
গরবিণী, নিশা-রাণী, খুলি' তমসার
আবরণ, জোনাকির চুম্‌কি-খচিত
প'রেছে যতনে জোছনার নগ্ন বাস।
'বর অঙ্গে জড়াইয়া দেছে মলযার

dvitīẏa garbhāṅka

গোলাপীর ওড়না। দোলায়েছে কমকণ্ঠে
মালতীর চারু হার। এলাইয়ে চুল
তারাফুল নেছে বসাইয়ে। নাসা-পুটে
পরেছে যতনে মতিয়া বেশর। নব
কিশলয় সম অরুণ অধর তাহে,
হিঙ্গুলের রাগ বাড়াযেছে অনুরাগ।
ধীরপদে গেনু সহচরি! বাপী কূলে—
দেখিতে লাগিনু সুখে প্রকৃতির শোভা,
সহসা পড়িল দৃষ্টি মর্ম্মর আসনে;
মরি মরি হেরিলাম কি মোহিনী ছবি!
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ভূতলে আসিযে
মর্ম্মর আসনে বসি' লভি'ছে বিরাম।
অথবা কলঙ্ক শশী নহে সমতুল—
রতি-পতি বোধ হয় বিশ্রামের আশে
প্রকৃতির যত্নে পাতা ফুলশয্যা'পরে
ঢাকিয়া দিয়াছে সুখে বর বপুখানি।
দৃষ্টিমাত্র আত্ম-হারা হইনু সজনি!
হাসিমুখে উঠিয়া সে পুরুষ-প্রবর
সম্ভাষিলা মোরে। শুনিলাম—সহচরি,
কর্ণাট-ঈশ্বর সম্মুখে আমার। আমি
লাজ খেয়ে কত কথা কহিলাম তাঁ'রে
প্রাণ বিকাইয়ে পা'য়। তিনিও যতনে
ধীরে ধীরে বসাইয়ে মর্ম্মর আসনে,
কানে কানে কত কথা কহিলেন মোরে।

সেই দিন—সেই শুভ পূর্ণিমার রাতে,
হাস্যময়ী প্রকৃতি-সাক্ষাতে পণে বদ্ধ
হইনু দু'জনে—জীবনে মরণে র'ব
দোঁহে এক প্রাণ। প্রাণ বিনিময় হ'ল
শশী সাক্ষী করি'। মাধবিকা! সেই দিন
হ'তে প্রাণেশের দাসী আমি।

মাধবিকা। সুহাসিনী!
কৈশোরকাহিনী তব বড়ই মধুর।
কহ অতঃপর কিরূপে কুসুমদুর্গে
আসিলে সজনি?

ইন্দিরা। সেই দিন হ'তে সখি!
প্রতিদিন নাথ সনে হইত সাক্ষাৎ।
লতা-কুঞ্জে মুখোমুখি বসি' দুই জনে
আলাপনে কাটিত সময়। প্রাণেশ্বর
পিতার অতিথি রূপে ছিলা রাজপুরে।
একদিন পিতৃ-সন্নিধানে পাণিদান
চাহিলা আমার। পিতা মোর মিষ্টভাষে
তুষিয়া ভূপালে—জানালেন পূর্ব্বকথা।
অতি প্রিয়পাত্র ছিল সেনাপতি তাঁর,
সমরেন্দ্র একমাত্র আত্মজ তাঁহার।
বাক্য-বদ্ধ হইলেন, পিতা—তাঁরি করে
করিতে অর্পণ স্নেহময়ী নন্দিনীরে
তাঁর! কাতরে কর্ণাট-রাজ আসি' ফিরে
উদ্যান মাঝারে—চাহিলা বিদায় মোর

ঠাঁই। সই! গলা ধ'রে কতই কাঁদিনু,
কত বা কাঁদিলা প্রাণেশ্বর। হেরি তাঁ'র
অশ্রুজল—বিকল হৃদয়—কহিলাম
করিয়া শপথ, ছায়া সম হব তাঁর
সাথী। পিতৃ-গৃহ—পিতারে ছাড়িয়ে, যা'ব
তথা—যথা মম পতির আবাস। হাসি-
মুখে প্রাণেশ্বর চুম্বিলা অধর, যুক্তি
দোঁহে করিনু গোপনে। বিভাবরী শেষে
পলাইব দুই জনে দ্রুত তুরঙ্গম
'পরে। সেই মত কার্য্য সমাধান। হীন
প্রাণ কাঁদিল না বারেক পিতার তরে।
সখি! ধিক্ মোরে। ধিক মোর অভিসারে।

মাধবিকা। ক্ষমা কর রাজরাণি। কিঙ্করী তোমার
না জেনে ক'রেছে দোষ। জানিতাম যদি
ব্যথা উপজিবে মনে—এই আন্দোলনে
কখন না দেখাতাম কৌতূহল।

ইন্দিরা। ভগ্নি!
কোন দোষে নহ দোষী তুমি; আমি বড়
ভালবাসি জানা'তে তোমারে মরমের
ব্যথা যত। তুমি ভগিনীর মত, কত
স্নেহ কর মোরে! আজ বাসন্তী-পঞ্চমী—
জানি আমি প্রাণেশ আমার অতি শীঘ্র
আসিবেন পুরে। রক্ষিগণে জিজ্ঞাসহ
ত্বরা, যদি তা'রা জানে কোন সমাচার।

মাধবিকা। যথা আজ্ঞা রাজেন্দ্রাণি ! এখনি আসিব
ফিরি' নৃপতির কুশল-বারতা ল'য়ে।

মাধবিকার প্রস্থান

ইন্দিরা। (স্বগত)
দিন দিন করি' ভবিষ্যের অন্ধকারে—
ধীরে ধীরে ডুবে গেল পঞ্চম বরষ।
আশার ছলনে ভুলি'—দিনু জলাঞ্জলি
হৃদয়ের সার বৃত্তিগুলি, অভাগিনী—
বাসনার দাসী আমি চিরকাল ! আজ'
মানস-দর্পণে দেখি জ্বলন্ত অক্ষরে
আঁকা আছে, সেই স্নেহভরা মুখখানি
পিতার আমার ; আজ' ক্ষণে ক্ষণে শুনি
যেন আমি—সেই বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।
বলে যেন—'প্রাণের প্রতিমা মোর, আয়,
ফিরে আয়, বৃদ্ধ পিতা তো'র—শুধু শেষ
দেখা দেখে যা'বে তোরে। দগধ হৃদয—
তবুও রযেছে স্থির। কুল-কলঙ্কিনী
আমি, মরণ মঙ্গল মোর—এত দিনে,
হায় ! নারিনু বুঝিতে, কি যে এক মহা
কুহেলিকা-মাঝে মগ্ন হৃদয় আমার !
জানি আমি বীরেন্দ্র আমার প্রতারণা
করিবে না কভু মোর সনে ; অকপট
হৃদয়ে তাহার···শঠতা সম্ভব কভু নয়।

দূরে অশ্ব-পদধ্বনি

ওই বুঝি আসে প্রভু মোর। চিন্তা !
যাও দূরে। আসিতেছে ইন্দিরা-হৃদয়-
দিনকর ! পরি' শুভ্র কিরণের বাস—
এখনি সে উজলিবে হৃদয় আকাশ,
নাশিবে তমসা-রাশি, ফুটিবে হাসির
রেখা নলিনীর নধর অধর।
প্রসন্ন আননে ল'যে আসি প্রাণেশ্বরে।

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। দেবী ! আজ্ঞাবাহী দাস তব যোধমল,
আসিয়াছে নৃপতির সমাচার ল'য়ে।
শুন রাজরাণি ! প্রভুর আদেশ মম-
প্রতি—স্বহস্তে অর্পিতে তব করে এই
ক্ষুদ্র লিপিখানি ! আজ্ঞা তব পালনের
তরে প্রতীক্ষায রহিনু বাহিরে। এবে
প্রণাম চরণে।

যোধমলের প্রস্থান

ইন্দিরা। (পত্র পাঠ করিয়া) হৃদয়-আনন্দ মোর !
তবু ভাল—সংসারের ঘোর কোলাহলে,
একেবারে ভোল নাই ইন্দুরে তোমার !
শুনেছি লোকের মুখে, না কি রাজোদ্যানে
ফোটে কত শত ফুল—গোলাপ মল্লিকা,
আদি, রূপে যা'র মাতায় জগৎ, বাসে
ছুটে আসে অলি কত কত দেশ হ'তে।

তুমি তা'রও মাঝে থেকে এখনও যে
ভোল নি দাসীরে, তা'ই ঢের ! আয় লিপি !
আদরে হৃদয়ে ধরি ! আছে তোর
অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা প্রাণেশের মম
সোহাগের সুখস্মৃতিগুলি। যেন তুই
চুরি ক'রে এনেছিস্ অমিয়া মাখান
কথাগুলি তাঁরি। আয় লিপি আয়। বুকে
রাখি তো'রে, এনেছিস তুই প্রাণেশের
কুশল বারতা, শত চুম্বনেও তো'র
ধার নারিব শুধিতে !

মাধবিকার প্রবেশ

মাধবিকা। সখি ! যোধমল
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে আদেশ পালন-তরে।

ইন্দিরা যাও সখি ! যেতে বল তা'রে।
বল তারে প্রাণেশে আমার জানাতে কুশল-
বার্ত্তা। সখি ! বড় আনন্দের দিন আজ।
আজি নিশা অবসানে, যবে উষারাণী
সাজি' কনক বসনে, দোলায়ে মতির
মালা, পরি' শোভন সীমন্তে বালারুণ
সিন্দূরের ফোঁটা, চম্পক অঙ্গুলি দিয়ে—
ধীরে ধীরে খুলে দিয়ে পূর্ব্বাশার হেম-
দ্বার চাহি' জগতের পানে—ঘোমটার
আড়ে হাসিবে মধুর হাসি, আসিবে লো

জীবিত-বল্লভ মোর। সখি! আজ সারা
রাত জেগে দেখিব লো কেমনে তুষিতে
পারি রাজার তনয়ে! নৃপতি নন্দন
অতিথি হইবে কালি ভিখারিণী-গৃহে।

[মাধবিকার প্রস্থান

ন্দিরা (স্বগত)

প্রাণের বীরেন্দ্র! ব্যস্ত আছ গুরুতর
রাজকার্য্যে—তা'ই এস নাই দেখিবারে
জনম-দুখিনী ইন্দিরারে। যদি সুখে
থাক রাজ-কার্য্য নিয়ে, তা'ই ভাল! কিন্তু
দিনান্তে একটি বার সাধ শুধু দেখি
আঁখি-ভরে ও-চারু বদনখানি—তাও
ভার এত? পিপাসিতা চাতকীর মত
একদৃষ্টে চেয়ে আছি আকাশের পানে,
এক বিন্দু বারি-আশে—তাও সখা! ভার
এত? প্রাণেশ্বর কাজ নাই রাজ-কার্য্যে;
চল যাই মোরা পলাইয়া সেই দেশে,
যেথা রাজকার্য্য ভীষণ দানব সম
দলে না ক, পদতলে সুকুমার বৃত্তি-
গুলি হৃদয়ের। যেথা মানব-জীবন,
নীরবে ফুটিয়া উঠে সাঁজের বাতাস
লেগে বসন্তের অনঙ্গ-মঞ্জরী সম;
সারাটি রজনী চেয়ে চেয়ে প্রিয়মুখ-

পানে, প্রভাতে ঢলিয়ে পড়ে লতিকার
শ্যামল ছায়ায়। নাহি রাজ-কার্য্য, নাহি
বিরহের উষ্ণ দীর্ঘ-শ্বাস, নাহি চিন্তা
নাহি অতৃপ্তের দারুণ পিপাসা, নাহি
পূর্ণ মিলনের বুক-ভাঙ্গা সুখ! চল
নাথ! সেই দেশে রহি গিয়ে দুই জনে।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লী পান্থ-নিবাসের সম্মুখস্থ উদ্যান ও রাস্তা

নাগরিকাগণ ও পান্নালাল

গীত

নাগরিকাগণ।

গাগর লে ভরণে চলিয়ে যমুনা জল আলি
লাজ সাজ ভুষণ সুবসন, ঠন্‌চল্ সর্বান সুবন্ ;
নিরখি ওয়ারে কোটীমদন বদন জ্যোতি জ্বালি।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝমক্ চাল ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েল্ বিশাল,
পগ পগ পর মোহে গোয়াল ঝিরো বনমালি।
লচকি লচকি পতরি কমর সরসে পর করত কহর ;
তাপর্ বঁধু দেহ লহর লটক, কালী।

পান্নালাল। ও বাবা! এরা কারা? আরে এ যে একদল ঘুরঘুরে পোকা দেখ্‌ছি। বাঃ বাঃ! কেয়া তোফা সুন্দরী! শুন্‌তে পাই, তোমাদের দিল্লীতে "দিল্লীকা লাড্ডু" ব'লে এক আজ-

গুবি চিজ মেলে, তোমরা কি তাই ? একেবারে চাঁদের হাট ; দিনের বেলায়ই জোচ্ছনা ফুটিয়ে দিয়েছ। দেখ, আমি বিদেশী লোক—আমার কাছে ভাঁড়া-ভাঁড়ি ক'র না। বল ত চাঁদ, তোমরা কারা ? আর কেনই বা এ অসময়ে রাস্তার মাঝে রূপের ফোয়ারা ছুটিয়ে প্রাণ মাতোয়ারা ক'চ্ছ ?

প্রঃ নাগরিকা। রূপের বাজারে আমরা,
রূপের পশারি ;
দ্বিঃ নাগরিকা। রূপের পশরা নিয়ে,
ফিরি বাড়ী বাড়ী।
তৃঃ নাগরিকা। আদর পেলে, আপনা ভুলে
যাই গো মোরা যেথা সেথা।
চঃ নাগরিকা। রূপের কদর যে না জানে,,
তা'র সনে ত কই নে কথা।

পান্নালাল। আচ্ছা সুন্দরি ! আজ কাল কি রূপ তোমরা নিলেমে ছাড়্ছ ? তা'—লাটকে লাট বিক্রী কর, না খুচরোটা খাচরাটাও মেলে ? আমি মনে কচ্ছিলুম—যে সস্তায় কিস্তিখানেক মাল নিয়ে যাই। আমাদের দেশে খুব দরে বিকুবে। তোমরা ত স্রেফ আদর আর কদর চাও, তা' আমি অঢেল দেব'। এস চাঁদ, চ'লে এস—

প্রঃ নাগরিকা। আয় চলে আয়, কাজ কি কথায়
ভুলায় পাছে কথার ছলে।
দ্বিঃ নাগরিকা। নিঠুরে স'পিয়ে মন,
হবি কি লো জ্বালাতন।
তৃঃ নাগরিকা। আপন হাতে গ'ড়ে ফাঁসি,
পর্‌বি কেন আপন গলে ?

গীত

নাগরিকাগণ।

"বঁধুয়া, সুধা ঢালয়ি পরাণে।
মৃদু মধু ভাষযি, মিঠি মিঠি হাসয়ি
হরয়ি মান অভিমানে।
চন্দ উজর মধু মধুর কুঞ্জ'পর
ফুটতই মল্লিকা ফুল।
গাহত পঞ্চমে বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিল কুল।
বসন্ত ভূষণ ভূষিত ত্রিভুবন
হৃদয়ে মানা নাহি মানে।
লাজ বাঁধা সব তেয়াগই আবেশে
নিরখত সো মুখপানে॥"

নাগরিকাগণের প্রস্থান

পান্নালাল। (স্বগত) বাবা! সাধে বলে, "রাজধানী যাবগা।" মেয়েমানুষ ত নয়—যেন পদ্মফুল! প্রাণ আকুল করে দিযে গেল বাবা! কিবা গোলাপ ফুলের মত রং! কিবা চল্‌বার ঢং; কিবা মধুর আওয়াজ, কিবা ঢলঢলে পেসোয়াজ, কিবা বঙ্কিম নয়ন, কোথায় লাগে বাবা মদনের চোখা বাণ। এখানে দেখ্‌ছি সবই এক নূতনতর। কিন্তু এক বড় মুস্কিল—পেট যে শোনে না। যাক্, ওরা ত চ'লে গেল। আর আমি পাইচারি ক'রে দিক্‌দারী হই কেন? আজ কিন্তু বাবা! সে ছোঁড়া দু'টোর কতক সন্ধান না নিয়ে ছাড়্‌ছি নি। ওই বুঝি একটা পায়চারি কর্ত্তে কর্ত্তে এই দিকেই আস্‌ছে। আমি একটু গা ঢাকা দি!

পান্নালালের প্রস্থান

সমরেন্দ্র

সমরেন্দ্র। একে একে খুঁজিলাম সমগ্র ভারতে
যত নগর নগরী আছে ; ইন্দিরার
না হ'ল সন্ধান। অকাতরে ঢালিলাম
অর্থরাশি, সহিলাম এত ক্লেশ, সব
বৃথা। আজি পঞ্চম বরষ—নাহি নিদ্রা,
নাহি বিরামের অবসর ; কভু অশ্ব-
পৃষ্ঠে—কভু পদব্রজে, ভারতের প্রান্ত
হ'তে প্রান্তান্তরে করিনু ভ্রমণ—কা'র
তরে ? ইন্দিরা ! কে সে আমার ? আমি কেন
ঘৃণিতা সে কুলটার তরে, বিসর্জ্জিনু
জগতের সুখ রাশি—জনমের মত,
ঐহিক সমস্ত সুখে দিনু জলাঞ্জলি ?
ইন্দিরা কি দিনান্তেও একবার ভাবে
মোরে ? মোর তরে ফেলে কি সে এক ফোঁটা
অশ্রুজল ? সৌরাষ্ট্র-ঈশ্বর কন্যাগত-
প্রাণ ; বিনা তনয়ার দরশন, বৃদ্ধ
রাজা হারা'বে জীবন। তা'ই পণে বদ্ধ
আমি—ঘুরিতেছি ইন্দিরার অন্বেষণে
চারিদিকে। ইন্দিরার কিবা অপরাধ ?
জ্ঞান হীনা চপলা বালিকা, সরলতা
সোহাগ-প্রতিমা—সংসারের কুটিলতা—
কেমনে বুঝিবে বল ? কুক্ষণে সৌরাষ্ট্র-
পতি নিমন্ত্রিল দুষ্ট কর্ণাটেরে—নিজ

রাজ্যে ; বহু সমাদরে অতিথির করিল
সৎকার ; দিল উপযুক্ত পুরস্কার
তা'র। এবে দুরাত্মা কর্ণাট রহিয়াছে
রাজ-অনুগ্রহ মহত্ত্ব-শিখরে ; কিন্তু
কয় দিন আর রমণীর অনুগ্রহ
রহিবে অটল ? রিজিয়ার ক্রোধানল
হ'লে প্রজ্বলিত, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে দুরাত্মা কর্ণাট।
যদিও পামর ! রিজিয়ার ক্রোধানলে
কোন মতে পাও পরিত্রাণ, জেন—এই
শাণিত কৃপাণ এক দিন তব রক্তে
হইবে রঞ্জিত।

রণজিৎ ! রণজিৎ !

এত দিনে ভগ্ন-প্রাণে হইতেছে যেন
আশার সঞ্চার ; ইষ্টদেবি ! কত দিনে
আর—মুক্ত হ'ব এই যন্ত্রণার ভার
হ'তে ?

রণজিতের প্রবেশ

রণজিৎ। উপস্থিত আজ্ঞাবাহী দাস তব—
নিদেশ-পালন তরে। সেনাপতি ? কোন্
প্রয়োজনে অধীনেরে করিলে স্মরণ ?

সমরেন্দ্র। রণজিৎ ! বিপদে সম্পদে একমাত্র
তুমিই সহায় মোর। আজি পঞ্চ বর্ষ

ধরি' অনাহার অনিদ্রারে করিয়াছ
অঙ্গ-আভরণ ; সংসারের ভোগ-সুখ
যত, স্ব-ইচ্ছায় দেছ বিসর্জ্জন ; কিন্তু
বড় দুঃখ বাজে প্রাণে, উদ্দেশ্য-সাধন
নাহি হ'ল।

রণজিৎ। সেনাপতি! কেন অকারণে
হতেছ বিকল? চেষ্টার অসাধ্য কিছু
নাহি ত্রিভুবনে। হের ত্রেতাযুগে চেষ্টা-
বলে ক্ষীণ-বল নর দশরথাত্মজ,
বানর সৈনিক মাত্র করিযা সহায়
পশি' লঙ্কাপুরে, নাশিলা সমরে ঘোর
সুরাসুর-গন্ধর্ব্ব-বিজয়ী লঙ্কেশ্বরে।

সমরেন্দ্র। জানি বীরবর! চেষ্টা বলে সর্ব্ব-কর্ম্ম
হয় সংসাধিত। জানি আমি, মনে মনে
দুষ্কৃতি-দমন তরে, নিয়োজিত আমি
বিধাতার ইচ্ছাক্রমে। জানি আমি, এই
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এক দিন করিবেক
কর্ণাটের বক্ষ-রক্ত পান। কিন্তু প্রাণ
মম, ধৈর্য্য নাহি মানে আর। প্রজ্বলিত
হুতাশন লেলিহান রসনা বিস্তারি',
মাগে যথা ঘৃতাহুতি যাজ্ঞিকের কাছে,
সেইরূপ প্রতিহিংসা—ঘোর কালানল,
জ্ব'লি' মম হৃদয়ের মাঝে, যাচিতেছে
নিরন্তর কর্ণাটের হৃদয়-শোণিত,

জানি না ক, বীরবর ! কত দিনে আর
সে অনল হইবে নির্ব্বাণ !

রণজিৎ। সেনাপতি !
নহে বহুদিন আর। পাপের শাসন-
তরে আপনি মুরারি, যুগে যুগে হন
অবতার।
যবে পূর্ণ হয় দুষ্কৃতির ভার,
বিনাশ তাহার—ন্যায-পরায়ণ
বিধাতার সুবিচার।

সমরেন্দ্র। রণজিৎ ! আজি
পুনঃ বাহিরিব ইন্দিরার অন্বেষণে।
ছদ্মবেশে পশি' কুসুমনগরে, কোন
মতে করিব নির্ণয—কুসুমদুর্গের
এই রহস্য বিশাল। বিশ্বাস আমার,
প্রচারিয়া মিথ্যা বিভীষিকা, ইন্দিরারে
রাখিয়াছে কর্ণাট দুর্ম্মতি, গোপনেতে
কুসুমদুর্গের মাঝে। তুমি ছদ্মবেশে
পশি' রাজধানী-মাঝে, দেখ যদি কোন
মতে পার করিবারে উদ্দেশ্য-সাধন।
যাও বীরবর ! মন্দুরা হইতে বেছে
ল'য়ে অতি দ্রুতগামী তুরঙ্গম এক,
সসজ্জ করিয়ে তারে, রাজপথ পাশে
অপেক্ষা করিও মোর তরে ; অবিলম্বে
হইবে সাক্ষাৎ।

রণজিৎ। যথা আজ্ঞা বীরবর!

রণজিতের প্রস্থান

সমরেন্দ্র। ইষ্টদেবি! উদ্দেশে প্রণমি তব পায়।
দেশত্যাগী করিযাছ অকৃতী সন্তানে;
ছিঁড়িয়া ফেলেছ হৃদি-পিণ্ড; মরুভূমি—
মরুভূমি—প্রাণ মম! প্রায়শ্চিত্ত হ'ল
না কি তবুও জননি? স্বয়ম্ভূ ঘরণি!
দেখি, দেবি! কত কষ্ট দিতে পার আর!

সমরেন্দ্রের প্রস্থান

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। ও বাবা! এর মধ্যে এত! আমি বলি সিদে, দেখছি বেজায় ছুঁদে। প্রথমেই আমার একটু খট্‌কা লেগেছিল; অমন ডবকা ছোক্‌রা, ও কি মিনি মতলবে এই জায়গায় আসে? আমি পান্নালাল, বাবা! আসল জহুরি, আমার কাছে আবার মুহুরিগিরি ক'রে চ'লে যাবেন! যা' হোক লোকটা ঘাগী, তার উপর আবার ঈষৎ রাগী। কিন্তু ঠাউরেছে ঠিক। আমার ত সেই দিনেই মালুম হ'যেছিল যে, কুসুমদুর্গের ভূত-ফুৎ সব মিথ্যে। কতকগুলো মানুষ ঐ রকম সেজে গুজে ভয় দেখায়। শুন্‌লাম ত কর্ণাটরাজ ইন্দিরা ব'লে একটা ছুঁড়ীকে এইখানে আটকে রেখেছে। যখন মেয়েমানুষ আছে—তখনও এর ভিতর দাঁও আছেই। দেখাই যাক। যে দিক্ দিযে হ'ক, পান্নালালের কিঞ্চিৎ খানা এলেই হ'ল।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সখিগণ ও ইন্দিরা

কুসুমদুর্গের পুষ্পবাটিকা

সখিগণ। গীত

আয় নেমে আয় সোনার উষা ! ফাগ মেখে তোর রাঙা গায়।
রাঙ্গা গালে রাঙ্গা ঠোঁটে হাসির লহর ছুটে যায়।
কনক চাঁপা আঙ্গুল দিয়ে,
মেঘগুলি দাও সরাইয়ে ;
আঁচল খানি উড়াইয়ে দাও মৃদুল দক্ষিণা বায় ॥

প্রঃ সখী। দেখ দেখ সেই পূরব-গগনে
ফুটিয়া উঠেছে উষার হাসি।

দ্বিঃ সখী। উষারে দেখিযে বুঝি বনে বনে
ফুটিয়ে উঠেছে কুসুম রাশি ?

তৃঃ সখী। দেখ না, দেখ না, দেখ না, সই !
সহকার গায়ে মাধবী ওই,
আঁচল ভরিয়া তুলেছে লো ফুল,
দেখ না লতিকা এলান চুল।

চঃ সখী। দেখ দেখ হেথা শেফালিবালা,
ফুলের বিছানা পাতিয়া দেছে।

প্রঃ সখী। ওই দেখ ওই সরসীর বুকে
কুমুদিনী সনে চন্দ্রমা খেলিছে।

প্রঃ সখী। উষারে হাসিতে দেখে,
চাঁদও হাসিছে ওই।

দ্বিঃ সখী। মালতীর নয়নের কোণে
হাসির রেখাটি ফুটেছে ওই।

তৃঃ সখী। আয় আয় সখি, ফিরি বনে বনে,
কুড়াই যতনে হাসির রাশি,
গাঁথিয়ে হাসির মোহন মালিকা,
দিব তার গলে যারে ভালবাসি।

চঃ সখী। দেখিতে দেখিতে উষার হাসিটি
গগনের গায়ে মিলায়ে গেল,
উদয়-অচলে কনক কবাট
কোথায় যেন গো লুকায়ে গেল।

পঃ সখী। দেখ দেখ, সই! ভূতলে আজ
তরুণ অরুণ হ'য়েছে প্রকাশ।
যাও সখি! যাও, বঁধু ফুল-পাশে
দেখে লও সই! মিটায়ে পিয়াস

সখীগণ। গীত

কনকলতিকা! কেন অধোমুখে?
ঐ দেখ বঁধু এসেছে;
হৃদয়ের হাসি অরুণ অধরে
ঐ যে গো ফুটে উঠেছে।

তুমি একলা বসিয়ে সারাটি রাত,
যার মুখখানি দেখিবে বলিয়ে—
সে তোমারি পানে অনিমিখে আছে চাহিয়ে।
সরম পাশর হের সখি! হের—
সে যে প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবেসেছে।

সখীগণের প্রস্থান

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। এস, এস, বনদেবী! হৃদয় আমার।
হৃদি-বিহারিণি! মূর্ত্তিমতী আশা তুমি।
দূর হ'তে দেখিলে তোমাকে, কি জানি কি
মহাশক্তি জাগি, হৃদি-মাঝে—নির্ব্বাপিত
করে হৃদয়ের বৃত্তিগুলি। চাহে আঁখি
শুধু পিপাসা মিটাতে ওই রূপ-সুধা
পান করিবারে। চাহে প্রাণমন শুধু
নয়ন হইয়ে দেখিতে তোমারে। প্রিয়ে!
মনে পড়ে আজ পাঁচ বৎসরের কথা
সেই পূর্ণিমার নিশি—আমি ক্লান্ত হ'য়ে
বসিলাম মর্ম্মর-আসনে তোমাদের
প্রমোদ-কাননে। মন্দ মন্দ গন্ধবহ
স্বর্গের সুরভি-কণা দিল ছড়াইয়ে
সুষুপ্ত ধরায়, কুসুম-পরাগে ঢেকে
দিল অঙ্গ মোর। আমি ঘুম বিজড়িত
অলস নয়নে দেখিতে লাগিনু সুখে,

সরসীর বুকে চপলা চন্দ্রমা সনে
তরঙ্গের লীলা। গরবিনী কুমুদিনী
ত্যজিল একটি দীর্ঘশ্বাস, আঁখি-কোণে
তা'র দেখা দিল দুই ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু
জল! মলয়-পবন, বুঝি শুনিল সে
করুণ নিশ্বাস ; ব'লে দিল শেফালির
কানে কানে চাঁদের কলঙ্ক-কথা। তাই
শেফালি-সুন্দরী ছড়াযে ফেলিয়ে দিল,
কুসুম-ভূষণ! প্রিয়ে! মনে পড়ে সেই
মধুর নিশীথে—বাপীতটে আমাদের
প্রথম মিলন। চারি চোখে এক হ'যে
ফিরে এল আঁখি ; আবেগের ভরে রুদ্ধ
হযে গেল কথার দুযার। চুরি ক'রে
চাহিলাম দুইবার মুখপানে তব,
বদ্ধ ভূতলের পানে—রক্তিম কপোলে
তব বিকসিত গোলাপের আভা। হেরি
মোহিনী মূরতি—দামিনী খেলিয়ে গেল
হৃদযে আমার। এখন চাহিলে ফিরে
সেই অতীতের পানে—মনে হয, প্রিয়ে!
সেই নিশি কেন বা পোহাল, কেন না
রহিল চিরকাল?

ইন্দিরা। প্রিয়তম! জানি আমি,
হৃদয তোমার ; যদি নিজ গুণে দেছ
দাসীরে চরণে স্থান, তবে কত দিন

আর আশায় বাঁধিব বুক ? কত দিনে
ঘুচে যাবে এ যন্ত্রণা ? এই কাছে থেকে
যেন দূর—দূর এই অস্ফুট প্রণয়,
সদা শঙ্কা-বিজড়িত, যেন লুকোচুরি
খেলা।

বীরেন্দ্র

জান না সরলে ! রাজ-অনুগ্রহ
কত ভয়ঙ্কর ! কত বিপদ্-সঙ্কুল !
পৃথিবীর চোখে, আছি মোরা মহত্ত্বের
তুঙ্গ শৃঙ্গ' পরে—যেন সংসারের সুখ-
দুঃখ পশে না তথায়। জান না ললনা !
কি যে সংশয়-বৃশ্চিকে দংশে নিরন্তর,
জর্জ্জরিত করে দেহ পিপাসার তীব্র
হলাহলে।

শোন প্রিয়ে ! কি কারণে আজ'
পরিণয় আমাদের রেখেছি গোপন,
কেন বা এ অমূল্য রতন সাবধানে
রাখি লুকাইয়ে এই নিভৃত দুর্গেতে।
সুল্‌তানা রিজিয়া নহে নিজে পরিণীতা ;
তা'ই কবিলা প্রচার—অনুগত তাঁর
সেনাপতি, সামন্তাদি আছে যত জন,
বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ নাহি হবে কেহ
রাজ-আজ্ঞা বিনা। রাজ-কৃপাপ্রার্থী যেবা
সে নিয়ম করিবে লঙ্ঘন, চিরকাল
বদ্ধ র'বে কারাগারে। পলায়নে নাহি

পরিত্রাণ ; রিজিয়ার ক্রোধানল, দীপ্ত
দাবানল সম বেড়ি' পোড়াইবে তা'রে।
তাই সদা চাহে প্রাণ বিদায় লইতে
রাজ-অনুগ্রহ কুসুম-শয্যার কাছে।
আশা পুন কহে—'রহ কিছু দিন আর,
মন-সাধ অচিরে পূরিবে তব!' কভু
কুহকিনী ধীরে ধীরে আসি' খুলে দেয়
চোখের সম্মুখে ভবিষ্যের মানচিত্র-
খানি—রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে। কানে কানে
বলে যেন—'মূর্খ তুমি, তাই কার্য্যক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হ'যে, মাগ শান্তি লভিবারে—
জেন স্থির এ সংসারে কার্য্য সার। তাই
দিনমণি প্রভাতে উঠিয়ে চলিতেছে
অবিরাম উদ্দেশ্য বিহীন। নাহি শ্রান্তি—
নাহি বিরামের অবসর—তা'ই গ্রহ
উপগ্রহ আদি চলিতেছে নিরন্তর।
তাই নিশীথে তারকারাজি ফুটে ফুটে
ডুবে যায় গগনের গায়। এরা যেন
শিখা'য়ে দিতেছে মানবেরে, কার্য্য-ক্ষেত্রে
শুধু কার্য্য করিবারে। তাই প্রিয়ে! বিনা
বাক্যব্যয়ে রিজিয়ার দাসত্ব স্বীকার।
তা'ই সুবর্ণ-লতিকা! তোমারে বঞ্চিতা
করি' রাজসিংহাসনে, লুকায়ে রেখেছি,
এই নিভৃত প্রদেশে। ধরি প্রাণ শুধু

আশার কুহক পূর্ণ মুখপানে চেয়ে।

ইন্দিরা — প্রাণেশ্বর! জানি আমি হৃদয় তোমার।
আমি ক্ষুদ্র নারী, নাহি যাচি সিংহাসন—
সাধ মাত্র চরণ-দর্শন; অন্য আশা
নাহি প্রাণে। তব প্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য
মোর; করযোড়ে ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে,
বারেক দর্শনে দিনান্তে করিও সুখী।
তা'ও যদি নাহি পার, সখা! ভাল! রব
একা—শুধু স্মৃতিখানি নিও না কাড়িয়ে।

গীত

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
বঁধু হে শুধু দেখা দিতে আসা এ'স না।
ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা—
তোমার পায়ে ধরি! আমায় ভালবেস না॥
আমি একেলা বসিয়ে সারাটি দিন
চেয়ে র'ব ওই পথের পানে,
আমি সারাটি রজনী রহিব জাগিয়ে—
চাঁদও জাগিবে আমারি সনে।
তুমি যাহা চাও সখা! দিব ফিরাইয়ে—
শুধু স্মৃতিটুকু ফিরে চেয়ো না॥

বীরেন্দ্র — প্রাণেশ্বরি! কেন এই করুণ সঙ্গীত?
প্রেম ডোরে বেঁধেছ আমারে; কোথা যাব
ছিঁড়িয়া সে কঠিন বন্ধন?

ইন্দিরা। ক্লান্ত তুমি
পথশ্রমে ; চল নাথ বিশ্রাম-আগারে
পদ-প্রান্তে বসি' দাসী সেবিবে চরণ।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পান্থ-নিবাসের কক্ষ

সমরেন্দ্র ও রণজিৎ

সমরেন্দ্র। শুন রণজিৎ! কেমনে করিনু আমি
এই গভীর রহস্য ভেদ। শুনিলাম
লোকমুখে যেই দিন হ'তে দিল্লীশ্বরী
সুলতানা রিজিয়া, পুরস্কার অর্পিয়াছে
কুসুমনগরী কর্ণাট-পশুর করে—
তা'রি কিছুদিন পরে, আরম্ভ হয়েছে
এই বিভীষিকা-নাটকের অভিনয়।

রণজিৎ। সে ত আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা।
তারি কিছু দিন আগে ; এখন' সে কথা
স্মৃতিপথে হইলে উদয়, কোষ-বদ্ধ
তরবারি উঠে আস্ফালিয়া ভীম তেজে,
বিশ্বাসঘাতক কর্ণাটের বক্ষ-রক্ত
পান করিবারে। তারি কিছু দিন আগে,

সরলা ইন্দিরা, মজি কপটীর দুষ্ট
ছলনায়, জলাঞ্জলি দিল জনমের
মত সব সুখে।

সমরেন্দ্র। কালি নিশাকালে
বিশ্রামের তরে, নিজ শয়ন-আগারে
ধীরে ধীরে করিনু প্রবেশ। কিন্তু হায়!
হৃদয়ে যাহার চিতানল জ্বলিতেছে
অনিবার—শান্তি-সুখ কেমনে সে লভে
বল? বহুক্ষণ ধরি উপাসনা করি'
শান্তিময়ী সুযুপ্তির পাশে, নিদ্রা নাহি
এল; শুধু উৎকণ্ঠা বাড়িল প্রাণে। যেন
সহস্র বৃশ্চিক দংশিতে লাগিল হৃদে।
উঠিলাম শয্যা ত্যজি—ভাবিলাম এই
উপযুক্ত কাল কুসুমদুর্গের সুগভীর
রহস্য নির্ণয় তরে। ইষ্টদেবে স্মরি
চারু বর্ম্মে আচ্ছাদিনু দেহ—কটীবন্ধে
বাঁধিলাম তীক্ষ্ণধার তরবারি—দৃঢ়
মুষ্টি করি' ধরিলাম অক্ষয় বরুণা।
চাহি একবার আকাশের পানে, দেখি—
সুনীল গগনে মিটি মিটি হাসিতেছে
তারকার রাজি। পুনরায় স্মরি ইষ্ট-
দেবতায় বাহিরিনু নির্ভীক হৃদয়ে।

রণজিৎ। পঞ্চবর্ষ ধরি বীর! ঘুরিতেছি পাছে
পাছে তব, ছদ্মবেশ ধরি—অভিনেতা

যথা অবতীর্ণ হ'য়ে রঙ্গালয়ে, লীলা
করে কত মত বিবিধ নেপথ্য ধরি।
কিন্তু সেনাপতি! এক দিন তরে, তুমি
দেখেছ কি বদনে আমার, অনিচ্ছার
ভাব পালিতে নিদেশ তব? বিপদের
কাযে একা যদি যাবে তুমি, দাস তবে
কোন্ প্রয়োজন সাধনের তরে বল?

সমরেন্দ্র। অভিমান ত্যজ, রণজিৎ। তোমা সম
প্রভুভক্ত-পাশে সাহায্য প্রার্থনা, শ্লাঘা
মম। কিন্তু দেখিলাম সারাদিন শ্রম
করি লভিছ বিরাম তুমি সুষুপ্তির
কোলে; তাই ইচ্ছি নাই বাধা দিতে বহু
যত্ন-লব্ধ শান্তি-সুখে তব।

রণজিৎ। সেনাপতি!
সেই দিন স্পর্শিয়া কৃপাণ, স্মরি' সব
দেবতা-মণ্ডলী, স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞা-পাশে
আবদ্ধ হইনু—বিপদে সম্পদে আজ্ঞা
তব করিতে পালন; সেই দিন হ'তে
শান্তি সুখ দি'ছি বিসর্জ্জন, সার মাত্র
গণি মনে প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন।
কহ, সেনাপতি! কিবা হ'ল অতঃপর?

সমরেন্দ্র। তা'র পরে বাহিরিনু পদব্রজে, লক্ষ্য
করি কুসুমনগর; অতিক্রমি ধীরে
ধীরে দিল্লীর তোরণ, চলিতে লাগিনু

বহুকষ্টে বনপথ ধরি'। নিশীথিনী
তিমির দুকূলে ঢাকিয়াছে চারু অঙ্গ-
খানি, ফুলরাণী ঘুমায়ে পড়েছে ঢুলে
লতিকার গায় ; আকাশের কুলবালা
রূপসী নক্ষত্রমালা, অবসর বুঝে,
করিতেছে জল-খেলা সরসীর মাঝে—
তরঙ্গে তরঙ্গে তা'র ঝরে লাবণ্যের
ধার ; সুষুপ্তা প্রকৃতি যেন চিত্রার্পিত
প্রায়। মাঝে মাঝে শুধু কাল-পেচকের
বিকট চীৎকার, পিশাচের অট্টহাসি
সম, পশিতেছে সুখ-সুপ্ত প্রকৃতির
কানে। সর্ব্বগ্রাসী আঁধারের রাশি ভেদ
করি, ধরি ক্ষীণা বনপথ-রেখা ধীরে
ধীরে কুসুমদুর্গের দ্বারে হইলাম
উপনীত। দেখিলাম পরীক্ষিয়া—রুদ্ধ
আছে প্রবেশ-তোরণ—নিদ্রিত প্রহরী সব।

রণজিৎ। বীরবর অদ্ভুত সাহস তব।
কুসুমদুর্গের এই অমানুষী কথা—
এই অলৌকিক ভৌতিক রহস্য, ভীতি
উৎপাদন করে নির্ভীক হৃদয়ে। কিন্তু
অপ্রমেয় পরাক্রম তব ; তাই হেন
গুরুতর কার্য্যে, একাকী করিলে হস্ত-ক্ষেপ।

সমরেন্দ্র। গুরু লঘু নাহি জানি রণজিৎ!
জানি এই মাত্র জীবনের সার কর্ম্ম—

কোনরূপে উদ্দেশ্য-সাধন! নাহি ক্ষোভ,
তাহে যদি যায় প্রাণ। মন দিয়া শুন
রণজিৎ! পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা।
হেরি' রুদ্ধ দুর্গের তোরণ, ভাবিলাম—
আত্ম-গোপনের তরে করি কি উপায়?
অদূরে হেরিনু এক অশ্বথ পাদপ—
বাহু প্রসারিয়ে আলিঙ্গন করিতেছে
নিশার আঁধারে। সাহসে করিয়ে ভর,
স্মরি' ভবানীর নাম, আরোহিণু বৃক্ষ-
'পরে। বসি শাখার উপরে, প্রকৃতির
যত্নে গড়া হৈম সিংহাসনে, আচ্ছাদিনু
আপনারে লতার বিতানে। শশধর
মনোহর বেশে, জলদের যবনিকা
ভেদি'—পরকাশি সুনীল গগনতলে,
মরতে ছড়ায়ে দিল প্রতিভার রাশি।
অকস্মাৎ রজনীর স্তব্ধতা ভেদিয়ে,
দিল্লী নগরীর উচ্চ নহবৎ-চূড়ে—
বংশীর সপ্তম তান, দামামার ঘোর
রোল, ঘোষণা করিয়া দিল রজনীর
তৃতীয় প্রহর। ক্রমে সেই ধ্বনি গেল
মিশাইয়ে অন্ত-হীন গগনের গায়,
অসীম নীলিমা-মাঝে।

রণজিৎ। ধন্য বীরবর!
অদ্ভুত সাহস তব। অচলা ভকতি

তব সৌরাষ্ট্র রাজের প্রতি। সেনাপতি!
প্রভুকন্যা উদ্ধারের তরে, প্রাণপণে
যে আয়াস করেছ স্বীকার, উপযুক্ত
পুরস্কার তার—ইন্দুমুখী ইন্দিরার কর!

সমরেন্দ্র। রণজিৎ! সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে গেছে,
সুখ-সাধ বহুদিন গেছে ফুরাইয়ে—
নৃপতির কাতরতা—বেদনা আনিল
প্রাণে—তাই প্রাণ-পণ করি ইন্দিরার
অন্বেষণে ফিরি। থাক্ কল্পনা-স্বপন!
বৃথা আন্দোলনে নাহি কায। শোন মন
দিয়া, কিবা ঘটিল পশ্চাৎ। সুগভীর
তূর্য্যধ্বনি অকস্মাৎ উঠিল গগনে—
সাথে সাথে তা'র আরম্ভিল অলৌকিক
ভূতদ্বন্দ্ব। হিহি—হিহি—পিশাচের হাসি,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া বিকট তাণ্ডব
টলাইল বসুধারে—বাসুকির শিরে।
নিমেষের তরে কাঁপিয়া উঠিল মম
প্রাণ; স্বেদ-বিন্দু দেখা দিল আচম্বিতে
পাণ্ডুর কপোলে। স্মরিলাম ইষ্টদেবে—
ভবানীর নামে সাহস আসিল ফিরে;
বাহুযুগে পূর্ব্ব-শক্তি বিকাশিল পুনঃ।
ক্ষিপ্রহস্তে অক্ষয় কার্ম্মুকে রোপিলাম
সুশাণিত শর; মহিষমর্দ্দিনী-পদে
উদ্দেশে প্রণমি' এড়িলাম তীক্ষ্ণ বাণ;

অলক্ষ্যে বসিয়ে, এক, দুই, তিন করি'
নিক্ষেপিনু কত তীক্ষ্ণ শর—প্রাণ-ভয়ে
প্রেতগণ গেল পলাইয়ে, মানবের
আর্ত্তনাদ উঠিল তথায় ; রহস্যের
কথঞ্চিৎ হ'ল উদ্ঘাটন।

রণজিৎ। সেনাপতি!
উপকথা-সম জ্ঞান হয় কুসুমদুর্গের
এই রহস্য বিশাল। কহ বীরবর!
কহ বিবরিয়া কি হইল অতঃপর।

[অ]মরেন্দ্র। তা'র পর ধীরে ধীরে বৃক্ষশাখা হ'তে
নামিবার করিনু উদ্যোগ। হেন কালে
যেন অকস্মাৎ দূর-অশ্বপদ-ধ্বনি
পশিল শ্রবণে মম। ক্রমে ক্রমে সেই
ধ্বনি আসিতে লাগিল কাছে ; মন্ত্র-মুগ্ধ
সম দেখিলাম—মনোহর তুরঙ্গম—
ফেন-পুঞ্জে আবরিত সর্ব্ব-অঙ্গ তার—
দাঁড়াইল আসি' কুসুমদুর্গের দ্বারে।
অশ্বারোহী বর একজন অতি ত্রস্তে
নামিল ভূতলে—আপাদ-মস্তক ঢাকা
দীর্ঘ অঙ্গরাখা, নিক্ষেপিল বাজি-পৃষ্ঠে।

[র]ণজিৎ। অনুমানে জ্ঞান হয় কর্ণাট-রাজের
অনুচর কেহ, এসেছিল নিশিযোগে
কলুষিত কার্য্য কিছু করিতে সাধন।

[অ]মরেন্দ্র। নহে কর্ণাটের অনুচর—রণজিৎ!

জ্যোৎস্নালোকে স্বচক্ষে দেখেছি আমি, সেই
নরকের কীট, নিজে উপস্থিত তথা
ছদ্মবেশ ধরি'। আত্মহারা হইলাম
রোষে ; তুলিলাম সুতীক্ষ্ণ বরশা, শির
লক্ষ্য করি তা'র। দৃষ্টিভ্রম হ'ল মোর।
মনে হ'ল পশ্চাতে তাহার, দীন-নেত্রে
চাহি মোর পানে, সকাতরে মাগিতেছে
শোভনা ইন্দিরা, পাপিষ্ঠের প্রাণ ভিক্ষা—
যেন সকরুণ ভাবে সম্ভাষিয়া মোরে
কাতরে কহিল বালা—'বৈধব্যের জ্বালা
কেন মোরে দিবে অকারণ ?' মুগ্ধ মন—
নারিলাম ত্যজিতে শায়ক ; অপারগ
হ'ল হস্ত নাশিতে কর্ণাটে। সিংহ-দ্বার
খুলি দুর্গমাঝে অবাধে পশিল পাপী !
রণজিৎ ! এতদিনে পেয়েছি সন্ধান,
দেখি ভগবান কত দিনে মনোবাঞ্ছা
করেন পূরণ। কোন মতে পশি দুর্গে,
ইন্দিরার সনে নির্জ্জনে করিব দেখা !
জিজ্ঞাসিব কেমনে সে ভুলিয়াছে পিতৃ-
স্নেহ ! শৈশবের স্মৃতি ভুলেছে কেমনে।
চল যাই, স্থির করি গিয়ে কি উপায়ে
যেতে পারি ইন্দিরা-সকাশে। এস বীর !
নাহি কায কালক্ষেপ করি'।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভাগৃহ

রিজিয়া, মন্ত্রী, বীরেন্দ্রসিংহ, বক্তিয়ার ও সভাসদ্‌গণ

রিজিয়া। মন্ত্রিবর ! পরিণত বুদ্ধির প্রভাবে
তব, অধিষ্ঠাতা দিল্লী-সিংহাসনে আজি
রিজিয়া। বীরেন্দ্রসিংহ ! অসীম শৌর্য্যের
বলে তুমি লভিয়াছ প্রতিষ্ঠা বিশাল।
বক্তিয়ার ! প্রভুকার্য্যে তোমারে দেখি নি
কভু মুখ ফিরাইতে। সিন্ধুনদ হ'তে,
জাহ্নবী পর্য্যন্ত সুবিশাল আর্য্যাবর্ত্তে,
একচ্ছত্রা অধীশ্বরী আমি। কিন্তু জানি
আমি, তোমাদেরি অতুল সাহস—মূল
তা'র ; তোমাদেরি অচলা ভক্তির বলে,
এত দূর প্রতিপত্তি মোর।

মন্ত্রী। এ কি কথা—
কহিছ সম্রাজ্ঞী ! এই বিশাল সাম্রাজ্য,
এই অদ্ভুত প্রতাপ, সবি নিজ বলে
তব। আমরা ত তোমারি নিপুণ করে
ধারহীন অস্ত্র শুধু।

বীরেন্দ্র। দিল্লীশ্বরি! তুমি
জগত-ঈশ্বরী বলি' বিখ্যাত ভারতে।
সিন্ধু হ'তে জাহ্নবী পর্য্যন্ত, জানে সবে
বিক্রম তোমার। ভারতের ইতিহাসে
র'বে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা কীর্ত্তিগাথা
তব। যতদিন বীরত্বের সমাদর
র'বে ভূমণ্ডলে, ক'বে একবাক্যে সবে
'জগতে অতুলনীয়া সুলতানা রিজিয়া।'

বক্তিয়ার। শাহাজাদি! নাহি জানি কর্ত্তব্য অপর,
বিনা তব আদেশ-পালন। তাহে যদি
হয় প্রয়োজন, পারি অকাতরে দিতে প্রাণ মম।

রিজিয়া। মন্ত্রিবর, নায়কমণ্ডলি,
বাহুবলে তোমাদের, সাম্রাজ্য আমার
শান্তিপূর্ণ এবে; আছে মাত্র ক্ষুদ্র-শত্রু
মালব-ঈশ্বর। তা'র আয়ু শেষপ্রায়।
সেনাপতি ইসুফের হাতে, অসংশয়
বন্দী হবে দুরাত্মা মালব; কিংবা ধরা
পুষ্ট হবে শোণিতে তাহার। তা'র পরে
সিন্ধুরাজ! তোমারে দলিব পদতলে,
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত!

দূতের প্রবেশ

দূত। দেবি! আসিয়াছি
মালব হইতে নিদারুণ সমাচার

ল'য়ে, অভয় দানিলে তবে, বিবরিতে
পারি, মা গো! পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা।

রিজিয়া। দূত! নাহি বিন্দুমাত্র ভয় তব—কহ
অকপটে, আনিয়াছ কি সংবাদ। বজ্র
হ'তে ভয়ানক যদি সংবাদ তোমার,
কিংবা উগ্রতর আশীবিষ-বিষ হ'তে,
স্থিরচিত্তে, হাসিমুখে শুনিবে।রজিয়া
তাহা।

দূত। শুন শাহাজাদি! কহি বিবরিয়া
বিশ্বাসঘাতক মালবের ব্যবহার—
আমাদের সেনাপতি শূর-শ্রেষ্ঠ বলী
ইসুফের সনে। মহম্মদী সৈন্যগণ,
যবে মাতি রণমদে পশিল মালবে,
সমস্বরে উচ্চারিল সবে "রিজিয়ার
জয়," রণোন্মত্ত বাজিবৃন্দ হ্রেষারবে
ভরিল গগন, ইরম্মদ সম সেই
ধ্বনি, বাজিল সে ক্ষুদ্র মালবের কানে!
পাঠাইল নীচাশয়, দূত একজন
সন্ধির প্রস্তাব করি', বিনা যুদ্ধে মাগি'
পরাজয়। সদাশয় ইসুফ ধীমান্,
বিশ্বাস স্থাপিয়ে কপটীর ছলনায়,
চারিজন মাত্র বিশ্বস্ত সৈনিক ল'য়ে
পশিল মালবে। কাপুরুষ মালবের
অধিপতি, নিঃসহায় অস্ত্রহীন পেয়ে

তাঁরে, পিঞ্জর-আবদ্ধ শার্দ্দূলেরে—কহে
শৃগাল যেমতি, কহিল তেমতি কত
কথা। সিন্ধুপতি আল্‌টুনিয়া সখ্য-সূত্রে
বদ্ধ মালবের সনে, আতিথ্য-গ্রহণ
করিয়াছে গৃহে তা'র। কহিল সে দুষ্ট
চাহি মালবের পানে হাসিতে হাসিতে—
"কুলটার অনুচর! ঘাতকের করে
প্রাণদণ্ড হ'বে সমুচিত প্রতিফল
তা'র"—অবশেষে, মা গো! বলিতে সে কথা
বিদরে হৃদয় মম, আজ্ঞা দিল মূঢ়—
জহ্লাদেরে ছিন্ন মুণ্ড তাঁর অর্পিতে
কুকুরে। মরণের শান্তিময় ক্রোড়ে
সুখসুপ্ত এবে সেনাপতি। সৈন্যগণ
আমাদের ছত্রভঙ্গ প'ড়েছে ছড়া'যে।

রিজিয়া। এতদিনে দুরাত্মা মালব! কাল পূর্ণ
তব। রিজিযার রোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত
ভীম তেজে আজি, গ্রাসিবারে ক্ষুদ্র শত্রু
মালবেরে। পিতামহ কুতবউদ্দীন!
পিতৃদেব আল্‌তামাস্! শুন অন্তরীক্ষ
হ'তে প্রতিজ্ঞা আমার—আজি হ'তে পক্ষ-
মধ্যে ভারতের বুক হ'তে উপাড়িয়ে
মালব প্রদেশ, রেণু রেণু করি তা'রে
মিশাইব আরব সাগরে। দেখাইব
জগতেরে—ক্ষীণহস্তে রাজদণ্ড ধরে

নাই সুলতানা রিজিয়া। তা'র পরে সিন্ধু-
রাজ আল্‌টুনিয়া! উত্তপ্ত শোণিতে তব
রোষানল মম করিব নির্ব্বাণ। শিরো-
হীন দেহ তব অর্পি শৃগাল-কুক্কুরে,
লয়ে মুণ্ড তব খেলিব গেণ্ডুয়া। আছে
বহু দিন হ'তে সাধ তব—পরিণয়
মোর সনে, সাধ তব করিব পূরণ;
বিবাহ-বাসর হ'বে সমর-প্রাঙ্গণ।
শূর-শ্রেষ্ঠ কর্ণাট-অধীপ। আজি হ'তে
বরিনু তোমারে সেনাপতি-পদে। যাও
প্রভুভক্ত বক্তিয়ার! সাক্ষাৎ শমনরূপী
তাতার সেনানী তব ল'য়ে, হও শীঘ্র
কর্ণাটে সহায়। দ্বিসহস্র সৈন্য মাত্র
ল'য়ে রহিলাম আমি দুর্গের রক্ষণে।
এস মান্ত্রি! মোর সনে মন্ত্রণা-ভবনে।

বক্তিয়ার ভিন্ন সকলের প্রস্থান

বক্তিয়ার। অতি উচ্চ—উচ্চতর গিরিশিরোপরে,
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী হ'তে জন্ম লভে যেই
স্রোতস্বিনী, সেই পুন মিশে যায় আসি
অনন্ত অসীম সাগরের মাঝে। অতি
দূর তাতার হইতে আসিয়াছি হেথা
ক্ষুদ্র এক আশারে লইয়া বুকে। অতি
সযতনে,করিয়াছি সলিল সিঞ্চন

তাহে। এবে মুগ্ধ মম মন, মুঞ্জরিত
হেরি আশা-লতিকারে। সুযোগ অপেক্ষা
করি' আছিনু বসিযা, আসিল সুযোগ,
কিন্তু ফলভোগ না হ'ল কপালে মোর ;
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ল আসি কাফের কর্ণাট।
ছিল মম নিশ্চয ধারণা রিজিয়াব
ভবিষ্যৎ জীবন-আকাশে, একমাত্র
ধ্রুবতারা বক্তিযার ; মূর্খ আমি! এত
দিনে দূরে গেল সেই ভ্রম। ছলে বলে
অথবা কৌশলে, রিজিযারে অঙ্কলক্ষ্মী
করিব নিশ্চয ; অন্তরায় যদি কেহ
হবে, মরণ নিশ্চয তা'র। হায়, শত
ধিক্ মোরে! সেনাপতি কাফের কর্ণাট—
বক্তিয়ার সহায তাহার! বীর্য্যহীন
বিধর্ম্মী শৃগাল প্রভু—আমি দাস তার।
রিজিযা! রিজিযা! হৃদয-ঈশ্বরি? তোরি
তরে আনত মস্তকে, সহি এই ঘোর
অপমান। নহে, এ জগতে বীর্য্যবান্
আছে কেবা, রক্ষা করে কাফের কর্ণাটে—
আহত ভুজঙ্গ সম, মর্ম্মাহত ক্রুদ্ধ
তাতারের কোপানলে!

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুসুমদুর্গের কক্ষ

ইন্দিরা

ইন্দিরা। কি জানি কি মোহে ঘেরা মানব-জীবন!
জটিল রহস্য তার করে নিরূপণ
হেন সাধ্য কা'র! কেন জীব লভে প্রাণ
এ মর মরতে, মরণ অবশ্য যদি—
কেন বাসনার স্রোতে ঢেলে দেয় কায়?
শান্তি-আশে লভিনু জনম, শান্তি-আশে
রাখিনু জীবন, শান্তিলাভ নাহি হ'ল;
নিজ হস্তে যত্ন করি' জ্বালিনু অনল
হৃদে; ছিনু যবে পিত্রালয়ে, সংসারের
কোলাহল না পশিত কানে; আছিলাম
শান্তির আগারে সুখে। পাপিয়ার মত
উঠিয়া প্রভাতে গাহিতাম প্রাণ খুলে,
খেলিতাম কত খেলা প্রকৃতির সনে;
শান্তি না মিলিল তাহে। শান্তি-আশে
সাধ করি' জ্বালিনু অনল, পূর্ণাহুতি
দিনু তায় আপনার প্রাণ—শান্তি নাহি
মিলিল কপালে।

মাধবিকার প্রবেশ

মাধবিকা। দেবি! সৈনিকের বেশে
বীর একজন, অপেক্ষিছে গুপ্ত-দ্বারে

তব সনে সাক্ষাতের আশে। বাতায়নে
ছিনু দাঁড়াইয়ে, বন পথ পানে চেয়ে ;
পদব্রজে ধীরে ধীরে আসি' বীরবর,
ঊর্দ্ধমুখে সকাতরে কহিল আমারে
উন্মুক্ত করিতে দ্বার। আমি জিজ্ঞাসিনু
নাম তার, আগমন-প্রয়োজন কিবা।
কহিল সে মিনতি করিয়ে বহু, শুধু
দরশন মাত্র মাগে রাজকন্যা সনে
আসিযাছে সৌরাষ্ট্র হইতে, লয়ে তব
পিতার সংবাদ। কহ রাজেন্দ্রাণি! আজ্ঞা
কিবা তব ?

ইন্দিরা। (স্বগত) আসিয়াছে পিতার আলয়
হ'তে সংবাদ লইয়ে তাঁ'র! পিতৃদেব!
এখন' কি ভোল নাই ইন্দুরে তোমার ?
নৃশংসা—হৃদয়হীনা! হানি' অকাতরে
বজ্র তব হৃদে, ছিঁড়িয়াছি মর্ম্মগ্রন্থি ;
তবু মনে আছে অভাগিনী তনয়ারে!
(প্রকাশ্যে) সখি! দূত সনে সাক্ষাতে অনিষ্ট কিবা ?
লয়ে এস সমাদরে তা'রে।

মাধবিকার প্রস্থান

দগ্ধ হৃদি!
বহুকাল মমতায় দে'ছ জলাঞ্জলি,
উপাড়িয়ে ফেলে দে'ছ মূলদেশ তা'র—
তবে কেন আবেশে কাঁপিছ পুনঃ ? যদি

ডুবিয়াছ দুস্তর পাথারে, দেখ তল
কোথা পাও।

মাধবিকা ও সমরেন্দ্রের প্রবেশ

এ কে? সমরেন্দ্র! সমরেন্দ্র!
তুমি কেন এলে পুন কষ্ট দিতে মোরে?
আমি বহু আয়াসেতে ভুলেছি সবারে,
বহু কষ্টে উৎপাটিত করিয়াছি স্নেহ-
পূর্ণ বাল্য-স্মৃতি যত। তবে কেন তুমি
আবার আসিলে ফিরে জাগাইতে পূর্ব্ব-
স্মৃতি হৃদয়ে আমার?

সমরেন্দ্র। শোভনা ইন্দিরা!
আসি নাই ক্ষুদ্র প্রয়োজনে, ছদ্মবেশে
সুদূর সৌরাষ্ট্র হ'তে বিপদ্-সঙ্কুল
এই রাজধানী মাঝে। স্থির জানি আমি,
কোন মতে ছদ্মবেশ হইল প্রকাশ,
ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গ রঞ্জিত হইবে
শোণিতে আমার। শুন, কহি সৌরাষ্ট্রের
সংক্ষেপ সংবাদ—পিতা তব মৃতপ্রায়
এবে তোমারি কারণে—অচেতন ভূমি-
শয্যা'পরে, যুগল নয়নে বহিতেছে
অবিরাম অশ্রুধারা। ক্ষণে ক্ষণে শুধু,
"কোথা ইন্দু মোর, একবার শেষ দেখা
দেখে যা' আমারে"—বলি' ছাড়িছেন উষ্ণ

দীর্ঘশ্বাস। সহস্র বিপদ্—তা'ও তৃণ
হেন গণি আসিয়াছি হেথা।

ইন্দিরা। সমরেন্দ্র!
আমারি কারণে পিতার এ দশা মোর?
অভাগিনী পিতৃ-হন্ত্রী আমি; অন্তে মোর
অনন্ত নিরয়। কিন্তু কি করিব? এবে
পরাধীনা আমি। যাঁ'র করে সঁপিয়াছি
জীবন যৌবন, যাঁ'র পদতলে প্রাণ
মন করেছি অর্পণ, যাঁ'র তরে এই
কলঙ্ক-পশরা স্বেচ্ছায় ধরেছি শিরে,
যাঁর তরে এখন' রেখেছি ছার প্রাণ—
বল সমরেন্দ্র! তাঁর অনুমতি বিনা
কি করিতে পারি আমি?

সমরেন্দ্র। কি করিতে পার
তুমি! হায় নারি! পিতা তব মৃত্যু শয্যা-
'পরে, কাতর-নয়নে চেয়ে আছে পথ-
পানে অনিমিখে, কপোল বহিয়ে তাঁ'র
দর দর ধারে ঝরিতেছে অশ্রুজল
তোমারি কারণে—আব, তুমি? হেথা মত্ত
হ'য়ে সুখ-লালসায, ব্যভিচারী দুষ্ট
প্রণয়ীর মুখ চাহি' অম্লানবদনে
কহিলে আমায়—"কি করিতে পারি আমি!"
হায় নারি! বুঝিতে নারিনু কি কঠিন
বজ্র দিয়ে গড়িয়াছে বিধাতা তোমায়!

ইন্দু ! বহুদিন হ'তে কনক প্রতিমা
তব স্থাপি' রেখেছিনু হৃদয়-মন্দিরে
মম , সাধ ছিল—একদিন সযতনে
প্রণয়-কুসুম-হারে সাজা'ব তোমায় ;
সে আশায় দি'ছি জলাঞ্জলি । তা'র তরে
আসি নাই হেথা ; আসি নাই জাগাইতে
হৃদয়ে তোমার পবিত্রতাময়ী বাল্য-
স্মৃতিগুলি তব ; আসিয়াছি জিজ্ঞাসিতে
শুধু সৌরাষ্ট্র-তনয়া ! তোমারে কি সাজে
ঘৃণিত এ কলঙ্কিনী অপবাদ !

ইন্দিরা । শুন,
সমরেন্দ্র ! অতি ক্ষুদ্র জলবিম্ব-প্রায়
ফুটেছি ধরায়, আঁখি পালটিতে কোথা'
যে মিশা'য়ে যা'ব, চিহ্নমাত্র রবে না ক'
তা'র ; ভুলেও ক'বে না কেহ অভাগিনী
ইন্দিরার কথা । তবে কোন্ প্রয়োজনে
মোর তরে সহিতেছ এত ক্লেশ ? কেন
তব স্ব-ইচ্ছায় পশিতেছ দুঃখার্ণবে ?
যাও সমরেন্দ্র ! ফিরে যাও গৃহে তব ;
ইন্দিরার মত সহস্র সুন্দরী, দাসী
হ'য়ে সেবিবে চরণ তব ; ছায়া সম
র'বে পড়ে পাছে । কহিও পিতারে মোর,
মরিয়াছে পাপিষ্ঠা ইন্দিরা ; কিংবা ব'ল
ইন্দু নামে কন্যা তাঁর ছিল না ধরায় ।

আমি অভাগিনী! জন্মিলাম জনকের
মৃত্যু হেতু। আমার কারণে রাজবংশে
কলঙ্ক-কালিমা—উচ্চ শির অবনত
পিতার আমার; আত্মীয় সবার আমা
হেতু হেঁটমুখ। ছি ছি, আমি সবাকার
ঘৃণার ভাজন! পিতৃকুলে অপযশ
করেছি ঘোষণা। পতিকুলে আর কেন
ঢালিব কলঙ্ক-ধারা? যিনি স্বামী, বিনা
তাঁর অনুমতি বল যাইব কেমনে?
যাও সমরেন্দ্র! ফিরে যাও—বল তুমি
পিতারে আমার, অভাগিনী ইন্দু তাঁ'র
যোড়করে মাগি'ছে মার্জ্জনা। আমি তাঁ'র
অবাধ্য আত্মজা; কিন্তু সৌরাষ্ট্র-নন্দিনী
কলঙ্কিনী নহে কভু। কর্ণাট-মহিষী
আমি, নহি বিলাসের দাসী নৃপতির।

সমরেন্দ্র। কি কহিলে—কর্ণাট-মহিষী তুমি!—ইন্দু!
বুঝিলাম সব। রিজিয়ার রোষানলে
পেতে পরিত্রাণ, সঙ্গোপনে, পরিণয়
হয়েছে সাধন। ইন্দু! জনমের মত
বিদায় তোমার কাছে। সুখে থাক, করি
আশীর্ব্বাদ!

ইন্দিরা। সমরেন্দ্র! ক্ষমা কর মোরে,
মনে রেখ' অভাগিনী ভগ্নীরে তোমার।
সখি! সাবধানে রেখে এস গুপ্তদ্বারে। প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদের অপর পার্শ্বস্থ পথ

পান্নালাল

পান্নালাল। বাবা! শাস্ত্রকারেরাই লিখে গেছেন—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"—রাজারাজড়ার কারখানা, ওর ভেতর অনেক বায়নাক্কা আছে। ভূতের উৎপাতের ব্যাপারখানা ত এক রকম বোঝা গেছে। এখন দুর্গের ভেতরে ঢোকবার একটা মতলব বের কর্ত্তেই হচ্ছে। এ-ইন্দিরা ছুঁড়ীকে একবার সাম্‌নাসাম্‌নি না পেলে, বড় একখানা জুত হচ্ছে না! ভাবি একটু! বাহবা-বাহবা—কি সাফ মাথা রে! টপ্ ক'রে পাতা লেগে গেছে। একটা দৈবজ্ঞি ফৈবজ্ঞি যা' হ'ক সেজে কাছাকাছি ঘুরব; আর ঐ সখীটাকে ভজঙ্ দিয়ে দুর্গে ঢুকব। যাওয়া যাক্ এখন। ঐ আড়াল থেকে এ ঘোড়-সওয়ারের সাজটা খুলে একটু ভোল ফিরিয়ে আসা যাক্। তোজদান বন্দুক ত সঙ্গেই আছে।

পান্নালালের প্রস্থান

দুই জন নগর-রক্ষকের প্রবেশ

১ম নঃ রঃ। আরে বটে বটে—এমন ধারা! তবে ত দেখছি একেবারে দফা সারাসারি।

২য় নঃ রঃ। ভেবে আর কি করি বল; যখন চাকরি কর্ত্তে আসা গ্যাছে, তখন ভাবনা মিছে।

১ম নঃ রঃ। বেশ নিষ্কণ্টকে থাকা গেছল ভাই; কোত্থেকে এই লড়াই জুটে, থাক শালারা রাত দিন খাড়া পাহারা দে। আহার নেই, নিদ্রে নেই—কেবল টহল দে।

২য় নঃ রঃ। ওরে দেখ দেখ, একটা হিঁদু গণৎকার বামুন এই দিক পানে আসছে—না? বেটা যেন আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে আসছে।

১ম নঃ রঃ। দেখ্‌, লোকটার চেহারা দেখে বোধ হচ্ছে যে, মানুষটা বড় সোজা নয়। মন্ত্রী মহাশয় কাল কি ঢেঁটরা দিয়েছে শুনেছিস্‌? যদি কোন বিদেশী ফিদেশী-লোককে দেখে সন্দেহ হয়, তবে একেবারে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে হাজির কর্ত্তে হবে। এ লোকটাকে ত দিল্লীতে কখনও দেখি নি?

২য় নঃ রঃ। আয়, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি লোকটা কি করে।

১ম নঃ রঃ। তা'ই চ'—তা'ই চ'।

নগর রক্ষকদ্বয়ের অন্তরালে অবস্থান

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। ছাপা-টাপা কেটে, চৈতন্ত-চুটকি উড়িয়ে দিয়ে ভোল একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছি। সাধ্য কি যে কেউ এখন আমায় চিন্‌তে পারে। এখন দু' চারটে, বচন-ফচন্‌ যোগাড় ক'রে রাখতে হ'বে। একবার যো শো ক'রে ঢুক্‌তে পাল্লে হয়।

নগর-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম নঃ রঃ। তুমি কে হে?

২য় নঃ রঃ। তোমার নাম কি হে?

১ম নঃ রঃ। তোমার বাড়ী কোথায় হে?

২য় নঃ রঃ। তুমি এখানে কি কর্ত্তে এসেছ হে?

১ম নঃ রঃ। তুমি এদিক্‌ পানে কোথায় যাচ্ছ হে?

পান্নালাল। তোমরা ত বাবা সারি সারি জিজ্ঞেসার কেয়ারি বসিয়ে দিলে, এখন কোন্‌টার জবাব আগে দেবো ?

১ম নঃ রঃ। ও সব বাজে কথা রাখ। আমরা যা' যা' জিজ্ঞেস্ কল্লুম, টপ্ টপ্ ক'রে জবাব দেও।

পান্নালাল। তোমার কথাগুলো ত বাবা আধা-ছানার মোণ্ডা নয় যে, টপ্ টপ্ ক'রে মুখে দেবো।

২য় নঃ রঃ। ঠ্যাটা বামুন মস্করা ক'রে ভোলাবে ? চল্, মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে চল্। আজকাল বড় কড়া হুকুম ! বিদেশী ফিদেশী লোক দেখ্‌লে, খাড়া খাড়া দরবারে হাজির কত্তে হ'বে।

পান্নালাল। তাই যদি হয়, তবে কেন আর আমি তোমাদের কাছে জবাবদিহি ক'রে দোকর মেহনত করি ? চল বাবা ! তোমাদের দরবারে নিয়ে চল ; সেই খেনে গিয়েই যা হয় বল্‌ব।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুসুমদুর্গের কক্ষ

ইন্দিরা ও বীরেন্দ্র

বীরেন্দ্র। প্রাণেশ্বরি ! হাসিমুখে দাও লো বিদায়,
শুভকার্য্যে অশ্রুজল ফেল না, সুন্দরি !
বীরাঙ্গনা নিজ হস্তে সাজা'য়ে পতিরে
পাঠায় আহবে ; পূজে নিরন্তর, ভক্তি-
ভাবে ইষ্টদেবতায়, তা'র জয়লাভ
তরে। যবে ফিরে আসে সমর বিজয়

করি, আদরে হৃদয়ে ধরি তারে—দূর
করে রণ-ক্লান্তি। আদরিণি! ওই দেখ
পূরব-গগনে ফুটেছে উষার হাসি ;
আসি তবে, নিবারণ ক'র না ক' আর।

ইন্দিরা। হৃদয়-রঞ্জন! যদি দাসী ব'লে দেছ
স্থান চরণ সরোজে তব ; তবে ছল
করি' কেন গো কাঁদাও। অনেক কেঁদেছি
সখা! একমাত্র ক্ষীণা-আশা, ক্ষীণ-প্রাণ
দেউটির মত উজলিছে হৃদয়ের
জীর্ণ-পর্ণশালা। নিরদয়! কোন্ প্রাণে
বল না আমায়, তারেও ভাঙ্গিতে চাও?
ক্ষম, সখা! ও নহে উষার আলো ; এই
সবে রজনীর অতীত প্রথম যাম।
সন্ধ্যাবধূ পর্য্যুৎসুকা কামিনীর প্রায়,
বহুক্ষণ পরে পেয়ে নিজ প্রাণেশ্বরে,
এই সবে লভিছে বিরাম অস্তাচল-
গুহা মাঝে—ফুলশয্যা'পরে। এখনও
অনেক দেরি পোহা'তে রজনী।

বীরেন্দ্র। ওই
শুন প্রিয়ে! নীলিম গগনে পাপিয়ার
তান। আদরিণি! বহুক্ষণ হইয়াছে
নিশা অবসান।

ইন্দিরা। না—না সখা! জান না ক'
তুমি, ওই নিভৃত নিকুঞ্জ-মাঝে রাস

করে পিকরাণী, আমি ভাল জানি, তা'রি
এই কণ্ঠস্বর ; নহে সখা ! পাপিয়ার
গান ।

বীরেন্দ্র । হায় নারি ! জগতের সার সৃষ্টি
তুমি ! এত ভালবাসা ! এত আত্মদান !
দুষ্ট লোকে কহে নানা কথা, অসংবদ্ধ
প্রলাপ-বচন ! পশুত্বের সমাহার
পুরুষ-জীবন, প্রকৃতি-পরশ বিনা
লভে না ক' কভু স্বর্গীয় গৌরব । তাই
বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন, নারীরত্ন—
শুধু প্রতিভার রাশি, শুধু পতিব্রতা,
শুধু মধু, শুধু আনন্দের ধারা, অয়ি
হৃদি-লগ্ন-লতা ! অমরার সুশোভন
নন্দন-কাননে বিকসিত পারিজাত
তুমি ; আমি নৃশংস দানব, বৃন্ত-চ্যুত
করিয়াছি তোমা হেন অমূল্য-কুসুমে ।

ইন্দিরা । অকল্যাণ হবে মম, তুমি যদি মুখে
আন হেন পাপ-কথা । জীবিত-বল্লভ !
একদিন তরে অযতন কর নাই
মোরে ; রাখিয়াছ রাজার মহিষী করি' ।
ফুটেছিনু ক্ষুদ্র ফুল কোন্ দূর বনে,
কেহ না দেখিত চেয়ে । যেতাম শুকায়ে
নীরবে আপন মনে—গেয়ে গেয়ে ক্ষুদ্র
হৃদয়ের গান । তুমি অতি সযতনে

তুলিয়ে লইয়ে তা'রে, পরেছ বুকের
'পরে। সার্থক জনম মম।

বীরেন্দ্র। গুণবতি!
পতি তব নিতান্ত দুর্জ্জন। নহে লভি'
তোমা হেন অমূল্য রতন—আখণ্ডল-
শিরোমণি, কাচখণ্ডে প্রয়াস তাহার!
শান্তির নিদানভূতা পতিব্রতা নারী!
বিরাজিতা গৃহে যা'র, কি অভাব তা'র?
তবে কোন্ প্রয়োজনে, রাজ-অনুগ্রহ
আশে, অকারণে করিতেছি নর-রক্ত-
পাত, অকারণে ঘুরিতেছি নিরন্তর
আশার পশ্চাতে? কোন্ প্রয়োজনে নাহি
জানি। অয়ি শরদিন্দুনিভাননি! নারী-
কুলশিরোমণি তুমি, আমি জ্ঞান চক্ষু-
হীন অন্ধ নর; কেমনে বুঝিব বল
তোমার আদর! তাই সদা চাহে প্রাণ
রহস্যের আবরণ নিক্ষেপিয়া দূরে,
দেখাই সবারে, কি অমূল্য রত্নহার
পরেছি গলায়।

ইন্দিরা। নাথ! কত ভালবাস
দাসীরে তোমার। প্রাণেশ্বর! এই এক
মুহূর্ত্তের তরে, ইচ্ছা করে বিকাইতে
সমস্ত জীবন! যদি নর দু'দণ্ডের
তরে লভিবারে পারে হেন স্বর্গসুখ,

কি হেতু সে বল মাগে দেবতার কাছে
দীর্ঘ জীবনের তরে ? প্রভু ! লভিয়াছি
পতি-প্রেম—রমণীর বড় আদরের
ধন। পরিপূর্ণ জীবনের প্রয়োজন ;
পরিপূর্ণ সকল কামনা।

বীরেন্দ্র। অন্তর্যামি !
শুন অন্তরীক্ষ হ'তে। কহ বিশ্বধাতা !
কোন্ উপাদানে গড়িয়াছ সৃজনের
সারভূতা এই কনক-লতারে ! শুন
শুন একচ্ছত্র ধরণী-ঈশ্বর ! রত্ন-
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তুমি। আজ্ঞামাত্র
পেলে তব সহস্র কৃপাণ আস্ফালিয়া
অরাতির রক্ত পান করিবে এখনি।
সুভগা কমলা, পাংশুলা রমণী সম,
সেবি'ছে চরণ তব। কিন্তু তোমা' হ'তে
উচ্চতর আমি। মূর্ত্তিমতী সরলতা,
শান্তির নিদানভূতা, কারুণ্য-রূপিণী,
রমণীর শিরোমণি বনিতা আমার।
এ জগতে আমা সম ভাগ্যবান্ কেবা ?

মাধবিকার প্রবেশ

মাধবিকা। সখি ! বহুক্ষণ পোহায়েছে বিভাবরী ;
যোধমল অপেক্ষিছে আজ্ঞা-পালনের
তরে।

বীরেন্দ্র। হৃদয়-ঈশ্বরি! আসি তবে, আর
বিলম্বের নাহি অবসর; ডরি পাছে
সৈন্যগণ ভাবে মনে, ভীরু কাপুরুষ
সেনাপতি তাহাদের।

ইন্দিরা। নিতান্তই যা'বে
যদি নাথ! এস তবে প্রাণেশ্বর! দেখ' যেন
রণরঙ্গে ভুল না ক' দাসীরে তোমার।

বীরেন্দ্র। হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকা আছে
লাবণ্যের রাশি—ওই হাসিমাখা মুখ-
খানি তব।
প্রাণেশ্বরি! ভুলিব তোমারে
—যেই দিন স্মৃতি-লোপ হ'বে।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদের পুষ্প বাটিকা

রিজিয়া ও ফিরোজা

ফিরোজা। দিল্লীশ্বরী! বিধাতার অনুগ্রহে, আজি
উত্তর ভারতে একচ্ছত্রা অধীশ্বরী
তুমি। অদ্ভুত শাসন-প্রভাবে তব,
চঞ্চলা কমলা বিরাজিতা ঘরে ঘরে।

প্রজাগণে একবাক্যে কহিতেছে সবে,
পরম সুখেতে আছে তারা। প্রজাদের
সুখের লাগিয়ে করিতেছ প্রাণপণ ;
অক্ষুণ্ন রেখেছ পিতৃ-পিতামহগণ
বহু কষ্টে যেই যশ করিলা অর্জ্জন ;
কিন্তু কর্ত্তব্যের শেষ কি তথায় ? তাই
বরাঙ্গনে ! বলি গো তোমায়—সংসারের
ঘোর মরুভূমি মাঝে যদি প্রস্ফুটিত
হইয়াছে—অসামান্য কুসুম-রতন
এক অমর-বাঞ্ছিত, অতুল সৌরভে
যা'র মাতায় জগৎ, সে কি শুধু শ্রান্ত
পথিকের অনুর্ব্বর হৃদয়ের তৃপ্তি-
তরে ! কিংবা অনাঘ্রাত ঝ'রে পড়ে যেতে
মেদিনীর বুকে ? শাহাজাদি ! মূর্ত্তিমতী
কারুণ্যরূপিণী তুমি। জান না সুন্দরি !
প্রেমিক-হৃদয়ে জ্বালি' প্রণয়ের তীব্র
হুতাশন, আশার বাতাসে উত্তেজিত
করি তারে, শেষে প্রত্যাখ্যান-বারি ক্ষেপ
করিলে তাহাতে, কি যে দুর্ব্বিষহ জ্বালা
জ্বলে সে হৃদয়ে, বর্ণনা না হয় তা'র।
তুমি ফুটন্ত নলিনী—প্রাণ রাখি' পায়,
সদা চায় ভারতের নৃপতি-সমাজ
হৃদি-সরোবরে রোপিতে তোমারে ফুল্ল-
সরোজিনি ! বীরশ্রেষ্ঠ ওমরাহগণ,

ধনে মানে কুলে শীলে অথবা সৌন্দর্য্যে
আদর্শ-পুরুষ বলি' খ্যাতি যাহাদের ;
অবনত-শিরে মাগে তা'রা নিরন্তর
প্রসাদ তোমার। শাহাজাদি! যদি বিধি
দিয়াছেন সৌন্দর্য্যভূষণ, প্রণয়ীর
আকিঞ্চন কেন না পূরাবে? শিরোমণি
শোভে যথা নৃমণি-মুকুটে, তেমতি লো
উজলিবে সমগ্র ভুবন, পতি-পাশে
হেসে যবে বসিবে, সুন্দরি!

রিজিয়া। হেসে মরি!
ফিরোজা! হেসে মরি! ভুলিযাছ নিশ্চয়
স্বজনি! কাহার নন্দিনী আমি। আল্টামস্-
সুতা অধিষ্ঠিতা দিল্লী-সিংহাসনে আজি ;
সাজি ফুলহারে প্রাণেশের গলা ধ'রে
উদ্যান-ভ্রমণ সখি! সাজে না তাহাবে।
বিবাহ! সে ত বন্ধন কেবল ; সাধিয়া
কাঁদিয়া পায়ে ধরা—অনিশ্চিত বিচ্ছেদ
মিলন বাতুলের আকিঞ্চন। রিজিয়া
কথনও সাধ ক'রে সে বন্ধন গলে
না পরিবে! স্বার্থপর পুরুষের মন—
অধিকার করিয়া স্থাপন রমণীর
হৃদয়ের 'পরে, ছল পাতি পায়ে ঠেলি'
তারে, ফেরে পুন নব দিগ্বিজয় আশে।
হেথা পতিপ্রাণা কাঁদে সদা স্মরি'

প্রাণেশের মুখখানি আকুল পরাণে—
সেথা লম্পট নাগর প্রেম-আশে ভজে
গিয়া অন্য নাগরীকে! ও কি! তূর্য্যধ্বনি—
মন্ত্রী বুঝি আসে রাজকার্য্যে। যাও সখি!
ল'য়ে এস তাঁরে।

ফিরোজা। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব!

ফিরোজার প্রস্থান

রিজিয়া। বড় ভালবাসি আমি প্রাণ নিয়ে তোলা-
পাড়া খেলা। সহস্র পরাণ পড়ে র'বে
পদতলে, এ কি কম সুখ? দীন-নেত্রে
সহস্র মানব চেয়ে রবে মুখ পানে—
পর্য্যবসিত অযত্ন-প্রক্ষিপ্ত এক ফোঁটা
কৃপার লাগিয়ে, এ কি কম সুখ? যদি
অপাঙ্গের কোণে ফোটে ক্ষীণ বিষাদের
রেখা, ঝড় ব'য়ে যাবে সহস্র হৃদয়-
মাঝে, এ কি কম সুখ? এরি তরে সার
নারী-জন্ম। মূর্খ লোকে কহে—'পুরুষের
দাসী নারী—জন্মিয়াছে শুধু প্রাণপণে
সেবিতে চরণ তার—আজ্ঞা তার ইচ্ছা-
হীন পুতুলের প্রায় করিতে পালন;
কবির কল্পনা! উদার গগন-তলে
ভাসিতেছে চন্দ্রমা চপলা। হাসিতেছে
আড়চোখে চাহি মোর পানে! জান না ক'
হিমকর! পরাজিত তুমি রিজিয়ার

কাছে। কুটিল কটাক্ষ তব চুরি করে
নক্ষত্র-বধূর প্রাণ ; তাই তা'রা সারা-
নিশি জাগি' সেবা করে চরণ তোমার—
তাই কুমুদিনী পাগলিনী তব তরে—
সিক্তকেশে সিক্তবেশে ললিত লহরে
ভাসে বুকের উপরে তব। কিন্তু শুন
ওহে শশধর! ব্যর্থ ইন্দ্রজাল তব
রিজিয়ার কাছে। কুসুম-কোমল এই
বুকের ভিতরে লুকাইয়ে রাখিয়াছি
পাষাণে গঠিত প্রাণ! ভালবাসা! সে ত
আকাঙ্ক্ষা-পূরণ তরে ভান মাত্র! যদি
আকাঙ্ক্ষা রহিল হৃদে, আত্মসমর্পণ
কোথা হ'তে হবে তবে? এ জগতে ভাল
নাহি বাসিব কাহারে। কেন ইচ্ছা ক'রে
আপনার পায়ে আপনি পরাব ফাঁসি?
তিলেকের সুখের লাগিয়া বিকাইব
প্রাণ ; প্রতিদান কে দিবে আমায়?

মন্ত্রী ও ফিরোজার প্রবেশ

এস মন্ত্রী! কহ ত্বরা, কি বিশেষ কাজে
বিশ্রামের ব্যাঘাত করিলে মোর? যদি
প্রয়োজন, মন্ত্রণা-ভবনে যেতে আমি
প্রস্তুত এখুনি। বিদ্রোহের কি সংবাদ?

মন্ত্রী। সাহাজাদী, বিদেশী সৈনিক একজন,
ছদ্মবেশে প্রাসাদের গুপ্ত দ্বার পথে—

না জানি কি অভিপ্রায়ে আছিলা ভ্রমিতে।
বন্দী ক'রি আনিয়াছি রাজ-রক্ষীগণ
জিজ্ঞাসিনু পরিচয়, কাফের দুর্জ্জয়
কোন কথা না মানিল ; কহে দুষ্ট,
পরিচয় দিবে আসি' রাজ্ঞীর সমীপে।

রজিয়া। আন তারে হেথা। *মন্ত্রীর প্রস্থান*
সখি! প্রত্যক্ষ প্রমাণ ;
দিল্লীশ্বরী রিজিয়ার নাহি অবসর,
প্রেমখেলা খেলে ব'সে প্রেমিকের সনে।

মন্ত্রী ও পান্নালালের প্রবেশ

কে তুই কাফের? মরণে যদ্যপি থাকে
ভয়, পরিচয় শীঘ্র দে রে মোরে।

পান্নালাল। আমি
বিদেশী সৈনিক একজন, আছে কিছু
সংবাদ গোপন ; নিভৃতে জানাতে চাহি
মহারাজ্ঞী-পদে।

রিজিয়া। মন্ত্রিবর! সহচরি!
বাসনা জানিতে একা সংবাদ ইহার।

মন্ত্রী ও ফিরোজার প্রস্থান

পান্নালাল। শাহাজাদি! আমি অতি দীন একজন,
পিতা মোর আছিলেন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী,
যুদ্ধবিদ্যা শিখেছি তাঁহার পাশে। শুনি
সম্রাজ্ঞীর যশের কাহিনী, আসিয়াছি
রাজসৈন্যভুক্ত হ'য়ে সেবিতে চরণ।

ছিল অভিলাষ, কর্ণাট-রাজের পাশে
নিবেদিব প্রার্থনা আমার। কিন্তু পথি-
মধ্যে যেই দৃশ্য করিনু দর্শন, তাহে,
মন নাহি চাহে যাইতে তাঁহার কাছে!
ভয়ে মোর কাঁপে কায়—কথা না জুযায়
জানাতে বারতা মা গো রাজীব-চরণে।
সেনাপতি মহাবল কর্ণাট-ঈশ্বর—
ঘুণাক্ষরে যদি তিনি হন অবগত,
আমা হ'তে সে রহস্য হ'য়েছে প্রকাশ—
প্রাণনাশ নিশ্চয় আমার।

রিজিয়া। নাহি ভয়—
কে কোথায় রিজিয়ার আশ্রয়ে আসিয়া,
বিনা দোষে সহিয়াছে ক্লেশ? রে নফর!
শীঘ্র বল্ সমাচার তোর।

পান্নালাল মহারাজ্ঞি!
রাজধানী আসিবার কালে, উপনীত
হইলাম কুসুমনগরে। শুনিলাম
লোকমুখে, দিল্লীশ্বরী অর্পিয়াছে সেই
দুর্গ মনোহর কর্ণাট-অধিপে; কিন্তু
আলৌকিক ভৌতিক উৎপাত হেতু, ডরে
কেহ পশে না তথায়।
মহারাণি! হাসি
এল সে সংবাদে, সংশয় জাগিল মনে!
ভাবিলাম অর্থহীন বন্ধুহীন আমি,

জীবন মরণ—সম প্রয়োজন মম।
যা থাকে কপালে, এ রহস্য উদ্‌ঘাটন
করিব নিশ্চয়। সঙ্কল্প করিয়া স্থির
চলিলাম গোপন সন্ধানে। হইল সে
অভীষ্ট পূরণ। কিন্তু যে ঘটনা আমি
দেখিলাম, দিল্লীশ্বরী! কম্পিত পরাণ
মম প্রকাশিতে তাহা তব পাশে।

রিজিয়া। নাহি
ভয়; কহ ত্বরা সংবাদ তোমার

পান্নালাল। রাজ্ঞি!
মূল্যহীন জনশ্রুতি যত—অলীক সে
ভৌতিক রহস্য। বিবাহিত কর্ণাটের
অধিপতি; কিন্তু পরিণয়-বার্ত্তা তাঁর
হইলে প্রকাশ, রাজ-রোষ পাছে দগ্ধ
করি' ফেলে তা'রে—তাই এই রহস্যের
আবরণে ঢাকিয়া রেখেছে সব।

রিজিয়া। ওহো!
বুঝিলাম এতক্ষণে। ভাল! রহ
তুমি রাজপুরে; প্রয়োজনমতে তব পাশে
প্রেরিব সংবাদ। এই লও সাঙ্কেতিক
অঙ্গুরীয়, প্রয়োজন হ'লে, দেখাইলে
রক্ষিগণে মুক্ত ক'রে দিবে গুপ্তদ্বার।

পান্নালাল। দিল্লীশ্বরি! কোটি কোটি প্রণাম চরণে। প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুসুমদুর্গস্থ পূজা-গৃহ

ইন্দিরা

ইন্দিরা। গীত

মা! আজি সেজেছ কি সাজে।
অলক্ত-রঞ্জিত, রক্তজবা-ভূষিত,
বিকসিত-সরসিজ রক্তিম পদযুগে
মুনিজনমানস-মত্ত মধুপরাজি বিরাজে।
প্রলয় জলদজাল-নিভ এলাইত চূর্ণ-কুন্তল
কণ্ঠে দুলিছে দল দল নরমুণ্ডমাল,
কলুষ-নাশন উলঙ্গ কৃপাণ, বাম করে কিবা রাজে।

মা গো! কলুষনাশনী! জগতজননি!
হর-হৃদিবিহারিণি! ক্ষম তনয়ার
অপরাধ! জানি মা! মগ্ন আমি কি যে
কলুষ-সাগরে, নহে কেন ব্যর্থ হ'ল
আজি সব পূজা মম। যতবার ভক্তি-
ভরে সচন্দন গঙ্গাজলে রক্ত-জবা
দিয়ে ইচ্ছি পূজিবারে রাজীব-চরণ
তব, হেরি যেন রত্নময় সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হৃদয়-দেবতা মোর। হেরি
তাঁর মোহন-মূরতি ভুলে যাই পূজা-
বিধি! অর্ঘ্য দিতে তোমার চরণে, দিয়ে
ফেলি তাঁরি রাঙ্গা পায়। শুনেছি, জননি!
ওই রক্তমাখা খড়্গ তব, বলি দিয়ে
মানবের আসুরিক বৃত্তিগুলি, তৃপ্ত
করে শোণিত-পিপাসা, উৎপাটিত করে
মানবের বক্ষ হ'তে পাপ চিন্তা যত।
এস মা গো! দানবদলনি! এস তুমি—
এলোকেশী উন্মাদিনী বেশে, দল দল
গলে দোলায়ে নৃমুণ্ডমালা, করে ধরি
রুধির-চর্চ্চিত উলঙ্গ কৃপাণ, শত
খণ্ডে চূর্ণ কর হৃদয় আমার। মা গো!
কাঙ্গালিনী আমি, কি দিয়ে পূজিব বল
তোরে? নয়ন-আসার ঢালি শ্রীচরণে,
হৈমবতী! নাথ বিনা কেহ আর নাহি
মম, তাই সকাতরে যাচিছে তনয়া
রক্ষিতে সংগ্রামে প্রাণেশ্বরে। মা গো! কুল-
শীল দি'ছি ভাসাইয়ে, অকূলে কাণ্ডারী
মম স্বামী; আজ সেই রণমাঝে।
রণাঙ্গনা রক্ষ রক্ষ পতিরে আমার।
যদি হই সতী প্রসূতি-তনয়া! পতি
মোর রণজয়ী আসিবে ফিরিয়া; নহে
প্রাণ ত্যজিবে নন্দিনী। হররাণি! অর্ঘ্য ধর পদে।

মাধবিকার প্রবেশ

মাধবিকা সখি! ভগবান্ অংশুমালী
লভিছে বিরাম এবে অস্তাচল-গুহা-
মাঝে। তিমির বসনা নিয়া আসিতেছে
ধীরে ধীরে শান্তিময়ী নিশারে লইয়ে
সাথে। এ কি সখী। একটিও ছিন্ন পুষ্প
দাও নাই মায়ের চরণে? ছোঁও নাই
পূজা-উপচার?

ইন্দিরা। হৃদয় মন্দিরে যার
উপাস্য দেবতা বিরাজিছে নিরন্তর,
মাধবিকা! কেমনে সে সেবিবে বল না
অন্য দেবতারে? ফুল্ল শতদল সম
রমণী-হৃদয়ে শত খণ্ডে ছিন্ন করি'
ভক্তিভরে সাজাইযে দি'ছি পা-দু'খানি
তাঁর; প্রণযের ভোগবতী বহিতেছে
নিরন্তর হৃদয়ের মাঝখানে। সেই
পবিত্র সলিলে, আদরে ধুইযে দি'ছি
চরণ তাঁহার। কি কাজ বল না সই!
দূর্ব্বাক্ষত গঙ্গাজলে?

মাধবিকা। কর্ণাট-ঈশ্বরি!
পতিব্রতা তব সম নাহি ত্রিভুবনে।
অনশনে কাল কাটাবে লো কতদিন
আর? ভেব না সুন্দরি! হৃদয়ের মণি

তব অচিরে আসিবে ফিরি বাসে। ভক্তি-
ভরে শুচিস্মিতে! দাও অর্ঘ্য মহামায়া
পদে।

ইন্দিরা। এই অর্ঘ্য পদে ধর মহামায়া!
জাহ্নবী-সলিল-ধৌত ত্রিপত্র সুন্দর;
তিন পত্রে হৃদয়ের তিনটি বাসনা—.
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষরূপা। সিক্ত করি' তারে
কামনার অগুরু চন্দনে, অর্পিলাম
রাজীব-চরণে তব। রমণী হৃদয়ে
জাগে যত অতৃপ্ত বাসনা, ছিন্নদল
শতদল সম, পুষ্পাঞ্জলি দিনু তব
চরণকমলে। মা গো! সংগ্রাম-সঙ্কটে
রক্ষ, পতিরে আমার।

গীত

ইন্দিরা ও মাধবিকা।

ই।—ভজন পূজন কিছু জানি না মা।
মা।—জানি না! তোমার চরণ সার।
ই।—ইষ্টদেব পতি তাঁরি পদে মতি,
মা।—জানি না মা! আমি দেবতা আর॥
ই।—রমণী-হৃদয় ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে
মা।—সাজায়ে দিব মা! চরণে তোর।
ই।—সংগ্রাম সঙ্কটে রাখ মা! পতিরে;
মা।—কাতরে কাঁদিছে তনয়া তোমার॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদের কক্ষ

রিজিয়া

রিজিয়া। হৃদয় অর্পণ! স্বার্থ সনে মর্ম্মে মর্ম্মে
গাঁথা হৃদয়ের মূল। প্রণয়ের তীক্ষ্ণ
ছুরিকায় শত খণ্ডে স্বার্থেরে ছেদিলে,
তবে হয় হৃদয় অর্পণ; তবে দৃঢ়
হয় প্রণয়-বন্ধন। শৈশবে পিতার
অঙ্কে ললিতা রিজিয়া শিখিয়াছে বজ্র-
লেপ দিয়ে ঢাকিযা রাখিতে হৃদয়ের
কোমলতা। হাসি—অশ্রু—আজ্ঞাবহ করে
মম শাণিত কৃপাণ। কুটিল কটাক্ষ—
লক্ষজনে মুহূর্ত্তেকে পারে সংহারিতে!
বক্তিয়ার! দুর্ম্মদ তাতার! ক্রীত-দাস
সম সেবিছে চরণ মম। আশা তার,
পাণি মম করিবে গ্রহণ। আরে আরে
ক্ষুদ্র কীট! আরে আরে নরক কুক্কুর!
শৃগাল হইয়া কেশরী-নন্দিনী লাভে
বাসনা তোমার? দানব হইয়া চাহ
পরিবারে সুরসুন্দরীর প্রণয়ের
হার? কিন্তু যবে কল্পনার বলে, আঁকি
হৃদয়ের পটে আদর্শ পুরুষ মূর্ত্তি

রিজিয়ার মানস-মোহন—হেরি যেন
প্রতি অঙ্গ তার কর্ণাট-রাজের ছায়া—
সেই প্রশান্ত বদন—লালসার লেশ-
মাত্র নাহি যাহে—সেই খঞ্জনগঞ্জন
আঁখি, আবেশ-তরল—সেই যুগ্মভুরু
মদনের চাপসম—সেই হাসি, সেই
সরলতা-মাখা অমিয় বচন, যার
অক্ষরে অক্ষরে হয় অমৃত ক্ষরণ!
আরে প্রাণ! দুরাশারে কেন হৃদে দাও
স্থান? অসম্ভব—অসম্ভব—এ জনমে
বীরেন্দ্রের সনে রিজিয়ার পরিণয়।
ধর্ম্মত্যাগ কভু নাহি করিবে কর্ণাট;
আর গুরুতর অন্তরায়—সত্য মিথ্যা
জানেন ঈশ্বর—কুসুমদুর্গের সেই
রমণী রতন।

খোজা-প্রহরীর প্রবেশ

খোঃ প্রঃ। শাহাজাদি! প্রতিহারী
অপেক্ষিছে বহির্দ্বারে। বিদেশী সৈনিক
এক আসিয়াছে সাথে তার। মহারাজ্ঞি!
কি আদেশ মম প্রতি?

রিজিয়া। যাও ত্বরা করি,
লয়ে এস বিদেশী সৈনিকে।

প্রহরীর প্রস্থান

[হ'বে না কি—

হবে না কি পূর্ণ মনস্কাম ? দিল্লীশ্বরী
সুলতানা রিজিয়া মাগিছে প্রণয় ভিক্ষা—
তার আশা হ'বে না পূরণ ? কেন তবে
জীবন-ধারণ ?]

পান্নালালের প্রবেশ

এস বিদেশী সৈনিক !
বুঝিয়াছি, কোন্ প্রযোজনে আগমন
হেথা তব। রাজ-অনুগ্রহ—কণামাত্র
পেলে যার, লভে নর এই ভূমণ্ডলে
বৈজয়ন্তি সুখ— ভারতের একচ্ছত্রা
অধীশ্বরী, অকৃপণ করে ঢালি' দিবে
তাহা, সহস্র ধারায় তব শিরে।

পান্নালাল। দেবি !
শাহাজাদি ! গুরুলঘু সর্ব্বজনে সম
কৃপা তব ; তা'ই কৃপাময়ি ! লভিয়াছ
প্রতিপত্তি এত, তা'ই যশের সৌরভে
তব পূর্ণিতা মেদিনী। আমি দীনহীন
কঙ্কর তোমার অর্থ আশে ফিরিতাম
দেশে দেশে ; কে জানিত এ সৌভাগ্য
ছিল মম ভালে ? প্রসন্না কমলা মম প্রতি,
তা'ই গো নেহারি আজি পাদ-পদ্ম তব।

রিজিয়া হে সৈনিক ! অর্থ যদি কামনা তোমার,
দিব যত অর্থ চাহ তুমি ; রাজ্যেশ্বর
করিব তোমারে। বীর ! অস্ত্রব্যবসায়ী

তুমি ; কোষমুক্ত তরবারি স্পর্শ করি'
করহ শপথ, প্রাণপণে আজ্ঞা মম
করিবে পালন।

পান্নালাল। সাক্ষী নৈশ-সমীরণ !
সাক্ষী তুমি আকাশে চন্দ্রমা ! হে সম্রাজ্ঞি !
আজি হ'তে বাহু মম ক্রীতদাস তব,
ভাল মন্দ না করি' বিচার, আজ্ঞা তব
করিবে পালন।

রিজিয়া। বীরবর ! তুষ্ট আমি
শপথে তোমার ; দিব পুরস্কার যত
অর্থ চাহ তুমি।

পান্নালাল। হে স্বামিন ! কহ তবে
কিঙ্করেরে, কোন্ আজ্ঞা করিব পালন ?

রিজিয়া। শুন তবে মন দিয়া, যেই গুরুতর
কার্য্য সাধনের তরে ডেকেছি তোমারে
হেথা। যাও বীর ! অবিলম্বে অতি দ্রুত
তুরঙ্গম পরে কুসুমনগর-মাঝে।
দুর্গেশ্বর কর্ণাট ঈশ্বর রাজকার্য্যে
গিয়াছে মালবে ; দুর্গমধ্যে আছে শুধু
সৌরাষ্ট্র-তনয়া ইন্দিরা। কৌশলে তা'রে
ভুলাইয়ে ল'য়ে যেতে হবে দুর্গদ্বারে।
পার যদি এই কার্য্য করিতে সাধন
রত্নধন—অগণন রাজার প্রসাদ,
অর্পিব তোমারে।

পান্নালাল। দিল্লীশ্বরী! কণামাত্র
অনুগ্রহ লভিতে কিঙ্কর অকাতরে
দিতে পারে ছার প্রাণ।

রিজিয়া। কিন্তু সাবধান—
এ কাহিনী বিন্দুমাত্র হইলে প্রকাশ,
সর্ব্বনাশ নিশ্চয় তোমার। এই কার্য্যে
যত ধন হবে প্রয়োজন, কোষাগার
হ'তে মম লভিবে সকল। যাও তবে—
সঙ্গোপনে আজ্ঞা মম করহ পালন।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুসুমদুর্গের কক্ষ

ইন্দিরা

ইন্দিরা। কেন আজি হৃদয় আমার থেকে থেকে
হ'তেছে কম্পিত? কেন দক্ষিণ নয়ন
বার বার হ'তেছে স্পন্দিত? পতি মম
দুস্তর সংগ্রামে—অমঙ্গল ঘটেছে কি
কিছু তাঁর? কুশাঙ্কুর বিদ্ধ যদি হয়
প্রাণেশের চরণ-কমলে, শেল সম
বাজে মম বুকে। হে শঙ্করি! শুভঙ্করী

তুমি, কিঙ্করীরে ঠেল না চরণে। মা গো!
অভাগিনী জনমদুখিনী আমি; তাই
মনে গণি গো প্রমাদ, অবসাদ কর
দূর শিব-সীমন্তিনী!

সখীগণের প্রবেশ

প্রঃ সখী। এ কি, এ কি সই! শরত-চন্দ্রমা
মেঘের আড়ালে লুকা'য়ে কেন?
সুধার আধার বদন মণ্ডলে
বিষাদের রেখা ফুটেছে হেন?

দ্বিঃ সখী। দেখ, দেখ সই! রক্তিম কপোলে
মুকুতার পাঁতি বসা'য়ে দেছে।

তৃঃ সখী। মলয়-পবন বুঝি চুরি ক'রে
অলকার রাজি ছড়ায়ে দেছে।

চঃ সখী। আয়, আয়, আয় কনকলতিকা!
আঁচলে করিয়ে মু'খানি তোর,
আদরে তুলিয়ে মুছায়ে দেই,
ঘুচে যাক্ সই! বিষাদ-লোর।

ইন্দিরা। স্বজনি! কেন লো আজি ব্যাকুল-হৃদয়
মম; কেন বল থেকে থেকে কেঁদে ওঠে
প্রাণ? কে যেন কহিছে কানে কানে, আরে
অভাগিনি! অবসান সৌভাগ্য-যামিনী
তোর।

প্রঃ সখী। চিন্তা দূর কর সুবদনি! তব

নয়নের মণি, সমর বিজয় করি
অচিরে আসিবে ফিরি।

দ্বিঃ সখী। যবে প্রকাশিবে
দিনমণি, সরলা কমলাবালা ভুলে
যাবে বিরহের জ্বালা। হাসিবে লো আড়-
চোখে চেয়ে পতি-মুখ-পানে।

ইন্দিরা। সহচরি!
নাহি জানি কেন আজি প্রবোধ না মানে
প্রাণ। জ্ঞান হয়, কপাল ভেঙ্গেছে মোর—
বুঝি সই! ঘুচে গেছে সিঁথির সিন্দূর
জনমের তরে।

প্রঃ সখী। কেন! সখি কল্পনার
বলে আঁকি' অমঙ্গল-ছবি, আশঙ্কায
হ'তেছ আকুলা? পতিব্রতা মৃত্যুমুখ
হ'তে পতিরে ফিরাযে আনে। সতি! তব
সম পতিব্রতা নাহি ধরামাঝে। তুমি
কর্ণাটের বিজয়-দাযিনী।

ইন্দিরা। রণোল্লাসে
এত কি মত্ততা সহচরি! অবসর
মাত্র নাহি থাকে শুধাইতে প্রিযজন-
কুশল-বারতা!
সখি! দিবানিশি ডরি প্রাণে,
দাসীযোগ্যা নহি আমি তাঁর, তাই
যদি গুণমণি ছেড়ে যান মোরে।

মাধবিকার প্রবেশ

মাধবিকা। শুন
সখি! আশ্চর্য্য ঘটনা—যাইতেছিলাম
আমি, আনিবারে নৃপতির সমাচার
দুর্গের বাহিরে; পথিমধ্যে দেখিলাম
দ্বিজবরে—সুবর্ণ-চম্পক জিনি' কান্তি
মনোহর, প্রশস্ত ললাটে তাঁর শোভে
ত্রিপুণ্ডক, কণ্ঠে দল দল দুলিতেছে
রুদ্রাক্ষের মালা; মূর্ত্তিমান্ প্রভাকর
যেন স্বর্গ ত্যজি' আসিলেন ধরাধামে।
ভক্তি-সহকারে যবে প্রণমিনু আমি
চরণে তাঁহার, তুষিলেন কত মোরে
আশীষ বচনে। কহিলেন কিছুক্ষণ
পরে সম্ভাষিয়া মোরে—"ইন্দিরার সখী
তুমি, যাইতেছ কর্ণাটের সমাচার
আনিবারে।" গল-লগ্নবাসে আহ্বানিনু
দ্বিজোত্তমে আতিথ্য গ্রহণ তরে। সখি!
অভ্যাগত তিনি; অনুমতি হ'লে, তাঁরে
ল'বে আসি হেথা।

ইন্দিরা। মাধবিকা! অবিলম্বে
ল'য়ে এস তাঁরে। কুসুমিকা! অর্ঘ্য আন
ত্বরা করি। দয়াময়ি! এত দিনে কি গো
দয়া হ'ল পাষাণ হৃদয়ে? হে ব্রাহ্মণ!
যদি দিতে পার প্রাণেশের সমাচার—

যাহা চাহ দিব পুরস্কার, কেনা রব
চিরকাল।

মাধবিকার সহিত গণকবেশে পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। আয়ুষ্মতি! চিরসধবা ভব!

ইন্দিরা। স্বাগত হে দ্বিজোত্তম! দাসীর আলয়ে।
অভাগিনী কি দিয়ে পূজিবে তব রাঙা
পা দু'খানি? ভক্তি, প্রেম, পূজা উপচার,
কিছু নাহি মম।

পান্নালাল। রাজরাণি! তোর সম
পতিব্রতা বিরল জগতে; সর্ব্ব অঙ্গে
তোর ঝরিতেছে স্বর্গীয় সুষমা। যদি
অমঙ্গল হয় তোর, মঙ্গলময়ের
নাম কেহ নাহি ল'বে ভবে। মিথ্যা নাহি
ভাব মাতা! ব্রাহ্মণের কথা; মনোব্যথা
অচিরে ঘুচিবে তোর, সতি!

ইন্দিরা। দ্বিজোত্তম!
শুনিলাম সহচরী-মুখে গণনায়
অদ্ভুত ক্ষমতা তব। যদি কন্যা বলি'
সম্বোধিলে মোরে, কৃপা করি দেখ পিতা!
কোথায় কি ভাবে আজি কর্ণাটের পতি।

পান্নালাল। হে কল্যাণি! ইচ্ছা তব করিব পূরণ।
জেন' সতি! চিত্তের সংযম গণনার
মূল। তেঁই কহি গো তোমারে, যদি ইচ্ছা

থাকে তব গণনায় জানিবারে কিছু ;
ক্ষণ-তরে সখীগণে পাঠাও বাহিরে।

ন্দিরা। সখীগণ! দ্বিজ-আজ্ঞা করহ পালন ;
প্রয়োজনমতে ডাকিব পশ্চাৎ সবে—

সখীগণের প্রস্থান

পুরাও করুণাময়! দাসীর কামনা,
দূরে যাক্ ভাবনার রাশি।

াম্নালাল। (যোগাসনে উপবেশন করিয়া) খোল খোল
তৃতীয় নয়ন, নখদর্পণেতে কয়
অতীতের চিত্র দরশন। মা গো! পতি
তোর পড়েছে সঙ্কটে ; পরাজিত সৈন্য
তাঁর মালব-সংগ্রামে।
এবে খোল খোল
চতুর্থ নয়ন ভবিষ্যৎ নিরূপণ
হয় যাহে। হের রত্ন-সিংহাসনে বসি'
দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া ; রাজদূত
নিয়ে এল যুদ্ধের বারতা ; হের সেই
কুপিতা ফণিনী আজ্ঞা দিল কর্ণাটের
নির্ব্বাসন জনমের তরে। হের পুন
যামিনীর তৃতীয় প্রহরে, উপস্থিত
জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর গুপ্তদ্বারে
কুসুমদুর্গের। পতি তোর পাঠাইল
দূতে। গুণবতি! পতির মঙ্গল-সনে
নিজের মঙ্গল চাহ যদি পতিব্রতা!

দ্বিধা নাহি কর পলাইতে তার সনে।
মা গো! সদয়া অভয়া তোর প্রতি; কভু
তুমি নাহি ভাব আন, মঙ্গলার বরে
অমঙ্গল স্পর্শিবে না তোরে। সযতনে
ধর শিরে চণ্ডিকার আশীষ-কুসুম।
দুর্গতিহারিণী-পদে স্থির রেখ' মতি,
পতি তোর রহিবে কুশলে। দেব আজ্ঞা
কদাচন না কর হেলন।

ইন্দিরা। কেবা তুমি
মহাজন! পরিচয় দেহ কিঙ্করীরে,
পতির সংবাদ-দানে, চির-কৃতজ্ঞতা-
পাশে বাঁধিলে আমারে।

পান্নালাল। মাতঃ! পরিচয়ে
নাহি প্রয়োজন। জেন' দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
আগমন দেবকার্য্য সাধনের তরে!
ষট্-কর্ণে মন্ত্রভেদ শাস্ত্রের বচন;
যথা-শক্তি দেবাদেশ রেখ' সংগোপনে।
দেবকার্য্য হ'য়েছে সাধন—এবে সতি!
চলিনু স্বস্থানে।

ইন্দিরা। কোটি কোটি নমস্কার
চরণে তোমার; বিধি যদি দেন দিন
কৃপা করি দিবেন দর্শন।

পান্নালালের প্রস্থান

ইন্দিরা। যাই এবে
যুক্তি করি মাধবিকা সনে ; করি গিয়া
কর্ত্তব্যের নিরূপণ।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মালব-শিবির

বক্তিয়ার

বক্তিয়ার। নিবৃত্ত সমর ঘোর। সম্মুখ-সংগ্রামে
পাঠাইনু আল্‌টুনিরে শমন-সদনে।
অসহ্য বিক্রম হেরি', রণে ভঙ্গ দিয়ে
পলাইল সৌরাষ্ট্রের সেনাপতি। আজি
মুষ্টিমেয় সৈন্যমাত্র করিয়া সহায়
জিনিলাম রণ। কিন্তু হায়, কি উদ্দেশ্য
হইল সাধন? কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে
অগ্রসর বক্তিয়ার, ফল ভোগ তা'র
করিবেক কাফের কর্ণাট! হা বিধাতঃ!
এরি তরে আমি আসিনু কি হিন্দুস্থানে
সুধুর তাতার হ'তে? যশ, মান, কীর্ত্তি,
বীর-অহঙ্কার—যার তরে ভ্রমে নর
দেশে দেশে—কণামাত্র নাহি চাহি তার,
একমাত্র ক্ষুদ্র সাধ ঢাকিয়া রেখেছে

হৃদয়ের স্বার্থরাশি। তাও কি গো পূর্ণ
নাহি হ'বে? কর্ণাট-ঈশ্বর! লভ তুমি
যত রাজ্য, যত ধন, যত কীর্ত্তি পার
রিজিয়ার হাতে—বক্তিয়ার তব পথে
না হ'বে কণ্টক। কিন্তু ঘুণাক্ষরে জানি
যদি রিজিযার হৃদি-মাঝে আছে তব
বিন্দুমাত্র স্থান, এই শাণিত কৃপাণ
উপাড়িবে হৃৎপিণ্ড তব। রিজিয়া কি
হবে না আমার? কেন তবে বহি বৃথা
জীবনের ভার?

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

স্বাগত হে সেনাপতি!
দাস তব কোন্ আজ্ঞা করিবে পালন?

বীরেন্দ্র। ধন্য! ধন্য! বক্তিয়ার! রণ-দক্ষ তোমা
সম বিরল ভারতে! তোমারে সহায়
করি' হেলায় জিনিনু রণ। উড়াইনু
রিজিয়ার বিজয়-কেতন মালবের
দুর্গের প্রাচীরে। সিন্ধুদেশ হ'ল জয়
বিনা আয়াসেতে। আজিকার যুদ্ধ সনে,
কীর্ত্তি-গাথা তব গাহিবে জগত-জনে।

বক্তিয়ার। একে অখণ্ড-প্রতাপা সুলতানা রিজিযা;
সেনাপতি তাহে বীর-কুল-চূড়ামণি
কর্ণাট-ঈশ্বর; যুদ্ধ—ক্ষুদ্র শত্রু ভীরু
মালবের সনে। হেন সংগ্রাম-বিজয়—

বীরত্বের ক্ষুদ্র পরিচয়। এত সাজ-
সজ্জা নাহি ছিল প্রয়োজন—নাশিবারে
মালবেরে। হে বীর-কেশরী! আজ্ঞা মাত্র
পেলে তব, মুষ্টিমেয় তাতার সৈনিক
মাত্র করিয়া সহায়, সহস্র মালবে
পাঠাইতে পারিতাম শমন-সদনে।

বীরেন্দ্র। বক্তিয়ার! আজিকার যুদ্ধে দেখা'য়েছ
অদ্ভুত বিক্রম। যদি বীরত্বের থাকে
সমাদর, যশ তব ঘোষিবে সংসারে।

দূতের প্রবেশ

দূত। সেনাপতি! কর অবধান। দূত-মুখে।
শুনি' তব বিজয় বারতা দিল্লীশ্বরী
সুলতানা রিজিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে প্রেরিলেন
মোরে জানাইতে আপনারে—পরিতুষ্টা
তিনি শুনি' যুদ্ধের সংবাদ; হইতেছে
উৎসবের আয়োজন, সংগ্রাম-বিজয়ী
সৈন্যাধ্যক্ষগণে অভ্যর্থনা করিবারে।
সবিশেষ বিবরণ এখনি জানিবে,
বীরবর! দ্বিতীয় দূতের মুখে।

বীরেন্দ্র। যাও

দূতের প্রস্থান

বীর লভ গে বিশ্রাম।
বক্তিয়ার! মিথ্যা
নহে প্রবাদ-বচন—'জগৎ-ঈশ্বরী

দিল্লীশ্বরী'—নহে এত কৃপা অনুগত-
জনে! যাও বীর! রাজধানী অভিমুখে
প্রস্থানের কর গে উদ্যোগ। আজ্ঞা মম
জানাইও নায়ক-বর্গেরে।

বীরেন্দ্রের প্রস্থান

বক্তিয়ার। হায়! মুগ্ধ আমি।
জানি কপটতাপূর্ণ নারীর হৃদয়।
সুপ্ত আশা জাগাইয়ে দিয়ে হৃদি-মাঝে,
শেষে যায় পলাইয়ে কোন্ দেশে তার
না হয় নির্ণয়। শূন্য প্রাণ প'ড়ে থাকে,
পঞ্জর-পিঞ্জরে। কল্য—
কল্য—অসীম অনন্ত আশা-জলধির
কূলে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—কত কল্য
অতীতের অন্ধকারে গেল মিশাইয়ে।
ওই যেথা নীল আকাশের প্রান্ত-দেশ
চুমিতেছে আশা-সাগরের নীল অম্বু
রাশি; ওই যেথা অনন্ত অনন্ত সনে
নীলিমায় গেছে মিশাইয়ে; ওইখানে
কি গো জগতের শেষ? ওইখানে গেলে
কি গো অশান্ত আকাঙ্ক্ষা-পাখী লভিবারে
পারে দু'দণ্ডের শান্তি-সুখ? তাই যদি—
তবে যা' থাকে কপালে, ঝাঁপ দিব
আশা বারিধি-মাঝে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদের কক্ষ

রিজিয়া

রজিয়া। পরিয়াছি মনোহর বেশ, হীরকের
রাশি অর্দ্ধাবৃত করিয়াছে স্বরগের
সুষমারে। রিজিয়ার সৌন্দর্য্যের কথা
বিদিত জগতে। দিনকর প্রকাশিলে
ফুটে ওঠে হাসি-রেখা যথা নলিনীর
অরুণ-নয়নে সেইরূপ রিজিয়ার
রূপের প্রতিভা ফুটায় হাসির রেখা
সহস্র নয়নে। [কিন্তু হায়! বৃথা মম
রূপ-রাশি, বৃথা সাজ-সজ্জা, বৃথা রাজ্য,
বৃথা এ যৌবন, আকর্ষিতে নাহি পারি
যদি বীরেন্দ্রের মন।
ফিরোজা! ফিরোজা!
নাহি জানি বিদেশী সৈনিক কত দূর আজ্ঞা
মম করিল পালন। যদি কোন মতে,
বীরেন্দ্রের মন হ'তে সরাইতে পারি
কুসুমদুর্গের সেই সুন্দরীর ছবি,
কর্ণাটের রবি দেখা দিবে হৃদাকাশে
মোর]

ফিরোজার প্রবেশ

বল ফিরোজা আমারে—হীরাহারে
ফুটেছে কি সৌন্দর্য্য আমার ?

ফিরোজা। শাহাজাদি
ভুবনমোহিনি ! আজ কা'র শিরে বজ্র
হানিবারে, সাজিয়াছ এ মোহন সাজে।

রিজিয়া। অতি সুচতুর পাখী ! পিঞ্জর দুয়ারে
বসি' পরাণ ভুলায়, অভ্যন্তরে নাহি
আসি' পশে, তা'ই তা'রে ধরিবার তরে
পেতেছি রূপের ফাঁদ।

ফিরোজা। আহা ! কেবা সেই
ভাগ্যবান্ বিহঙ্গম ? এ জগতে আছে
কি গো হেন জন, রিজিয়ার হৃদি-মাঝে
আছে যার বিন্দুমাত্র স্থান ?

রিজিয়া। চল সখি !
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন। [অভিসারে
যা'বে আজ সুল্‌তানা রিজিয়া।]

উভয়ের প্রস্থান

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। ভাগ্যিস্ ছিলুম বাবা !' ওৎ পেতে—তাই ত আঁতে
কথা স্পষ্ট পাওয়া গেল ! আমি বলি বুঝি রাজা-রাজড়ার বেয়ারা
নেই ! তা নয়—দেখছি, বেজায় শক্ত, এ সাবৃতে পোক্ত হাকিম ডাকৃতে
হবে। আমি ত তখনি ভেবেছিলুম—যে বাবা ! এত লোক থাক্‌তে,
কুসুমদুর্গের সেই অবলাটির ওপর জুলুম কেন ? এতক্ষণে নিজমুখে হাল

মালুম হ'ল। না বাবা! বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ান নয়। বেটী যে খাণ্ডার, যদি বুঝতে পারে, আমি ওৎ পেতে সব শুনেছি, তা' হ'লে আমার মুণ্ডু নিয়ে টান পাড়াপাড়ি করবে।

পান্নালালের প্রস্থান

রিজিয়ার প্রবেশ

রিজিয়া। বহুক্ষণ গুপ্তচর মুখে পাঠা'য়েছি
সংবাদ তাহারে। কেন তবে এখন' সে
নাহি এল? হয় নাই কার্য্য সমাধান?
অবশ্য হয়েছে। এত অর্থ—এত আশা—
এত অনুগ্রহ—কভু নাহি উপেক্ষিবে
বিদেশী সৈনিক। স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন
দেখেছিনু বদনে তাহার।

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। (অভিবাদন করিয়া) নমি পদে
দিল্লীশ্বরি!

রিজিয়া। হে বিদেশি! রাখ সম্ভাষণ।
কহ ত্বরা, হ'ল কিংবা নাহি হ'ল
কার্য্য সংসাধন।

পান্নালাল। শাহাজাদি! আশীর্ব্বাদে
তব, নিদেশ পালন ক'রেছে কিঙ্কর।

রিজিয়া। হে সৈনিক! জান না ক' তুমি কত তুষ্ট
করিলে আমারে। আজি হ'তে রাজকৃপা
রক্ষিবে তোমারে সহস্র বিপদ হ'তে।

আজি হ'তে গণ্য তুমি রাজ-পরিবার-
মাঝে। পুরস্কার ধর বীর! বহুমূল্য
রত্নহার। ব্যস্ত আমি রাজকার্য্যে, নাহি
অবসর; দেখা হ'বে সময়-অন্তব

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উৎসব-মণ্ডপ

নর্ত্তকী ও ওমরাহগণ

নর্ত্তকীগণ। গীত

নিমিষের দেখা যদি পাই তোমারি,
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি।
লাজ নয়নে চকিত চাহনি—সে যে বিষম দায়,
যৌবন বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারি।
প্রাণ দিই পায় শিকলি পরিতে, তাও দূরে ফেলে দাও,
শিখায়ে না হয় দাও কি চাই তোমারি।
কত আর সব' বল তোমারি বিরহানল,
কত দিন ভালবাসা লুকাই তোমারি।
যদি দীরঘ শ্বাস বায়, প্রাণপাখী উড়ে যায়,
জনম জনম রবে আশাই তোমারি।

প্রঃ ওমরাহ। বাহবা! বাহবা! মেজাজ-রৌসন্। আচ্ছা, আমাদের বাদশাজাদি কিন্তু বড় অবিবেচনার কাযই ক'রেছেন। মালব জয় কর্ত্তে এত সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর না পাঠিয়ে এঁদের মত

গুটিকতককে পাঠালেই ত অনায়াসে রণজয় হ'ত। অথচ এক ফোঁটাও রক্তপাত হ'ত না।

প্রঃ নর্ত্তকী। আমরা একাই বুঝি রণজয় কর্‌তুম ?

প্রঃ ওমরাহ। একা আবার কেমন ক'রে চাঁদ ? তোমরা একলাই যে একলাখ। আপনাদের মত পাঁচটি যে দেশে যাবেন, সে দেশের বাস্তুবৃক্ষটি অবধি খাক্‌ হ'য়ে যাবে।

দ্বিঃ নর্ত্তকী। কেন, আমরা কি আগুন না কি ? তাই আমাদের ছোঁয়াছুঁয়ি হ'লে পুড়ে যাবে !

প্রঃ ওমরাহ। ছোঁয়াছুঁয়ি বড় হ'তে হবে না মাণিক ! নিশ্বেসেই কাবার। তার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হ'লে ছাইটুকু পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

নেপথ্যে নহবৎ-ধ্বনি

রিজিয়া, বীরেন্দ্রসিংহ ও বক্তিয়ারের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ। গীত

পাগল করেছ তুমি আঁখিতে প্রাণ আমারে ;
সমান নিদয় দুটি বাঁধিতে প্রাণ আমারে !
লোকে বলে, করেছ গুণ ; বল দেখি সে কি গুণ-
পলক লাগেনি যায় মজাতে প্রাণ আমারে।
ভ্রূধনুতে কামগুণ, শরে ভরা যেন তূণ ?
মন-মৃগ লক্ষ্য বুঝি বধিতে প্রাণ আমারে !
সরবস্ব নি'ছ লুটে, কিছু বলিতে পারিনি ফুটে,
মুখখানি ক'রেছ বিভোর নেশাতে প্রাণ আমারে।

রিজিয়া। সেনাপতি ! কর্ণাট-অধিপ ! নৃপতির
ভাগ্য-সূত্র মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা প্রকৃতির

মঙ্গলের সনে। তাই হে বীরেন্দ্রসিংহ !
দিল্লী-সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ ঘরে ঘরে
আজি মত্ত মহোৎসবে ! এই বিশ্বব্যাপী
আনন্দের তুমি মূলাধার। রাজ-ভক্তি
অপার তোমার ; পুরস্কার কহ কিবা
দিব ?

বীরেন্দ্রসিংহ। দিল্লীশ্বরী ! দাস আমি করিযাছি
নিদেশ পালন। কর্ত্তব্য সাধনে যেই
ক্ষুদ্র যশ, তাই মাত্র প্রাপ্য মম। কিন্তু
যেই প্রশংসা-গৌরবে মণ্ডিত করিলে
দাসে, নিতান্তই অযোগ্য তাহার আমি।

রিজিয়া। [হাঃ বিধাতঃ ! কেন এই পুরুষ-রতনে
স্বজিলে কাফের করি' ? কিংবা—দোষ কিবা
তব ? গোলাপ যদ্যপি প্রস্ফুটিত নাহি
হয় গোলাপের কাছে, হারাইয়া ফেলে
কি সে গৌরব-বিভব ? কুমুদেরে দেহ
যদি অন্য নাম সেই মধু—সেই গন্ধ—
সেই সব—রহিবে অটুট।]
মতিমান্ !
বীরত্বের সমধিক বিনয় তোমার।
ধর—ধর—সাদরে প্রদত্ত এই ক্ষুদ্র
উপহার। এই অমূল্য রতন-মালা
বড় আদরের ধন মম, পিতামহ
কুতুবউদ্দিন দরবার-কালে এই

মালা পরিতেন গলে। শুনিয়াছি, কোটি
স্বর্ণমুদ্রা না কি কিম্মৎ ইহার।

বীরেন্দ্র। রাজ-অনুগ্রহ সাদরে ধরিনু শিরোপরে।

রিজিয়া। বক্তিয়ার! তাতার প্রধান! বাহুবলে
লভিয়াছ অতুল সম্মান; বীরত্বের
যথোচিত দে'ছ পরিচয়। তব যোগ্য
পুরস্কার নাহি দেখি কিছু এ জগতে,
সিন্ধুরাজে সম্মুখ-সমরে পাঠায়েছ
শমন-সদনে; রাজ-অনুগ্রহ সনে
আজি হ'তে সিন্ধু-রাজ্য অর্পিনু তোমারে।

বক্তিয়ার। কাফেরের গলে স্বহস্তে পরা'য়ে দিল
মুকুতার হার; মম পুরস্কার—তুচ্ছ
সিন্ধু-সিংহাসন—সহস্র উদ্বেগ-পূর্ণ
শোভাহীন ক্ষুদ্র এক কণ্টক-মুকুট।
শাহাজাদি! সম্রাট্-নন্দিনি! রাজ্যলাভ-
আশে, আসে নাই কিঙ্কর তোমার, অতি
দূর তাতার হইতে। হে সম্রাজ্ঞি! যবে
অসি মাত্র করিয়া সহায়, পশিলাম
আসি' রাজধানী-মাঝে, বিন্দুমাত্র আশা
নাহি ছিল মম মনে—তব অনুগ্রহ
লাভ আছে ভাগ্যে মম; রাজ অনুগ্রহ
আতপত্র-ছায়ে আছি পরম সুখেতে।
মাগি নিরন্তর বিধাতার কাছে, যেন
এই সুখ রহে চিরদিন।

রিজিয়া। বক্তিয়ার!
প্রবল পিপাসা লাগিতেছে হৃদয়ের
মাঝে তব। বাসনা তোমার—রিজিয়ার
প্রণয়-সলিলে মিটাইবে সেই তীব্র
তৃষা। এ জনমে আশা তব কভু নাহি
হইবে পূরণ। অসম্ভব—অসম্ভব—
আল্‌তামাস্‌-সুতা সুল্‌তানা রিজিয়া
বরমাল্য করিবে অর্পণ, পর-অন্ন-
লালায়িত বিদেশী কুক্কুর-গলে। কিন্তু
আশা-ডোরে রাখিব তোমারে বাঁধি মোর
সিংহাসন-মূলে!
বক্তিয়ার! তোমাদেরি
গৌরব-বর্দ্ধন তরে, দিল্লী নগরীর
প্রতি ঘরে ঘরে, মহোৎসবে মত্ত যত
নরনারী। একবাক্যে করিতেছে সবে
তোমাদের বিজয় ঘোষণা।

বক্তিয়ার। শাহাজাদি!
যশ, মান, কীর্ত্তি—সমর্পণ করিয়াছি
রাজপদে। একমাত্র কর্ত্তব্য জগতে,
আদেশ-পালন তব গণি কর্ত্তব্যের
সার; ভাল মন্দ নাহিক বিচার!

রিজিয়া। আমি
ভাল জানি পুরুষের মন। যত দিন
নারি আসি' নাহি বসে জুড়ে, তত দিন

পুরুষ-হৃদয় থাকে মধুরতাময়,
উদার বিস্তৃত আকাশের মত। কিন্তু
যবে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়
হৃদিমাঝে, উদারতা যায় পলাইয়ে;
সঙ্কীর্ণতা আসি' অধিকার করে সেই
স্থান।

বক্তিয়ার। সত্য, শাহাজাদি! কিন্তু মরুভূমি
সম মুক্ত অনুর্ব্বর উদারতা চেয়ে,
ভাল না কি হাস্যপূর্ণ সঙ্কীর্ণতা;
অতি যত্নে প্রকৃতির স্বহস্তে রচিত পুষ্প-
বাটিকার মত?

রিজিয়া। সেনাপতি! জ্ঞানী তুমি—
এই জটিল রহস্য মীমাংসা করিয়ে
দেহ মোরে।

বীরেন্দ্র। মানব-নিলয় হ'তে অতি
দূর-দূরান্তরে বিজন কানন-মাঝে,
ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী পাশে, ফোটে যেই
ক্ষুদ্র ফুল—পাতার আড়ালে, আকাশের
পানে চেয়ে—করুণার তানে গান গেয়ে
গেয়ে নীরবে ঝরিয়ে প'ড়ে যায়—তা'র
মকরন্দ-লোভে আসে না ত' অলি, গন্ধ
তা'র গন্ধবহ বিজনে ছড়ায়। কিন্তু
শান্তি কি সে নাহি পায় একেলা ফুটিয়ে?
তবে লৌকিক জগতে সেই ফুল সুখী,

যা'রে প্রণয়ি-যুগল তুলি' সুকোমল
করে কভু রাখে বুকে—কভু মুখে, কভু
গুঁজে দেয় কবরীর পরে।

রিজিয়া। যবে ফুটে
ফুল, হাসি ফুটে গগনের গায়—যাহে
মুগ্ধ হয় মানবের প্রাণমন। কিন্তু
সেনাপতি! ফুলের কি সুখ, কিবা শান্তি
তাহে?

বীরেন্দ্র। শাহাজাদি! ফুলের কি সুখ? ফুল
তাহা পারে বলিবারে। ক্ষুদ্র নর মোরা
হৃদয়-বিহীন; কুসুমের বুকে কত
শোভা, কত শান্তি, কত যে মাধুর্য্য
আছে, কেমনে জানিব বল? হে সম্রাজ্ঞি!
প্রেম নাহি কুসুমের প্রাণে? কেন তবে
ফোটে ফুল পূর্ণিমা নিশায? পরি শুভ্র
জোছনার বাস কেন খেলে পবনের
সনে? ফুলের হৃদয়ে নাহি কোমলতা?
কেন তবে, যবে দিনকর ছড়াইয়ে
কিরণের জাল শুষ্ক করে সরসীর
নীর, সরলা সরোজবালা ঢেকে রাখে
জনকেরে আপন আঁচলে, রক্ষা করে
পিতার পরাণ, নিজ প্রাণ বিনিময়ে?
শাহাজাদি! নারী আর ফুল সমতুল
এ সংসারে।

রিজিয়া। এত যদি তুমি ভালবাস
ফুল, কেন তবে হার গেঁথে তা'র, পর
না গলায়? তুমি রাজার কুমার; ফুল-
হার সাজিবে তোমারে ভাল। কত শত
রাজার নন্দিনী প্রেম-ভিখারিণী হ'বে
তব!

বক্তিয়ার। মূর্খ বক্তিয়ার! এখন' কি পার
নাই বুঝিবারে?

বীরেন্দ্র। শাহাজাদি! প্রাণ বড়
আদরের ধন, স্বার্থত্যাগ করি' পর-
হাতে সমর্পণ করে তারে যেই জন,
তা'র সম মহাজন নাহি ধরামাঝে!
সম্রাট্‌নন্দিনি! প্রস্ফুটিতা কমলিনী
বুকভরা মধু ল'য়ে চেয়ে থাকে এক-
দৃষ্টে ভ্রমরের পানে, পাতায় পাতায়
তা'র ঝরে লাবণ্যের ধার, নাহি রূপ-
তৃষ্ণা, সাধ শুধু ক্ষণেকের তরে হৃদি-
সিংহাসনে বসায় নাগরে। হেথা অলি
ভুলি তা'র কথা—খেলে লজ্জা-নম্র-মুখী-
আধফুট যুথিকার সনে। বিধাতার
বিচিত্র বিধান!

রিজিয়া। বুঝিয়াছি এতক্ষণে—
চাহ তুমি যুথিকার প্রেম। আপনার
ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র ভালবাসা,

নয়নের কোণে ক্ষুদ্র হাসি, হৃদয়ের
ক্ষুদ্র সরলতা, সব ঢেলে দিয়ে প্রাণ-
ঢালা ভালবাসা। আশা করি, আশা তব
অচিরে পূরিবে। কথায় কথায় ব'য়ে
যায় উৎসবের কাল ; বুঝি বাধা হ'ল
আনন্দের স্রোতে। কোথায় নর্ত্তকীগণ ?
রণশ্রান্ত সেনাপতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ ;
তুলি' চিত্তবিনোদন সঙ্গীত-লহরী
সুধাময়, মুগ্ধ কর তাহাদের মন।

নর্ত্তকীগণ। গীত

সে কেন আমার পানে ফিরে ফিরে চেয়ে গেল
কি যেন তার মরম-কথা নয়ন-কোণে ক'য়ে গেল।
সরমে মুরছি আঁখি, চুরি ক'রে ছবি দেখি,
বসন্ত-বাতাস যেন প্রাণের মাঝে ব'য়ে গেল।
যত ফুল যত্ন করে, তুলেছিনু স াঁজের বেলা,
আঁচলে রহিল বাঁধা, মালা গাঁথা র'য়ে গেল।

নেপথ্যে নহবৎ-ধ্বনি

রিজিয়া। ওই নহবত-ধ্বনি ঘোষণা করিছে
রজনীর দ্বিতীয় প্রহর ; উপস্থিত
বিরামের কাল। যাও ওমরাহগণ !
আজিকার মত সাঙ্গ হ'ল মহোৎসব।
লভ গে বিশ্রাম সবে নিজ নিজ পুরে।

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য রাস্তা

যোগিবেশে যোগাসনে উপবিষ্ট সমরেন্দ্র

সমরেন্দ্র। পাপ পুণ্য সবি ছায়া। যদি নিয়ন্তার
কঠিন শাসন পাপের উচিত দণ্ড
করিত বিধান, ভূমণ্ডল হ'ত আজি
রমণীয় স্থান। কিন্তু বিচিত্র বিধান
বিধাতার। সৌরাষ্ট্র-ঈশ্বর পুণ্য কার্য্যে
কাটাইল সমস্ত জীবন; পুরস্কার—
বৃদ্ধকালে কন্যা-শোক করিল অর্জ্জন!
সরলা ইন্দিরা, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
পরিণাম তা'র—কুলকলঙ্কিনী ঘোর
অপবাদ। আমি পর-উপকার তরে
করিয়াছি প্রাণপণ, ফললাভ তার—
পদে পদে নিষ্ফলতা, নৈরাশ্যের তীব্র
কশাঘাত। আর সেই কর্ণাট পিশাচ—
যা'র নামে পাপ নিজে ফিরায় বদন—
আছে দিব্য দাঁড়াইয়ে রাজ-অনুগ্রহ
মহত্ত্ব-শিখরে। যেন সৌভাগ্য-লক্ষ্মীরে

বাঁধিয়া রেখেছে কঠিন শৃঙ্খল দিয়ে
পাদমূলে তা'র! এই বিধির বিচার
সাধ্য কা'র এ রহস্য করে নিরূপণ?
কুসুমদুর্গেতে আর নাহিক ইন্দিরা।
কর্ণাট কি পাইয়াছে আমার সন্ধান?
তাই কি গোপনে তারে অন্যত্র রেখেছে?
অসম্ভব! তবে এই রহস্যের মাঝে,
বোধ হয় আছে লুক্কায়িত, আর কোন
রহস্য বিশাল। তা হ'লে কি ইন্দিরার
হবে না উদ্ধার? হা বিধাতঃ! তাই যদি
থাকে তব মনে, তবে সমরেন্দ্র কভু
নাহি ফিরে যাবে আর সৌরাষ্ট্র-নগরে।

পান্নালাল ও শোভনলালের প্রবেশ

শোভনলাল। আচ্ছা আচ্ছা থাক্, তুই এখন গল্পটাই বল!

পান্নালাল। এখন আমাদের রাণীর টাঁক্ পড়েছে ঐ বীরেন্দ্রসিংহটার ওপর।

শোভনলাল। তা হ'লেই ত রাজযোটক। তা'র পর—তা'র পর—

পান্নালাল। এখন রাণী বুঝেছে যে, সেই মেয়েমানুষটাকে না সরাতে পাল্লে কায হাঁসিল হয় না; এদিকে সেনাপতি যদি জান্‌তে পারে যে, এটা রাণীর কায, তা হ'লেও ব্যাটা যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, হয় ত কোন্ ক্ষেপে উঠে রাণীকেই ফাঁসাবে। এই জন্যে রাণী একটি কাযের লোকের সন্ধান কর্‌তে লাগলো।

শোভনলাল। ওঃ—রাণী বেটীও তা হ'লে পাকা খলিফা। বাবা!

ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তা' না হ'লে আর বেটী এত বড় রাজ্যিটাকে চালাচ্ছে। তা'র পর—তা'র পর—

পান্নালাল। তা'র পর আর কি! কাযের লোকের খোঁজ হ'তেই পান্নালালের তলব পড়্লো। শর্ম্মাও পেছপাও নন্। একেবারে সশরীরে রাণীর সাম্‌নে হাজির।

শোভনলাল। বাঃ রে পান্নালাল—ভ্যালা মোর চাঁদ; তা'র পর?

পান্নালাল। তা'র পর রাত্তিরের মধ্যেই কায হাঁসিল। বামাল তফাৎ, ভূত পেত্নী সব কুঁপোকাৎ; আর পান্নালালের বাজী মাৎ।

শোভনলাল। তা' হ'লে মেয়েমানুষটাকে এখন সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। তা এখন তার হাল সাকিম কোথায়? গারদখানায়—না একেবারে ঠিকানায়?

পান্নালাল। সে খবরটা ভাই ঠিক বল্‌তে পারি নি! তবে এইটুকু জানি যে, কাছাকাছি কোথায় একটা দুর্গেতে তা'কে রেখে দিয়েছে। আমি আর তা'র অত খোঁজ-খবর নিই নি। দরকারই বা কি? খাঁকৃতি হ'লেই দিব্যি রাণীর কাছে যাচ্ছি, মোহরটা আশ্‌টা হীরেটা মাণিকটা নিচ্ছি, আর বাড়ীতে ব'সে একটু আয়েস্ কচ্ছি।

শোভনলাল। বুঝেছি, বুঝেছি—এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লুম, তুমি এত টাকা কোত্থেকে পাও।

পান্নালাল। এখন চল, বাজে কথা ছেড়ে একটু ধাতটা ঠিক ক'রে নেওয়া যাক।

পান্নালাল ও শোভনলালের প্রস্থান

সমরেন্দ্র। ইন্দু! ইন্দু! এই শেষে ছিল তোর ভালে!
সুখের কোমল কোলে কাটাইয়ে বাল্য-
কাল, শেষে যৌবনে এ দশা তোর! হায়

অভাগিনী! কেন জন্মেছিলি ভবে? কোন
মতে যদি পারি উদ্ধারিতে তোবে, এই
ভয়ঙ্কর বিপদ্-অর্ণব হ'তে, তবে পুন
ফিরিব স্বদেশে, নহে সৌরাষ্ট্রের সনে
দেখাশুনা-অবসান চিরদিন তবে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদেব কক্ষ

রিজিয়া ও বক্তিয়ার

বক্তিয়ার। শাহাজাদি! কতকাল আর, বক্তিযার
আশাবৃক্ষে সিঞ্চিবে সলিল?

রিজিয়া। বক্তিয়ার!
বাতুল হ'যেছ তুমি, নহে কি সাহসে
বিবাহ-প্রস্তাব কবিতেছ দিল্লীশ্বরী
রিজিযার কাছে?

বক্তিয়ার সম্রাটনন্দিনি! সত্য
যা' কহিলে, বাতুল হ'যেছি আমি! মান,
গর্ব্ব, বীর্য্য সহ দি'ছি জলাঞ্জলি, কিন্তু
সে তোমারি প্রেমে।

রিজিয়া। বক্তিয়ার! এত দিনে
চিনিতে পার নি মোরে! বাল্যকাল হ'তে
স্বর্গগত পিতৃদেব শিখায়েছে হাতে

ধ'রে মোরে, জটিলতাপূর্ণ রাজনীতি
যত। তুমি মূর্খ, তাই জেনে শুনে আশা-
ফণিনীরে সযতনে হৃদয়ে দিয়েছ
স্থান। রাজ-কার্য্য অন্তরালে, মুখ-পানে
চেয়ে তব, সন্ধান ক'রেছি যবে তীক্ষ্ণ
কটাক্ষ-সায়ক, বিঁধিয়াছে শত স্থানে
হৃদয় তোমার; তুমি ভাবিয়াছ মনে
মনে, রিজিয়ার হৃদি-মাঝে আছে তব
স্থান। বাতুলতা এর চেয়ে আছে কিবা?

য়াকুব। শাহাজাদি! বহুদিন, বহুদিন আগে
এই বাতুলতা আশ্রয় ক'রেছে মোরে।
যেই দিন ইস্পাহানে পণ্য-বীথিকায়,
আলেখ্য-বিক্রেতা এক দেখাইয়েছিল
মোরে, ভুবন-মোহিনী প্রতিকৃতি তব;
সেই দিন হ'তে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে
আঁকিয়াছি ওই মোহিনী মূরতি। দেখ
শাহাজাদি! প্রত্যক্ষ প্রমাণ———

বক্ষঃস্থলের বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রিজিয়ার
প্রতিকৃতি বাহির করিয়া

যদি এই
জড় আলেখ্যের থাকিত হৃদয়, তবে
কহিত সে মুক্তকণ্ঠে তব পাশে, কা'র
প্রেমময়ী ছবি জাগিতেছে নিরন্তর

হৃদয়ে আমার ; যদি এই প্রাণহীনা
প্রতিকৃতি বুঝিতে পারিত হৃদযের
ভাষা, কহিত নিশ্চয়, কা'র তৃষা শুষ্ক
করে নিরন্তর হৃদয় শোণিত মম ?
দিল্লীশ্বরি ! শাহাজাদি ! হৃদয়-ঈশ্বরি !
করুণা কি হ'বে না তোমার ?

রিজিয়া। বক্তিয়ার !
এত প্রেম হৃদয়ে তোমার ! প্রণযের
তরে ত্যজি আত্মীয়-স্বজন, নিজদেশ,
আসিয়াছ হেথা। কিন্তু হায় ! বড় ব্যথা
বাজিল পরাণে, তুমি অপাত্রে নিক্ষেপ
করিয়াছ ভালবাসা তব। দেখা'বার
হইত যদ্যপি, বক্তিয়াব ! এই দণ্ডে
হৃদয় খুলিযে চোখের সম্মুখে আমি
দেখাইয়ে দিতাম তোমারে, অনুর্ব্বর
মরুভূমি সম রিজিযার প্রাণ ; প্রেম-
বীজ অঙ্কুরিত কভু নাহি হয় তাহে।

বক্তিয়ার। শাহাজাদি ! স্তোক-বাক্যে অন্যে তুমি পার
ভুলাইতে, কিন্তু প্রেমিকের কাছে কভু
নাহি থাকে অপ্রকাশ প্রেমিকা-হৃদয়।
ওই চপল নয়নে তব সুধা ক্ষরে।
অনিবার, পিপাসিত হৃদয়-চকোর
মম, আশ মিটাইয়ে, সেই সুধা করে
পান। ওই সমুন্নত বক্ষঃস্থল তব

মদনের রঙ্গভূমি ; এলায়িত কেশ-
পাশ ছড়ায় লাবণ্যরাশি ; শরতের
পদ্মবন সম প্রফুল্ল আনন তব ;
প্রেমময়ি ! প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে তব
মাধুর্য্য ঝরিতে থাকে ! ইন্দুমুখি ! প্রেম
নাই তোমার হৃদয়ে ?

রিজিয়া। বক্তিয়ার ! মহা
ভ্রমে নিপতিত তুমি। এত দিন ধরি
যেই আশা-লতিকারে, হৃদয়ের তপ্ত
অশ্রু-সেকে করেছ বর্দ্ধন এ জনমে,
কভু নাহি হবে তাহে প্রসব-উদ্গম।
শুন বীরবর ! সর্ব্বগুণে বিভূষিত
তুমি, বুকভরা ভালবাসা তব, প্রাণ-
ভরা প্রেম, আঁখি-কোণে তব উছলিছে
সোহাগের রাশি, বীরত্বের পরিচয়—
মালব-সংগ্রাম, হেন পতিলাভ বল
অসাধ কাহার ? কিন্তু শুন রিজিয়ার
প্রতিজ্ঞা ভীষণ, এ জনমে কভু নাহি
পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হবে আলতামাস-
সুতা।

বক্তিয়ার। হায় নৃশংস রমণি ! উপহার
দিনু চরণে তোমার ভালবাসাপূর্ণ
হৃদিখানি মম, তুমি পদাঘাতে তারে
শতখণ্ডে ফেলিলে ভাঙ্গিয়ে, শিশু যথা

পদাঘাতে ভেঙ্গে ফেলে, নিজ হস্তে যত্নে
গড়া ক্ষুদ্র খেলাঘর তার। নিরমম!
একফোঁটা অশ্রু নাহি দেখা দিল চোখে?
স্ফুরিত অধরে তব ফুটিল না বিন্দু-
মাত্র বিষাদের ছায়া?

রিজিয়া। বক্তিয়ার! বৃথা
এই অনুযোগ তব। হে ধীমান! বীর
তুমি; ভাবি' দেখ মনে, যদিও সম্ভব
হ'ত আমাদের পরিণয়, বিষময়
ফল ফলিত তাহাতে। তুমি প্রাণভরা
ভালবাসা নিয়ে ছুটিতে পশ্চাতে মোর—
আমি আপন গরবে আপনি উন্নত,
লইতাম ফিরায়ে বদন। সুখ কোথা
সে মিলনে?

বক্তিয়ার বারিহীন মরুভূমি-মাঝে
পিপাসা-জর্জ্জর প্রাণে, ছুটে যায় যবে
নর মরীচিকা পানে—কিবা সুখ লভে
সেইজন? শাহাজাদি! তৃপ্ত ক্ষুদ্র আশা
চেয়ে শতগুণে ভাল অপূর্ণ বৃহৎ
সাধ।

রিজিয়া। বক্তিয়ার! স্বার্থত্যাগ প্রণয়ের
মূল। যদি বাস্তবিক ভালবাস মোরে—
এই গভীর নিশীথে আপন ইমান
সাক্ষী করি', কোষ-মুক্ত তরবারি ছুঁয়ে

করহ শপথ—রিজিয়ার স্মৃতি ফেলে
দিবে উপাড়িয়ে মন-হতে তব।

বক্তিয়ার। হায়,
পাষাণ-প্রতিমা! তুমি ত দিবে না ধরা ;
আমি যে নির্জ্জনে বসি', স্মৃতি-খানি দিয়ে
তব, গড়িয়া তোমারই মোহিনী ছবি,
অফুটন্ত বাসনা-কুসুম অবচয়ি,
মনোমত সাজা'ব তোমারে, তা'ও বুঝি
সহিল না হৃদয়ে তোমার ?

রিজিয়া। শুধু তাই
নহে—আর এক কথা শুন, বীরবর!
পুরুষের প্রণয়-প্রবাহ খর-স্রোতা
স্রোতস্বিনী সম, যদি কেহ গতিরোধ
করে তা'র ভীষণ প্লাবনে ভেসে যায়
দুই কূল! তা'ই জানাই তোমারে, তব
প্রণয়ের বেগ করিতে ধারণ, আছে
আমার সন্ধানে, ভুবন-মোহিনী দিব্য
এক রমণী-রতন—রূপের প্রভায়
তা'র সৌদামিনী পলাইতে চায় লাজে
মেঘের আড়ালে। কাফের-নন্দিনী এই
নারীকুল-শিরোমণি ; কিন্তু তুমি যদি
পাণি তার করহ গ্রহণ, ইস্‌লামের
পবিত্র ধর্ম্মেতে দীক্ষিত করিব তা'রে।

বক্তিয়ার। বুঝেছি সম্রাজ্ঞী! তুমি চাও পিপাসিত

জনে অযাচিত ভিক্ষাদানে পিপাসার
তীব্রতা বাড়া'য়ে দেখিতে কৌতুক। বিন্দু-
মাত্র করুণা যগুপি থাকে তব হৃদে,
দিল্লীশ্বরি! ও আদেশ দিয়ো না দাসেরে।
তা'র চেয়ে ধর এই শাণিত ছুরিকা,
আমূল বসা'য়ে দাও হৃদয়ে আমার,
ছিঁড়িয়া বাহির করি' তপ্ত-রক্ত সিক্ত
হৃদি-পিণ্ড মম, দেখ কার ছবি আঁকা
আছে পরতে পরতে তা'র।

রিজিয়া। বীরবর!
পুরুষ-হৃদয়ে নিরন্তর ফুটিতেছে
সহস্র বাসনা; তৃপ্ত সাধ অতৃপ্তের
সনে একস্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে;
নব আকাঙ্ক্ষার পুন হ'তেছে উদয়।
পবিত্র প্রণয়-পাশে বাঁধ এই হিন্দু-
রমণীরে; হৃদয় হইতে মুছে ফেল
রিজিয়ার মুখ; লভিবে অতুল সুখ
রাজ-অনুগ্রহ ছায়ায় বসিয়ে।

বক্তিয়ার। যদি,
আশা মম এ জনমে না হয় পূরণ,
তা'ও ভাল। শাহাজাদি! অন্য ললনারে
বক্তিয়ার কভু নাহি অর্পিবে হৃদয়।

রিজিয়া। বক্তিয়ার! বক্তিয়ার! এখন' কি বুঝ
নাই রিজিয়ার মন? ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি

যথা পাংশু-আবরণে রাখে লুকাইয়ে
আপন দাহিকা-শক্তি, স্পর্শ-মাত্রে ভস্ম
করে সব ; রিজিয়াও সেইরূপ, হাসি
দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে হৃদয়ের তেজ।
আরে, আরে, ঘৃণিত তাতার ! জান না কি
রিজিয়ার নয়নের কণামাত্র জ্যোতি
স্পর্শ-মাত্রে দহিবারে পারে শত শত
তাতারেরে ?

বক্তিয়ার। শাহাজাদি ! সম্রাট্-নন্দিনি !
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে ? জান না কি
তাতার-বালক মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে
যায় সিংহ-শিশুসনে করিবারে মল্ল-
রণ ? শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়ণক
তার ! জীবনের ভয় দেখাও, সম্রাজ্ঞি !
বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা—কিন্তু
শাহাজাদি ! জীবনের সাধ এখনও
মেটে নি তব। তুমি সম্রাটনন্দিনী ;
অপ্রেমেয় লোকবল অর্থবল তব ;
তুমি দিল্লীশ্বরী ; কটাক্ষে তোমার শত
শত তাতারের হৃদয়-শোণিতে বধ্য-
ভূমি হইবে রঞ্জিত ; কিন্তু যদি এই
রক্ষিশূন্য কক্ষে, এই দণ্ডে নিষ্কোষিত
অসি মম দ্বিখণ্ডিত করে তব শির,
কি করিতে পার তুমি ?

রিজিয়া। কি করিতে পারি
আমি! আরে, আবে, বাতুল তাতার! এই
বামপদাঘাত ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত,
এই দণ্ডে তোমারে দলিতে পারি। মূর্খ
বক্তিয়ার! বাসনা যদ্যপি তব, দেখ
প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কি করিতে পারি আমি।

একটি বংশীবাদন ও পরদার অন্তরাল হইতে ছয় জন খোজা প্রহরীর প্রবেশ
পুনরায় বংশীবাদন ও তাহাদের প্রস্থান

শুন বক্তিয়ার। অবসর তিন দিন
দিলাম তোমারে; এরি মধ্যে কর স্থির—
কোন্ পথ করিবে গ্রহণ? রিজিয়াব
আদেশ লঙ্ঘন, কিম্বা সেই হিন্দুনারী-
সাথে বিবাহবন্ধন? জানিও নিশ্চয়—
রিজিযার রোষানল হ'লে প্রজ্বলিত,
সমগ্র সাগরে যত বারি আছে, সাধ্য
নাহি সেই অগ্নি কবিতে নির্ব্বাণ। এবে
যাও, মন স্থির কর গিয়ে; আজি হ'তে
চতুর্থ দিবসে দেখা হবে মোর সনে।

রিজিয়ার প্রস্থান

বক্তিয়ার। এতদিনে টুটিল স্বপন! যেই আশা-
লতিকায এত কাল ধরি' করিলাম
সলিল সিঞ্চন, উৎপাটিত হ'ল আজি
মূলদেশ তা'র। পিপাসায় জর্জ্জরিত
প্রাণ, ছুটিলাম এত কাল মরীচিকা

লক্ষ্য করি; আজি শেষ তা'র—শান্তি-আশে
রাখে নর প্রাণ, আজি অবসান তা'র—
আসুরিক বীর্য্য ধর হৃদয় আমার;
সুকুমার বৃত্তি-চয় নিজগুণ ত্যজি'
প্রতিহিংসারূপে আজি হও পরিণত।
রিজিয়ার নাম মুছে ফেলে দিব ধরা
হ'তে। যেন অন্য কেহ আমার সমান
না বুঝিয়ে তা'র করে সঁপে প্রাণ। আমি
প্রাণপণে সাধিয়াছি মঙ্গল তাহার—
বাহুবলে নাশিয়াছি অরাতি সকল;
তা'ই অতি অহঙ্কারে আজি সুল্‌তানা
রিজিয়া! অপমান করিলি আমারে। রে
পাপিষ্ঠা! আমি জ্বালিযাছি দীপ; আমিই
আবার ফুৎকারেতে করিব নির্ব্বাণ।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। না—এটা আমার কেমন একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। যত মনে করি—যে, এখন ও সবগুলো ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একটা আমীর ওমরা গোছ হ'য়ে ব'সব; তা কেমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে, যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। আচ্ছা! এখনও আর আমি কেন "খুঁজে খুঁজে নারি" কচ্ছি! এত দিন কচ্ছিলুম তা'র কথা ছিল; টাকার চেষ্টা,

পেটের চেষ্টা—এখন ত আর তা' নেই। নেই-ই—বা বলি কেমন ক'রে। কোন অভাব নেই বটে, কিন্তু প্রাণের ভেতর সদাই যেন কেমন একটা নেই নেই ঠেকে। যাক্‌. ও কথা আর ভাব্‌ব না। কেন শুধু শুধু প্রাণটা খারাপ করি। যখন আসা গেছে, যোগাড় পত্তর ক'রে—তখন আর ভাবনা চিন্তে মিছে। ঢুকে পড়া যাক্ দুর্গা ব'লে!

পান্নালালের ভিতরে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধকরণ

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। মহোৎসবে মত্ত ছিনু এত দিন, তা'ই
আসিতে পারি নি প্রাণেশ্বরী ইন্দিরার
সনে করিতে সাক্ষাৎ। সেই মহোৎসব
মাঝে, হৃদয়ের অন্তস্তলে, নিরন্তর
জাগিত যে দারুণ পিপাসা—ইচ্ছা সত্ত্বে
সেই তৃষ্ণা পারি নি মিটাতে। এই সুখ—
এই শান্তি—রাজ-অনুগ্রহে। এরি তরে
ভ্রমে নর আকুল পরাণে! হৃদয়ের
স্বাধীনতা বিকাইয়ে, ছায়ার মতন
ইচ্ছাধীন ঘুরিতে হইবে পাছে পাছে
তা'র, আপনার স্থূল দেহখানি ল'য়ে
যাবে তারি ছায়া; ইঙ্গিতে চলিতে হবে
তা'র! তবে হবে নৃপতি-প্রসাদ লাভ
এতক্ষণে প্রাণ মম হইল শীতল।
হয় ত ইন্দিরা মনে মনে ভাবিতেছে
কত, হয় ত সরলা কল্পনার বলে

আঁকি' মম বিপদের ছবি ভাবনায়
করিতেছে আকুলি বিকুলি ! ফুটেছিল
বন্য-ফুল আঁখির আড়ালে, কোন উচ্চ
পর্ব্বতের গায় ; একটি নির্ঝর প্রতি
উষাকালে ধোয়াইয়ে দিত রাঙা-মুখ-
খানি তা'র ; সারাদিন মলয়-পবন
খেলিত তাহার সনে লুকো-চুরি খেলা,
খেলা সাঙ্গ হ'লে ঘুমায়ে পড়িল সে
জোছনার কোলে। আমি কেন সেই খেলা
তা'র দিলাম ভাঙ্গিয়ে ; কেন বজ্রনখ
দিয়ে ছিঁড়িলাম তা'রে ? নৃশংস পরাণে
তুলিলাম যদি স্বরগের পারিজাত
কেন তবে রাতদিন নাহি রাখি বুকে ?
রাজ-অনুগ্রহ ! ঘোর অন্তরায় তা'র !

ভেরীবাদন

এই সুগভীর তূর্য্যধ্বনি পরিচিত
তা'র। হয় ত বালিকা নির্জ্জনে বসিয়ে
গাঁথিছে কুসুম-হার। এই তূর্য্যধ্বনি
শুনি', তাড়াতাড়ি উঠিবে সে খেলাধূলা
ফেলে, আঁচলের ফুলগুলি ছড়াইয়ে
যাবে প'ড়ে—এ কি ? খুলিল না দুর্গদ্বার ?
পশে নি কি তূর্য্যধ্বনি দুর্গের ভিতরে ?
কিংবা নিদ্রিত প্রহরী ? দেখি পুনরায়—

ভেরীবাদন ও পরিক্রমণ

অসংশয় ইন্দিরার ঘ'টেছে বিপদ্—
পশিব দুর্গের মাঝে গুপ্ত দ্বার দিয়া।

দুর্গের কবাট খুলিয়া পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। কে বাবা! রাত দুপুরে অমন বিট্‌কেল আওয়াজ দিচ্ছিলে। বাবা! ভেরীর আওয়াজ শুনে জান্ একদম ঘাব্‌ড়ে গেছে সেনাপতি ব্যাটা ফিরে এলো না কি? তবেই ত বড় বেজুত।

প্রস্থান

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। এ কি! কোথায় ইন্দিরা? কোথা গেল সখী-
গণ? দুর্গরক্ষকেরা পলায় কোথায়?
ইন্দিরা! ইন্দিরা! এই শেষে ছিল তোর
মনে? চুপি চুপি পশি' মম হৃদাগারে,
চুরি করি' প্রাণ মম পলাইয়ে
গেলে চ'লে? কিংবা তুমি ত্রিদিব-রতন,
আমি ক্ষুদ্র নর, নন্দনকানন-জাত
পারিজাত তুমি, আমি অভাগা দানব;
তাই বুঝি চ'লে গেলে ছাড়িয়ে আমারে।
ইন্দিরা—ইন্দিরা—কোথা তুমি—প্রাণেশ্বরী!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যমুনাতীরস্থ দুর্গের কক্ষ

ইন্দিরা

ইন্দিরা। এই বুঝি সুখের সংসার! দু'দিনের
তরে সংসারে আসিয়ে, বাঁধে নর ক্ষুদ্র
খেলাঘর; কোথা হ'তে ঝড় এসে ভেঙে-
চূরে দেয় সব। শক্তিহীন, দৃষ্টিহীন
নর, আকুল পরাণে, কাতর নয়নে,
চেয়ে থাকে আকাশের পানে। হে বিধাতঃ!
কেন তুমি মানব-জীবন, করিয়াছ
একখানি জাগ্রত স্বপন? বিস্মৃতির
কুয়াসায় ঢাকা এই ভূমণ্ডল-মাঝে
আসিবার আগে থাকে না কি প্রাণ কোন
স্বরগ-সুষমায় অচেনা প্রদেশে—
যা'র সোণালি স্বপন মাঝে মাঝে ফোটে
ছায়াময় শৈশবের গায়, চমকিয়ে
উঠে প্রাণ নেহারি' সে দিব্যজ্যোতি। ইচ্ছা
হয়—ফিরে যাই সেই দেশে, বিস্মৃতির
পরপারে, দূর অতীতের মাঝখানে।
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! পিশাচের রঙ্গভূমি
এই ভূমণ্ডল; হেথা কোথা দেবতার
স্থান? চল দোঁহে যাই পলাইয়ে এই

নির্ম্মম সংসার হ'তে, সেই দূব স্নিগ্ধ
জ্যোতির্ম্ময় ধামে।

মাধবিকার প্রবেশ

মাধবিকা। সখি কতকাল এই
ভাবে কাটাবে জীবন? স্বর্ণ-কমলিনি!
হেরি' তব এলায়িত কেশপাশ লাজে
কাদম্বিনী ঢাকিত বদন, তৈল বিনা
এবে তাহা ধরিয়াছে পিঙ্গল বরণ।
অবিক্ষত কিশলয় অরুণ অধরে
কালিমার রেখা উঠেছে ফুটিয়া। সখি!
অনশনে অনিদ্রায় কত দিন বল
রহিবে জীবন?

ইন্দিরা। মাধবিকা ফুরায়েছে
জীবনের সাধ। নিবে গেছে হৃদয়ের
দীপ; আঁধার জীবনে আর প্রয়োজন
কিবা? ম'রেছে ইন্দিরা—

মাধবিকা। ভেবো না—ভেবো না
নৃপবালা! বিধির বিধান—সুখ দুঃখ
আসে যায় ঘূর্ণ্যমান চক্রের মতন;
দুর্দ্দিনের পরে সুদিন আসিবে ফিরি';
তার তরে ভেবে কেন হ'তেছ আকুলা?
চিরকাল মেঘে ঢাকা থাকে কি স্বজনি!
বসুধার মুখ? মেঘটুকু স'রে গেলে—

দিবাকর হাসে সখি! কৌতুকে আকাশে;
সরসীর বুকে পুনঃ হাসে কমলিনী।

ইন্দিরা। সখি! ফুরাযেছে সে হাসির দিন; আর
নাহি আসিবে ফিরিয়া। মাধবিকা! বুঝি
জগতের জীব হাসিরে বাসে না ভাল;
তাই হাসি চাহে না থাকিতে হেথা, তাই
সে পলায়ে যায় ওই ক্ষুদ্র জলদের
কোলে, খেলে সেথা কত খেলা আপনার
মনে, তাই সে লুকাযে থাকে মন্দারের
ফুলে, কখন উছলে পড়ে গরবের
ভরে, সুরললনার নয়নেব কোণে।
তাই মন্দাকিনী হাসির তরঙ্গ তুলে
হেলে দুলে চলে যায় ক্ষীরোদ-সাগর
পানে, তিরস্কারি' মানবের স্বার্থময়
প্রাণ।

মাধবিকা। হায় দেববালা! কেন তুমি ছলা
করি আসলে মরতে? হেথা হিংসা দ্বেষ
তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সম বিচরিছে
নিরন্তর ফণা বিস্তারিয়া। এখানে কি
দেবতার আছে স্থান?

ইন্দিরা। সহচরি! মিটে
গেছে সব সাধ মোর। তার তরে নহি
বিষাদিনী আমি। একটি বাসনা শুধু
ছিল; ভগ্ন-হৃদয়ের অতি ক্ষুদ্র, অতি

তুচ্ছ একটি বাসনা ; তাও যদি পূর্ণ
নাহি হ'ল, তবে কি হবে বহিয়া আর
আশাশূন্য, উদ্দেশ্য-বিহীন, এই গুরু
জীবনের ভার ?

মাধবিকা। রাজবালা! ধৈর্য্য ধর
বিপদের কালে। এস এস আদরিণি!
নিশার শিশির-সিক্ত প্রফুল্ল কমল-
সম অশ্রুসিক্ত শোভন আনন তব,
আঁচলে মুছায়ে দেই। এখনি আসিবে
হেথা যবন-সঙ্গিনীগণ, পরীক্ষিতে
হৃদয় তোমার। যাই সখি, অন্তরালে
থাকি শুনিব তাদের কথা।

যবনী-সখীগণের প্রবেশ

যবনী-সখীগণ। গীত

কেন লো রঙ্গিনী ?
তুমি বিষাদিনী ?
সন্ধ্যারাণী ওই হাসিছে—
প'রেছে গোলাপী শাটী ;
শোভন উরসে,
দিয়াছে হরষে,
গোলাপী কাঁচলি আঁটি ;
ঘোমটার আড়ে,
দেখিয়ে বঁধুরে
পুলক সাগরে ভাসিছে।

প্রঃ সখী। রাজবালা!
কি ভাবিছ বিজনে বসিয়া? মন স্থির
কর সুলোচনে! প্রণয়-বন্ধনে বাঁধ
তাতার-প্রধানে, দুঃখ তব ঘুচে যাবে
জনমের মত।

দ্বিঃ সখী। রূপে গুণে অদ্বিতীয়
বক্তিয়ার। বহু ভাগ্য যা'র—সেই হবে
ঘরণী তাঁহার।

তৃঃ সখী। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে
হইলে দীক্ষিত, মরণের পরে তুমি
লভিবে পরম শান্তি বেহেস্তে বসিয়ে।

ইন্দিরা। সুখ দুঃখ জীবনে মরণে করিয়াছি
সমর্পণ ইষ্টদেব পতির চরণে।
তোমরা যবনী, হিন্দু-রমণীর মন
কেমনে বুঝিবে বল? প্রাণ অতি তুচ্ছ
হিন্দু-ললনার কাছে। তোমাদের জ্ঞান—
ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, তৃষ্ণা নিবারণ
জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ। আমাদের
জীবনের প্রধান আদর্শ—স্বার্থত্যাগ,
প্রাণ-বিনিময়।

প্রঃ সখী। স্বার্থত্যাগে বল কিবা
হবে ফলোদয়? তৃষাতুরা চাতকীর
মত, তুমি রহিবে আকাশ পানে চেয়ে
কাল কাল মেঘগুলি মেঘ সনে যাবে

মিলাইয়া ; পিপাসা কি মিটিবে তোমার
তাতে ?

ইন্দিরা। যদি পিপাসায় ফেটে যায় প্রাণ—
তবুও ইন্দিরা অপবিত্র কূপোদকে
না করিবে তৃষ্ণা নিবারণ।

প্রঃ সখী। মৃত্যুমুখে
পতিত মানব, বন্ধু-বাক্য করে হেলা।
কাজ নাই বৃথা বাক্য-ব্যয়ে। হইয়াছে
বিশ্রামের কাল, শয়ন-আগারে এস
রাজবালা।

ইন্দিরা। অধীনী বন্দিনী আমি, চল
যেথা লয়ে যাবে মোরে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বাইরামের কক্ষ

বাইরাম ও হোসেন খাঁ

বাইরাম। একবার কোনমতে লভিবারে পারি
যদি দিল্লী-সিংহাসন, দেখিবে তখন—
সাম্রাজ্য-শাসনে অদ্বিতীয় বাইরাম।
কেমন হে হোসেন খাঁ! পারিবে ত তুমি
মন্ত্রিত্ব করিতে ?

হোসেন খাঁ। জাঁহাপনা! কৃপাদৃষ্টি

থাকিলে নফরে, মন্ত্রী কোন্ ছার, রাজা
হ'তে পারি আমি।

বাইরাম। না না উপহাস নয়—
মন্ত্রি-কার্য্য অতি গুরুতর, রাজ্যরক্ষা
বিপুল সাধনা, মন্ত্রী উত্তর-সাধক
তা'র।

হোসেন খাঁ। সাহেনশা! হেরি হিন্দুশাস্ত্রে তব
অদ্ভুত অধিকার।

বাইরাম। পিতা বর্ত্তমানে
তিন মাস করিয়াছি বাঙ্গালা শাসন;
হিন্দুশাস্ত্র ওষ্ঠাগ্রে আমার সব।

হোসেন খাঁ। আহা!
বহুত খুব—বহুত খুব—অসামান্য
মেধাশক্তি তব! ভাল কথা, যদি মোরে
কর মন্ত্রিত্ব অর্পণ—রণস্থলে যেতে
ত হ'বে না মোরে? আমি গৃহে ব'সে ব'সে
দিব কি উপায়ে জয়লাভ হবে তব।

বাইরাম। প্রয়োজন হ'লে, উপযুক্ত সৈন্যবল
ল'য়ে যেতে হ'বে রণস্থলে।

হোসেন খাঁ। জাঁহাপনা!
মন্ত্রিকার্য্যে নাহি মম প্রযোজন। অতি
সুকঠিন কাজ; আমি বিদ্যাবুদ্ধি-হীন
মূর্খ, আমার কি সাজে দিল্লীসাম্রাজ্যের
মন্ত্রীর আসন?

বাইরাম। বাতুল হ'য়েছ সখা!
যুদ্ধকালে তুমি রহিবে আমার পাশে—
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা নগরের অতি
নিভৃত প্রদেশে।

হোসেন খাঁ। বৎসরের মত খাদ্য
কিন্তু রাখিবেন সেথা! অদৃষ্টের কথা
কে কহিতে পারে? যদি বিপদ-আশঙ্কা
থাকে, সেইখানে বসি' মোরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
দেখাইব সহস্র বিপদে।

বাইরাম। বীরবর!
মুগ্ধ আমি সাহসে তোমার; তাই মনে
হয় মোর মন্ত্রিত্বের চেয়ে সৈনাপত্য
সাজিবে তোমারে ভাল।

হোসেন খাঁ। তা বটে! তবে কি!
পিতামহ কভু মম করে নাই অশ্বে
আরোহণ, আমি কোন্ ছার। শুনিয়াছি
অশ্ব-পৃষ্ঠে যেতে হয় রণস্থলে?

বাইরাম। তা'র
উপায় যথেষ্ট আছে। অশ্ব-পৃষ্ঠে নাহি
পার, হস্তী আছে।

হোসেন খাঁ। গুরুতর ততোধিক!

মালব-রাজ ও বক্তিয়ারের প্রবেশ

বাইরাম। বীরবর! সত্য কি হে দিল্লী-সাম্রাজ্যের

এই নূতন সংবাদ? সত্যই কি মিত্র-
রাজগণ প্রজ্বালিত করিয়াছে ঘোর
বিদ্রোহ-অনল?

বক্তিয়ার। সত্য মিথ্যা, শাহাজাদা!
দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র—এই সৌম্য-
মূর্ত্তি বীর-শ্রেষ্ঠ, ইনি মালব-ঈশ্বর।

বাইরাম। হে রাজন্য-প্রধান! আপনার কাছে
কৃতজ্ঞতা-ডোরে, বদ্ধ রবে চিরদিন
বাইরাম, এই অযাচিত সাহায্যের
হেতু!

বক্তিয়ার। এই দেখ সৌরাষ্ট্র-ঈশ্বর, গুপ্ত-
চর-করে যেই পত্র ক'রেছে প্রেরণ!
সপ্তাহের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের সেনাপতি
যোগ দিবে আসি তব সনে।

বাইরাম। সুসংবাদ!
কহ বীর! আর কিছু নূতন সংবাদ।

বক্তিয়ার। আর এক অতি গোপনীয় সমাচার
শুন শাহাজাদা! বহুদিন হ'তে এক
ভীষণ পাবক নারীরূপে ছিল আসি'
কুসুমনগরে।
এত দিন সে অনল
পাংশুজালে ছিল আচ্ছাদিত। রিজিয়ার
ঈর্ষাবায়, ফুৎকারে উড়া'য়ে দেছে সেই
ভস্ম-জাল। সম্রাট্-নন্দন! স্থির জেন'

সেই হুতাশন একদিন ছাবখার
ক'বে দিবে দিল্লী-সিংহাসন।

বাইরাম। বীববর!
পরম সন্তুষ্ট আমি সংবাদে তোমার।
যুদ্ধের সমস্ত ভাব অর্পিনু তোমাব
করে। যাও এবে সসম্মানে ল'য়ে যাও
নৃপতিরে বিশ্রাম আগারে! দেখ'—যেন
কোন মতে আতিথ্যের ত্রুটি নাহি হয়।

মালব। সদাশয। সে হেতু চিন্তিত কেন? বীর
বক্তিযার সর্ব্বগুণাধার।

বক্তিয়ার ও মালব-রাজের প্রস্থান

হোসেন খাঁ। যুবরাজ!
যুদ্ধ বিনা নাহি হয রাজ্য লাভ?

বাইরাম। কেন সখা!

হোসেন খাঁ। না—না—মনে এল' জিজ্ঞাসিনু তাই।
যদি কভু রাজ্য লাভ থাকে মম ভালে,
তা হ'লে কি যুদ্ধে যেতে হবে মোরে?

বাইরাম। আচ্ছা,
হোসেন খাঁ! যদি বাদশার পদ পাও
তুমি, বল কি কি সাধ পূরাও তা হ'লে?

হোসেন খাঁ। যাক্ জাঁহাপনা। ও সব কি হ'বে শুনে?
সে অনেক কথা।

বাইরাম। না—না—সখা। বল—বল—

হোসেন খাঁ। শুনিবে নিশ্চয়? শুন তবে—প্রথমে ত

রাজ-পথ পার্শ্বে পুষ্করিণী কাটাইয়ে
ফেলি', নীর বিনিময়ে ক্ষীর ঢালি' পূর্ণ
করি তাহা। ভাল ভাল মিষ্টান্নের রাশি
মৎস্য-রূপে করে তথা কেলি। আর আমি,
ধীবরের মত প্রবেশিয়ে অন্তর্জলে
সেই মাছগুলি ধরি খাব টপাটপ
গালে ফেলি।

বাইরাম। এস সখা। আজিকার মত
এইখানে শেষ হ'ক কল্পনা-রাজত্ব
তব।

হোসেন খাঁ। বন্দিকি হজরৎ। মৎস্য ধরি, আশ
না মিটিল।

বাইরাম। শীঘ্র মিটাইব অভিলাষ
তব। সভাভঙ্গ হ'ক আজিকার মত।

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদের কক্ষ

রিজিয়া

রিজিয়া। গীত

এস হে সখা
হৃদয়ে আঁকা
দেখ হে আসিয়ে
মুরতি তোমার।

তুমি নয়ন শোভন
অঞ্জন আমার
তুমি হৃদয়-রঞ্জন
কুসুম-হার।
তুমি মাধবী রাতে
পাপিয়া তান,
তুমি শারদপ্রাতে
বাঁশির গান।
তুমি লজ্জা বিজড়িত
নববধূর বুকে
আধ মুকুলিত প্রেম পিপাসা।
আমি দূর থেকে শুধু
দেখিব তোমারে।
তোমারি মু'খানি দেখিলে
বুঝি মিটিবে আশা।
শুধু রাজীব চরণে
ঢালিব হে সখা
যতন সঞ্চিত
নয়ন আসার।

এত দিন ধরি' হৃদয়ের মর্ম্ম স্থলে
যে অনল বিন্দু বিন্দু ঘৃত-ক্ষেপে আমি
রেখেছি জ্বালা'যে; আজি পূর্ণাহুতি দিব
তা'তে হৃদয়ে আমার যত ভালবাসা,
যত প্রেম, যত হাসি, যত মধুরতা
আছে। কি বিষম অতৃপ্তির মাঝে
ডুবিয়াছিলাম এত কাল! রমণীর

হৃদয়-মাঝারে আছে যেই কোমলতা,
এত দিন কাঠিন্যের ঘোর মসীময়
আবরণে রেখেছিনু ঢেকে !

মুগ্ধা আমি।

তখন বুঝি নি কোন্ মধুর চাঁদনী
রাতে আমি ঘুমাইয়ে প'ড়ে র'ব স্নিগ্ধ
জোছনার কোলে—নর্ম্মসখা বায়ু এসে,
ধীরে ধীরে সরাইয়ে দিবে অলকার
রাশি নিশার নীহারসিক্ত মুখ হ'তে
মোর। নির্ঝরিণী এক, দূর পর্ব্বতের
গায় ঢালিবে রজত-ধারা ; দূরতায
মন্দীভূত সেই ধ্বনি পশিবে কানেতে
আসি', ছায়াময় শৈশব-স্বপন সম।
অমনি উঠিবে এক প্রলয়-ঝটিকা
উড়াইয়ে ফেলে দিবে কোথা হৃদয়ের
আবরণ।

[বীরেন্দ্র ! বীরেন্দ্র ! দৃষ্টিশক্তি-
বিহীন কি তুমি ? সেই উৎসবের দিন—
রত্নহার ব্যপদেশে, আবেগ-কম্পিত
করে, পরাইয়ে দিনু যবে কমনীয়
কণ্ঠদেশে তব, নিজহস্তে যত্নে গড়া
প্রণয়-কুসুম-মালা ; লজ্জা-জড়সড়
পরাধীন অঙ্গুলি আমার অনিচ্ছায়
ছুঁয়ে দিল গোলাপি কপোল তব ; ত্বরু

তুরু কাঁপিয়ে উঠিল মন প্রাণ ; উষ্ণ
গণ্ডে ফুটিয়া উঠিল বসোরা-গোলাপ
স্বেদবারি শিশির সিঞ্চিত ; মুহূর্ত্তের
তরে কাঁপিযা উঠিল ধরা, হৃদযের
সনে ইন্দ্রিয়ের বেধে গেল ঘোর রণ !
তুমি দেখেও তা' দেখিলে না ! উপবাসী
ভিক্ষুকের মত, পর্য্যুসিত এক বিন্দু
অনুগ্রহ লাভ কবি, কৃতজ্ঞ-নযনে
চাহিযে বহিলে মোর পানে। প্রাণেশ্বর !
সামান্য হীরক-হার কি গো উপযুক্ত
পুরস্কার তব ?]

ফিরোজার প্রবেশ

ফিরোজা। শাহাজাদি ! আজ্ঞাক্রমে
তব, রাজদূত প্রেরিযাছি কর্ণাটের
পাশে। রক্ষিগণে জানা'য়েছি সহচরি !
নিদেশ তোমার—উন্মুক্ত রাখিতে দ্বার
কর্ণাট-রাজের তরে।

রিজিয়া। ফিরোজা ! ফিরোজা !
বাল্য-সহচরী তুই লো আমার। তোর
কাছে, রিজিয়ার কোন কথা আছে কি লো
অপ্রকাশ।

ফিরোজা। সম্রাট্-নন্দিনী অন্তগত
জনে অকৃত্রিম ভালবাসা তব ; তাই

সখি ! তা'রা ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর
করে তব মঙ্গল কামনা। বরাঙ্গনে !
কারে মজাইতে আজি এ মোহন বেশ ?

রিজিয়া। সখি ! ঘোরতর পরীক্ষার দিন আজি।
ওই যে দেখিছ, অতি দূরদূরান্তরে
অসীম অনন্ত নীল যবনিকাখানি ;
ওইখানি রিজিয়ার হৃদয়-আকাশ।
ওই যে হীরক-কুচিগুলি জ্বলিতেছে
মাঝে মাছে তা'র ; ওইগুলি হৃদয়ের
তৃপ্ত আশা মম। আর ওই যে চন্দ্রমা—
সুষুপ্তি বারিধি-মাঝে মনোমুগ্ধকর,
স্বপনের প্রায়, আপন গরবে যেন
আপনি যেতেছে ভাসি' ; ওইখানি মোর
একমাত্র অতৃপ্ত বাসনা—সহচরি।
নিদয় হৃদয়-চাঁদে ধরিবার আশে
পেতেছি রূপের ফাঁদ ! এতেও কি সাধ
মম হবে না পূরণ ?

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। উপস্থিত দ্বার-
দেশে কর্ণাট-ঈশ্বর।

রিজিয়া। শীঘ্র ল'য়ে এস
তাঁরে।

প্রহরীর প্রস্থান

যাও সখী! একাকী রহিব আমি।

সখীর প্রস্থান

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। রাজরাজেশ্বরি! অসময়ে বল আজি
কি হেতু আহ্বান? অনুমানি, অমঙ্গল
ঘটে নাহি কিছু?

রিজিয়া। সেনাপতি! জ্বলিয়াছে
ঘোর বিদ্রোহ অনল।

বীরেন্দ্র। তা'র তরে ডর
কিবা রাজেন্দ্রনন্দিনি! আজ্ঞামাত্র পেলে
তব, বিদ্রোহীরে বন্দী করি' আনি দিব
ভক্তি-উপহার-সম চরণ-সরোজে তব।

রিজিয়া। হে বীরকেশরী! দুরাশায় মত্ত
গোটা দুই ক্ষুদ্রতম পতঙ্গম, এক
সঙ্গে মিলি' প্রজ্বলিত হুতাশনে দেছে
হাত; ভস্মসাৎ হবে অচিরাৎ দেহ
তাহাদের! সেনাপতি! অতি তুচ্ছ—অতি
তুচ্ছ সে বিদ্রোহ, সে সংবাদে হাসি আসে
রিজিয়ার নয়নের কোণে, ভয় নাহি
জাগে হৃদে।

বীরেন্দ্র। দিল্লীশ্বরি! প্রকাশিয়া কহ
তবে, কোন্ বিদ্রোহের ভয়ে আকুলিতা
সুল্‌তানা রিজিয়া—নিজ ভুজবলে যিনি

সমগ্র ভারতে একচ্ছত্রা অধীশ্বরী ?
ডরি' প্রাণে সম্রাট্-নন্দিনি ! উপেক্ষার
যোগ্য নহে কভু সে বিদ্রোহ।

রিজিয়া। বীরবব !
ইচ্ছা ছিল বলিব না। ভেবেছিনু মনে,
আপনি জ্বলিছে বহ্নি হৃদযের মাঝে,
আপনি নির্বিঘ্নে যাবে। কেহ জানিবে না—
কেহ দেখিবে না—কি বেদনা ছিল মোর
প্রাণে ! শবীবেব সনে চিহ্ন তা'র হ'যে
যাবে লয।
[বীরেন্দ্র ! বীরেন্দ্র ! বুঝেছ কি
এইবার ?]
হায ! হৃদযেব মাঝে মম
জ্বলিতেছে অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনল ;
আমি সতৃষ্ণ নয়নে, চেযে আছি মুখ
পানে তব ; তুমি চিন্তা-হীন, লক্ষ্য-হীন
অলস মেঘেব মত, পিপাসা বাড়া'যে
দিযে, কোন্ দেশে যেতেছ ভাসিযে।

বীরেন্দ্র। একি
সম্রাট্-নন্দিনি ! কি পরীক্ষা করিছ
মোরে ? কহ দেবি ! কোন্ অপরাধে দাস
অপরাধী রাজীব-চরণে ?

রিজিয়া। অপরাধ ?
অতি ভয়ানক ! আমি হৃদযের কোন

নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়ে রেখেছিনু
প্রাণটুকু মোর। নিরদয়! কেন তুমি
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে পশিলে সেথায়?

বীরেন্দ্র। দেবি!
এত কাল সহোদর সম পালিয়াছ
মোরে; আজি পুন কেন এই নব ভাব?
বিশেষতঃ বিধর্ম্মী কাফের আমি; মোর
সনে তব পরিণয় নাহি আসে।

রিজিয়া। হৃদয়ের সনে হৃদয়ের নৈসর্গিক
পার্থক্য ঘুচা'য়ে দিয়ে, একটি হৃদয়
ক'রে ফেলা—প্রণয়ের উদ্দেশ্য মহৎ;
প্রণয়ের প্লাবন পীড়নে, চূরমার
হ'য়ে অনন্তে মিশা'য়ে যাবে জাতিভেদ-
বাঁধ! অনন্ত জগতে দু'টি প্রাণী মোরা,
সেই স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে, বুকে বুকে,
মুখে, মুখে, বদ্ধ পূর্ণ আলিঙ্গনে, চ'লে
যাব কর্ত্তব্যের পরপারে, সাথে সাথে
টুটে যাবে মোহময় জীবন-স্বপন।

বীরেন্দ্র। নারায়ণ! নারায়ণ! অন্তর্য্যামী তুমি;
হৃদয়ের মাঝে, জাগে সেই নিদারুণ
ব্যথা, তুমি ত সকলি জান, দয়াময়!
কেন তবে জেনে শুনে নিক্ষেপিছ মোরে
এই ঘোরতর পরীক্ষা-অনল মাঝে।
রাজরাণি! হেন নিদারুণ বাণী কেন

আজি কহিছ দাসেরে ? ভ্রাতা যদি বদ্ধ
হয় পরিণয়-সূত্রে ভগিনীর সনে,
লুপ্ত হবে ধর্ম্ম নাম এ বিশ্ব-সংসারে।
ধর্ম্ম সনে ব্রহ্মাণ্ডের হবে লয়।

রিজিয়া। তা'তে
বল প্রেমিকের ভয় কিবা ? যাক্ বিশ্ব,
রেণু রেণু হ'য়ে মিশে যাক্ পরমাণু
সনে, সেই অনন্ত প্রলয়-মাঝে, র'ব
মোরা দুই জনে। নিজহস্তে বসন্তের
ঝরা ফুল কুড়া'যে আনিযে, মনোমত
রচিব শযন। এই সুবলিত বাহু-
বল্লী মম, উপাধান হবে তব শিরে।
হৃদযের অভ্যন্তর হ'তে, আনন্দের
অশ্রুভার ল'যে সুরভি নিশ্বাস ব'যে
যাবে স্বেদ-সিক্ত তব মুখের উপর
দিযে! আরে চপল কুরঙ্গ ? দেখি তুমি
পলাও কোথায়! তোমারে বাঁধিব ঘিরে
ক্ষুদ্র এই হৃদি অরণ্যের মাঝে।

[কেন
সখা! অধোমুখে ? কেন বিষাদ-আনত-
নেত্রে চেযে আছ ভূতলের পানে ? লোক-
নিন্দাভযে ? এস নাথ! তোমারে লু'কাযে
রাখি' হৃদয়ের মাঝে। সেথা পশিবে না
ঈর্ষান্বিত জগতের কটাক্ষ কুটিল—

সেথা পশিবে না সভ্রূভঙ্গ বিপদের
হাসি ।]

বীরেন্দ্র। সাহাজাদি ! ক্ষম অপরাধ মম ;
আমি নিতান্তই অযোগ্য তোমার। এত
দিন রেখেছি গোপন—আজি প্রয়োজন
শেষ—সম্রাট-নন্দিনি ! কৃতদার আমি ;
একজনে অর্পিয়াছি প্রাণ—প্রতিদান
দিয়াছে সে জন—ফিরা'য়ে কেমনে লইব
বল।

রিজিয়া। কে সে ? সোহাগের ইন্দিরা তোমার !
তুমি ছায়া মাত্র দেখিতে পাবে না আর
তা'র। আমি ভাল জানি পুরুষের মন ;
প্রণয়-প্রতিমা যতক্ষণ নাহি যায়
আঁখি আড়ে, টুটে না ক' প্রণয়-বন্ধন ;
তাই আমি কুসুমদুর্গের রমণীরে
সরায়েছি নয়নের পথ হ'তে তব।

বীরেন্দ্র। এত দিনে ভাঙ্গিল স্বপন ! এত দিনে,
বুঝিলাম সব ! সেই সুরবালা ছিল
[তব কাম পিপাসা শান্তির পথে] ঘোর
অন্তরায় ; তা'ই তুমি কৌশলে তাহার
করিয়াছ সর্ব্বনাশ। কিন্তু শাহাজাদি
এই দণ্ডে বধ্যভূমি যদি সিক্ত হয়
শোণিতে আমার, জানিও নিশ্চয়—এই
তৃষ্ণা তব নাহি কভু হইবে পূরণ।

রিজিয়া। আরে আরে কাফের কর্ণাট! আরে আরে
দাম্ভিক কুক্কুর! এত অহঙ্কার তোর?
দিল্লীশ্বরী সুল্‌তানা রিজিয়া—যা'র পাণি
গ্রহণের তরে লালায়িত শত শত
রাজ্যেশ্বর—দিল্লীশ্বরী সুল্‌তানা রিজিয়া
দীন ভিক্ষুকের মত, যাচিল প্রণয়-
ভিক্ষা, তুই প্রত্যাখ্যান করিলি তাহারে!
রে বর্ব্বর! এখনি লভিবি উপযুক্ত
প্রতিফল তা'র।

রক্ষিগণ!

রক্ষিগণের প্রবেশ

বন্দী কর

পাপিষ্ঠেরে।

ঘাতকেরে কহ, রাজ আজ্ঞা—
কালি প্রাতঃকালে না হইতে সূর্য্যোদয়,
কর্ণাটের ছিন্নমুণ্ড উপহার দেয়
যেন 'আনি' চরণে আমার।

বীরেন্দ্র। শাহাজাদি!
এত কাল প্রাণপণে সেবিনু চরণ
তব। এক দিন তরে কোন ভিক্ষা যাচি
নাহি তব পাশে। দিল্লীশ্বরি! অধীনের
এই শেষ ভিক্ষা কর দান—যেই ঘাতকের
খড়্গ দ্বিখণ্ডিত করিবেক শির মম;
সেই রক্তমাখা খড়্গো যেন অভাগিনী

ইন্দিরার জীবলীলা ক'র অবসান ।
ইন্দু! ইন্দু! চলিলাম জনমের মত।
দুইজনে নির্জ্জনে বসিয়া, এঁকেছিনু
যত ভবিষ্যৎ ছবি, নয়ন-রঞ্জন—
উন্মাদ নিয়তি আজ মুছে দিল সব ।

বীরেন্দ্রকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান

রিজিয়া। ছি ছি লজ্জা! ছি ছি ঘৃণা! এত অপমান?
হানি বাজ প্রকৃতির নিয়মের' পরে,
নারী হ'য়ে প্রেমভিক্ষা চাহিলাম আমি
কাফেরের কাছে, ফিরেও সে চাহিল না
একবার! ধিক্ শত ধিক্ মোরে! যাও—
দূরে যাও কুসুমের মালা। আজি হ'তে
ভুজঙ্গের হার করি' পরিব গলায়।
যেন নিশ্বাসে নিশ্বাসে তা'র তীক্ষ্ণ বিষ
হয় উদ্গীরিত। আরে ঘৃণিত কর্ণাট!
পদাঘাত করেছিস্ ভুজঙ্গীর শিরে,
এবে জ্বলে মর বিষের জ্বালায় তা'র।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর সন্নিকটস্থ প্রান্তর ; বাইরামের শিবির

বাইরাম ও বক্তিয়ার

বাইরাম। বীরশ্রেষ্ঠ বক্তিয়ার ! তোমারি অমিত
ভুজবলে বিশ্বাস স্থাপিয়ে, করিলাম
পদাঘাত তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গীর শিরে।
বীরবর ! বিলক্ষণ জান তুমি সেই
আল্‌টামাস-তনয়ারে। যে মুহূর্ত্তে এই
বিদ্রোহের কথা পশিবে কানেতে তার,
পদাহতা ফণিনীর প্রায় অমনি সে
উঠিবে গর্জ্জিয়া। একটি নিশ্বাসে হায় !
ভস্মীভূত করিবে সংসার।

বক্তিয়ার। শাহাজাদা !
ভুবন-বিজয়ী আল্‌টামাস পিতা তব ;
তুমি উপযুক্ত পুত্র তার। তোমারে কি
সাজে এই কাপুরুষযোগ্য কথা !

বাইরাম। সত্য
সেনাপতি ! কিন্তু কি সাহসে এই ক্ষুদ্র
সেনা-বল ল'য়ে যুঝিতে বাসনা তব
রিজিয়ার অগণ্য দ্বিষৎ সহ।

বক্তিয়ার। শুন
সম্রাট-নন্দন! তুমি দেখ নাই কভু
তাতারের রণ। তা'ই অকারণ ভয়ে
হ'তেছে ব্যাকুল। কি আর বলিব বল ?
এই ক্ষুদ্র তাতার-সেনানী মাত্র ল'য়ে
টলাইতে পারি আমি দিল্লী-সিংহাসন।
মানি আমি, প্রবল প্রতাপ রিজিয়ার ;
মানি আমি, অপ্রমেয় পরাক্রম তার ;
কিন্তু যেই বাহু ক্ষমতার মূলাধার—
ছিন্ন হইয়াছে সেই করদ্বয় তা'র।
বক্তিয়ার—যা'র বলে বিজিত মালব—
রিজিয়ার দুর্ম্মদ অরাতি এবে। গুপ্ত
চর আনিয়াছে সুসংবাদ—গত কল্য
প্রাতঃকালে, বধ্য-ভূমি হ'য়েছে রঞ্জিত
কর্ণাটের হৃদয়-শোণিতে।

দূতের প্রবেশ

দূত। অবধান
কর শাহাজাদা! উপস্থিত সৌরাষ্ট্রের
সেনাপতি অগণিত সৈন্যবল ল'য়ে
তব সনে সাক্ষাতের আশে ; শিবিরের
দ্বারদেশে অপেক্ষিছে বীরবর।

বাইরাম। শীঘ্র
লয়ে এস তাঁরে। বুঝি এত দিনে আশা
মম হইবে পূরণ ; তাই বুঝি মোর

মেঘাচ্ছন্ন সৌভাগ্য-আকাশে, এক দুই
করি স্তিমিত তারকারাজি পুনরায়
হ'তেছে উদিত।

সমরেন্দ্রের প্রবেশ

বাইরাম। এস এস বীরবর!
আশা কার, সৌরাষ্ট্রের সকলি কুশল।
বৃদ্ধ রাজা শারীরিক আছেন কুশলে?
এই কালোচিত সাহায্যে তাঁহার, বাঁধা
রব চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে।

সমরেন্দ্র। হায়!
সম্রাট-নন্দন! রাজশ্রী ছাড়িয়ে গেছে
সৌরাষ্ট্র হইতে। আছে শুধু নিরাশার
নীরব ক্রন্দন।

বাইরাম। বীরবর! সংবরণ
কর গুরুশোক। বহুদিন ভূমণ্ডলে
কোথা বল পাপের প্রশ্রয়? রিজিয়ার
কোপানলে ভস্মীভূত হ'য়েছে কর্ণাট।
দেহ-হীন মুণ্ড ল'য়ে তার কন্দুক্রীড়া
করিতেছে এবে পিশাচ-পিশাচী। এত
দিনে পাপের উচিত দণ্ড দিয়াছেন
বিধি।

সমরেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! কেমনে এ অঘটন
হ'ল সংঘটন? সম্রাট-নন্দন! কহ

বিবরিয়া কোন্ দোষে হেন নিদারুণ
শাস্তি লভিল কর্ণাট।

বাইরাম। মন্মথের শর,
অতি ভয়ঙ্কর! পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট
হয় তা'র। বিস্তারিত সংবাদ লইযে
এখনি আসিবে দূত। তাতার-প্রধান!
ল'যে যাও বীরশ্রেষ্ঠে বিশ্রাম-আগারে,
বিশ্রামান্তে দূত-মুখে শুনিবে সকল
সমাচার।
যাও বীর! পথশ্রমে ক্লান্ত
তুমি, ক্ষণেকের তরে কর গে বিরাম
লাভ।

বক্তিয়ার ও সমরেন্দ্রের প্রস্থান

এত দিনে আশা-রবি ধীরে ধীরে
হ'তেছে উদয, হৃদয়ের অন্ধকার
ভেদি'। পিতামহ কুতবউদ্দিন! হেন
ভাগ্য হবে কি আমার, উপবিষ্ট হব
দিল্লী-সিংহাসনে?

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদের কক্ষ

রিজিয়া

রিজিয়া। স্বাধীনতা ফিরে এল পুনরায় আজি
কে যেন আকাঙ্ক্ষা-ডু'ব দিয়ে বেঁধেছিল
প্রাণ মম ; খণ্ড খণ্ড করিলাম যেই
কঠিন বন্ধন। হৃদয়ের অন্তরালে
বসি' কার্য্য করে মন ; কর্ত্তব্যের সনে
কর্ম্ম-সূত্রে বাঁধা ভূমণ্ডল ; তাই মন
স্থির নাহি হ'লে এ জগতে কার্য্য নাহি
হয় সমাধান। হতো ভাল—কার্য্য সনে
বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢেকে যেত
মন। তা' হলে কি সুবিশাল জগতের
কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়ে, অতীতের পানে
কাতর নয়নে র'হতাম চেয়ে। কিংবা
কল্পনার বলে আঁকি' ভবিষ্যৎ-ছবি
ভাবনায় হইতাম আত্মহারা! লোক-
নিন্দা। লোকনিন্দা স্পর্শ করে দরিদ্রেরে ;
সমগ্র সাম্রাজ্যে মোর যত লোক আছে,
সব যদি এক সাথে মিলি' উচ্চৈঃস্বরে
নিন্দা করে মোরে, আমারি দুয়ারে বসি',
সেই কোলাহল কভু না পশিবে মোর

কানে। আমি স্বতন্ত্র-উন্নত রুদ্ধদ্বার-
কক্ষমধ্যে বসি' জীবনেরে ক'রে দিব
মদিরতাময় আধ-আলো আধ-ছায়া
একখানি জাগ্রত স্বপন।

ঘাতকের প্রবেশ

ঘাতক। শাহাজাদি!
বহুদিন হ'তে করিতেছি ঘাতকের
কাজ! পিতৃদেব তব স্বচক্ষে দেখেছে
বীরপনা মোর। কিন্তু আজ শেষ—

রিজিয়া। উঃ হু—
গেল প্রাণ জ্বলে গেল;

ঘাতক। সম্রাট-নন্দিনি!
এই হস্ত জননীর বক্ষদেশ হ'তে
স্তন্য-পায়ী শিশুরে ছিনায়ে ল'য়ে শূন্যে
নিক্ষেপিয়ে অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত
করিয়াছে শির তার। সেই রক্তমাখা
হাতে, জননীর বুক হ'তে উপাড়িয়ে
আনিযাছি তপত-শোণিত-সিক্ত-হৃদি-
পিণ্ড তার। তা'তেও সম্রাজ্ঞি! মুহূর্ত্তের
তরে কাঁপেনি ক হস্ত মোর।

রিজিয়া রে ঘাতক!
রে ঘাতক! রাজ হত্যা করিবি কি শেষে?

ঘাতক। শুন মাতা, এই বক্র ছুরি কত শত

বীরের হৃদয় করিয়াছে খণ্ড খণ্ড
কত শত রাজার তনয়ে পাঠায়েছে
শমন-সদনে। কিন্তু সম্রাট-তনয়া
নিরখিয়া মৃত্যুর করাল ছায়া হেন
প্রশান্ত বদন আশঙ্কার লেশশূন্য
দেখি নাই কভু।

শাহাজাদি! এত রক্ত
মানব শরীরে! যবে তীক্ষ্ণধার খড়্গ
মোর কণ্ঠদেশে তার হ'ল নিপতিত,
ভীমতেজে রক্তধার উঠিল ছুটিয়া,
মুহূর্ত্তেকে বধ্যভূমি হইল প্লাবিত।
সর্ব্বাঙ্গে শোনিত মাখি তরুণ অরুণ
ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে হইল প্রকাশ।
মাগো! আজ্ঞা তব করেছি পালন—কিন্তু—
শাহাজাদি! আজি হতে জনমের মত
পরিত্যাগ করিলাম ঘাতকের ছুরি।
কোথা যাব কোথা পলাইব—ওই দেখ
রক্তস্রোত শতমুখে ধেয়ে এল পাছে
পাছে মোর —শিহরিছে প্রাণ মম—যাই
পলাইয়ে।

ঘাতকের প্রস্থান

রিজিয়া। এই ত ফুরাল সব। যদি
জীবনের সনে আকাঙ্ক্ষার হ'ত লয়,
এই দণ্ডে ওই রক্তমাখা ছুরি সব

তৃষ্ণা দিত মিটাইয়ে।
কেন? আমি কেন
ত্যজিব জীবন? আমার কি দোষ? যেই
হুতাশন জীবের জীবন, সেই পুনঃ
দগ্ধ করে নরে। তবু কেন জেনে শুনে
নর হস্তক্ষেপ করে তাহে? [হা বীরেন্দ্র!
সত্যই কি ঘাতকের খড়্গে বহির্গত
প্রাণবায়ু তব? না—না—সম্ভব তা
নয়। তুমি দিল্লী-সাম্রাজ্যের সেনাপতি;
তাহে দিল্লীশ্বরী প্রেম ভিখারিণী তব;
নীচ ঘাতকের কি সাহস স্পর্শ করে
কেশ তব? যদি সত্য সত্য নীচাশয়
ব'ধে থাকে কর্ণাটেরে—পাপিষ্ঠেরে এই
দণ্ডে আরোপিব শূলে, সমুচিত দিব
প্রতিফল।]

ঘাতকের কিবা অপরাধ?
রাজ-আজ্ঞা করেছে পালন। আমি মূর্খ
নিজ হস্তে কুঠার নিক্ষেপ করিয়াছি
মম আশা পাদপের মূলে। এইবার
তীব্র তেজে জ্বলে ওঠ বিদ্রোহ অনল।
সুলতানা রিজিয়া হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত-
সেকে নিবাইবে তাহা। ভগ্ন প্রাণ, ছিন্ন
আশা লয়ে যাই, দেখি কোথা শান্তি পাই।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যমুনাতীরস্থ দুর্গ

দুর্গের প্রাকারোপরি দণ্ডায়মান

সমরেন্দ্র ও অলিন্দে ইন্দিরা

সমরেন্দ্র। বক্তিয়ার যতদূর দিল সমাচার—
সত্য যদি হয়, অসংশয় এই দুর্গ-
মধ্যে বন্দী করি' রাখিয়াছে ইন্দিরারে।
ইন্দিরা! ইন্দিরা! তোর সম অভাগিনী
আছে কি লো ধরামাঝে? তুই কাঁদাইতে
লভিলি জনম; সারাটি জীবনে কেঁদে
কেঁদে আপনিও হ'লি সারা; স্বর্ণলতা—
চন্দন-পাদপ ভ্রমে করিলি আশ্রয়
দুর্ব্বিপাক বিষদ্রুমে; ফল লাভ তা'র
বিষের জ্বালায় জ্বলে ম'লি চিরকাল।
রাজার নন্দিনী! তুই আশ্রয় বিহীনা
বন্দিনী এখন। নাহি জানি কি উপায়ে
হবে তোর উদ্ধার-সাধন? যেই রূপে
পারি, দুর্গমধ্যে পশিব নিশ্চয়!

সমরেন্দ্রের লম্ফ দিয়া নিম্নে পতন

ইন্দিরা। মা গো
কল্লোলিনি! সুর-তরঙ্গিণি! করুণা কি

নাই ওই পাষাণ হৃদয়ে তোর, তা'ই
কাল বুকে কাল মুখে তমসা-বসন
ঝাঁপি' হেলিয়ে দুলিয়ে চলেছিস্ কোন্
অনন্তের পানে। জননি গো!
ও কি তোর সকরুণ সুর।
ইচ্ছা হয়, ওই সুরে
সুর মিলাইয়ে, তোর অঙ্গে অঙ্গ-ঢেলে
দিয়ে ভেসে ভেসে মিশে যাই অনন্তের
সনে। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সব মিলে
একটি করুণ সুর মিশে যাক্ দূর
আকাশের গায়।

দ্বিতীয় প্রাকার উপরে দণ্ডায়মান সমরেন্দ্র

সমরেন্দ্র। ইন্দিরা! ইন্দিরা! এক-
বার ফিরে চল্ সৌরাষ্ট্র নগরে; দেখে
আয় সৌরাষ্ট্রের দশা। যে আনন্দপুরে
ঘরে ঘরে ঘোর রোলে উঠি' উৎসবের
কোলাহল মাতাইত' পুরবাসী জনে;
যেথা বনে বনে তরু-রাজি, সাজি ভ'রে
তুলি' কুসুম-সম্ভার, প্রতি নিশি দিত
উপহার প্রকৃতির রাজীব চরণে;
যেথা বাসন্তী-পূর্ণিমা-নিশা নিরন্তর
ফুটাইত আশারেখা নিরাশ হৃদয়ে;
সেথা বাজে না ক আর উৎসবের বাঁশী,

সেথা পশে না ক আর সোহাগের হাসি ;
প্রলয়-বারিদ সম বিষাদের ছায়া
যেন, ঢেকে দেছে সেথা গগনের আলো ;
সেথা গাছে গাছে আর ফুটে না কুসুম ;
সেথা উঠে না ক আর পূর্ণিমার চাঁদ ;
ইন্দুমুখী ইন্দিরা বিহনে শোভাহীন
সৌরাষ্ট্র-নগরী।

সমরেন্দ্রের লম্ফ দিয়া নিম্নে পতন ও দুর্গের তৃতীয় প্রাকার
অবলম্বনে তদুপরি আরোহণ

ইন্দিরা। শুনেছি জননি! ওই
সুশীতল বক্ষে তব লভে নর শান্তি-
সুখ। বুকভরা দুঃখ নিয়ে এসেছি মা!
তব পাশে ; তনয়ারে ঠেল না চরণে।
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! আছ কি না এ সংসারে
জানে না অভাগী ; ক্ষমা ক'র কিঙ্করীর
অপরাধ। বড় সাধ ছিল—মাথা রেখে
তব সুকোমল কোলে, হাসিতে হাসিতে
ছেড়ে যাব এ সংসার—সে বাসনা হ'ল
না পূরণ। কিন্তু দেখা হবে পুনরায়—
ওই অনন্ত আকাশে, অনন্ত নীলিমা-
মাঝে, ফুটিয়ে উঠিব মোরা দু'টি ক্ষুদ্র
তারকার প্রায়—একবৃন্তে দু'টি ফুল—
দুই দেহ একটি হৃদয় ল'য়ে। সেথা

পশিবে না মরতের কোলাহল—হিংসা
দ্বেষ-কুটিলতা-পূর্ণ—সেথা প্রাণ ভ'রে
সারারাত চেয়ে র'ব দুহুঁ দোঁহা পানে,
এক সুরে হৃদয় বাঁধিয়ে সমস্বরে
গা'ব গান। আসিতে চা'ব না আর এই
পঙ্কিল ধরায়।

দিল্লীশ্বরী! দেখ আসি'—
ক্ষত্রিয়-তনয়া সতীত্ব রক্ষার তরে
হেলায় কেমনে বিসর্জ্জন দেয় ছার
প্রাণ। বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! শত অপরাধে
অপরাধী দাসী ও রাজীব-পদে। ক্ষমা
ক'র অভাগীরে। প্রাণেশ্বর! কিঙ্করীরে
রেখ' রাঙ্গা পায়!

ইন্দিরার পতনোদ্যত

সমরেন্দ্র। ইন্দিরা! ইন্দিরা! কোথা
যা'বি আমাদের ছেড়ে?

ইন্দিরা। রিজিয়া! রিজিয়া!
উড়িয়াছে বিহঙ্গিনী! তা'রে ধরিবারে
আর তব নাহিক শকতি—

ইন্দিরার যমুনাবক্ষে পতন

সমরেন্দ্র। ইন্দু। ইন্দু!
ফিরে দেখ—নহি আমি রিজিয়ার চর।

সমরেন্দ্রের যমুনাবক্ষে পতন

ইন্দিরা। কে? কে? সমরেন্দ্র! আর কেন ভাই! আমি
যাই—এক কথা—শেষ সাধ মোর যেন
অতৃপ্ত রেখ' না। যেতে দাও তোমাদের
হাসি মুখ দেখে।

সমরেন্দ্র। যাবে? পাষাণি! একেলা
যাবে? আমি সোণার প্রতিমা ভাসাইয়ে
দিয়ে কালিন্দী-সলিলে কোন্ মুখে বল
সৌরাষ্ট্রে ফিরিয়া যাব?

ইন্দিরা। সমরেন্দ্র! আমি
ছোট বোনটি তোমার—আমার একটি
কথা রাখিবে না ভাই! পূরাবে না এই
শেষ সাধ মোর?

সমরেন্দ্র। বুঝিয়াছি সাধ তোর!
পূরাতাম যদি থাকিত ক্ষমতা! কিন্তু
আর মম দেরি নাই—গুরুভার লৌহ-
বর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ মোর; শ্লথ মম
হস্ত পদ; অসম্ভব তীরে উঠা। ইন্দু!
চলিলাম—কিন্তু বড় দুঃখ থেকে গেল
প্রাণে, এত ক'রে বাঁচাতে নারিনু তোরে।

সমরেন্দ্রের নিমজ্জন

ইন্দিরা। সমরেন্দ্র! দাঁড়াও—দাঁড়াও ভাই! দু'টি
ভাই বোনে এক সঙ্গে যাই—বীরেন্দ্র বী—

ইন্দিরার নিমজ্জন

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনের নিকটস্থ-রাস্তা

পান্নালালের প্রবেশ

পান্নালাল। যাক্ বাবা! একদম হাল্‌কা ক'রে দিয়ে গেল, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। পান্নালাল এক ছেঁড়া কাপড়ে দিল্লী ঢুকেছিলেন, আর সেই ছেঁড়া কাপড়ে দিল্লী থেকে বেরুলেন। এখন মেপে সাত হাত নাকে খৎ। আর রাজরাজড়ার কারখানার ভেতর না। এখন এক রকম বেপরয়া হওয়া গেল। যাওয়া যাক্, আস্তে আস্তে যে দিকে দু'চক্ষু যায়।

প্রস্থান

একজন দরবেশের প্রবেশ

গীত

রতন দেখিয়ে অবাক্ হইয়ে
চেয়ে থাকে সবে, সাগর পানে।
কোথা হ'তে এই রতন সে পায়—
বল দেখি কেবা জানে?
এই যে সুরয ভাতিছে আকাশে
কেন চ'লে যায় কেন ফিরে আসে;
ধরাপানে চেয়ে বল কেন হাসে
নিমগন বল কাহার ধেয়ানে?
গাছে গাছে ওই কুসুমের কলি
বল কার প্রেমে পড়িতেছে ঢলি?
কুল কুল রবে গিরি নির্ঝরিণী
বহিছে কি তান মধুর তানে?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদের কক্ষ

রিজিয়া ও ফিরোজা

ফিরোজা রিজিয়াকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিতে করিতে

রিজিয়া। এতদিন প্রবৃত্তি-নিচয় ছিল যেন
ঘুমাইয়ে, আজি জাগিয়া উঠিল পুনঃ।
বহ্নি যথা লুকাইয়ে রহে ক্ষুদ্র শিলা-
খণ্ড-মাঝে, লৌহ-দণ্ডে করিলে আঘাত
নিজমূর্ত্তি প্রকাশে তখনি ; সেইরূপ
রিজিয়ার হৃদয়-মাঝারে হিংসাবৃত্তি
ছিল ঘুমাইয়ে, আজি বিদ্রোহের কর-
স্পর্শে জাগিয়ে উঠেছে পুনঃ।
বাইরাম!
দাসীপুত্র হ'য়ে এত দূর স্পর্দ্ধা তোর?
বসিবি আসিয়ে সেই দিল্লী-সিংহাসনে,
যাহে দাস-কুল-রবি কুতবউদ্দিন,
বসিয়াছে এক দিন?
আরে নীচাশয!
সম্রাট-তিলক আল্‌তামস যে মুকুট
পরিয়াছে শিরে, সেই বিজয়ী মুকুট
পরিবারে বাসনা তোমার? ভুলেছ কি

বাইরাম, রিজিয়ার ধমনীতে আজ'
রহিয়াছে শোণিত-প্রবাহ ?

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। শাহাজাদি !
বাধিয়াছে তুমুল সংগ্রাম। বক্তিয়ার
চালিতেছে বিপক্ষের অশ্বারোহিগণে।
আমাদের সৈন্যগণ অসীম সাহসে
ভীমতেজে করিতেছে আক্রমণ ; কিন্তু
শৃঙ্খলা-বিহীন সব।
কেহ কারো আজ্ঞা
নাহি শুনে ; কেহ কারো উপদেশ নাহি
মানে ! হেন যথেচ্ছ সংগ্রামে অসম্ভব
জয়লাভ। কর দেবি ! যে হয় বিহিত।

দূতের প্রস্থান

রিজিয়া। ফিরোজা ! ফিরোজা ! ত্বরা কর, কাল ব'য়ে
যায়।
হা বীরেন্দ্র ! এ সময়ে কোথা তুমি ?
তুমি যদি এ সময় থাকিতে বাঁচিয়ে,
শত শত অকৃতজ্ঞ বক্তিয়ার, শত
শত নীচ বাইরামের সাধ্য নাহি ছিল
প্রজ্বলিত করে এই বিদ্রোহ-অনল।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। সম্রাট্-নন্দিনি ! আমাদের পদাতিক

সৈন্য দলসহ বাইরামের পদাতিক
দলে বাধিয়াছে ঘোর রণ ; বাইরাম
নিজে চালিতেছে সৈন্যগণে।
সৈন্যদল আমাদের, অতুল বিক্রমে
যুঝিতেছে অরাতির সনে। পরাজয়
জয় নাহিক নির্ণয় কিছু।

দূতের প্রস্থান

রিজিয়া। রিজিয়ার
বিজয়-নিশান জানে না ক কভু জয়
ভিন্ন পরাজয় নাম—নিষ্ঠুর বিধাতঃ!
এ কলঙ্ক লিখেছ কি ভালে ?
কোথা
কর্ণাট-ঈশ্বর! এ সময়ে কোথা তুমি
বীরমণি! ছিল তব সমরে উল্লাস
বহু ; রণদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যগণ
তব অধ্যক্ষ বিহনে ছত্রভঙ্গ আজি।
যোড়করে ক্ষমা ভিক্ষা যাচিছে কিঙ্করী।
এস সখা! বীরসাজে সাজি'—চাল আসি'
সংগ্রাম-কুশল সৈন্যবৃন্দে তব। ও কি
বীরবর! কেন তব স্ফুরিত অধর ?
পাণ্ডু গণ্ডস্থলে তব কেন ঝরিতেছে
বল মুকুতার ফল শ্বেত সরসিজে
নীহার-বিন্দুর মত ? এ কি অভিমান!

এস নাথ! অপরাধী সম্মুখে তোমার,
সমুচিত দণ্ড দাও আসি।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। সর্ব্বনাশ
উপস্থিত শাহাজাদি! কৃতঘ্ন তাতার,
সৈন্যগণ বীর নামে কলঙ্ক অর্পিযে
যোগ দেছে গিযে বক্তিয়ার সহ। হিন্দু
সেনাগণ নায়ক-বিহীন, তবু ভীম
পরাক্রমে যুঝিতেছে বিপক্ষের সনে।
দেবি! এতক্ষণে বুঝি ঘটিল প্রমাদ।

প্রস্থান

রিজিয়া। ফিরোজা! ফিরোজা! শীঘ্র দুর্গ-রক্ষকেরে
জানাও আদেশ, দুর্গমধ্যে যত সৈন্য
আছে, অবিলম্বে রণসাজে যেন হয়
সুসজ্জিত। দিল্লীশ্বরী সুল্‌তানা রিজিয়া
নিজে আজি চালিবে বাহিনী। বহুদিন
রিজিয়ার তীক্ষ্ণ খড়্গ করে নাই নর-
রক্ত পান, আজি অবসর তার—বহু
দিন শর-কিণাঙ্কিত বাহু মম করে
নি ধারণ, ভীষণ কার্ম্মুক; আজি আশ
মিটাইয়ে রক্ত পান করাব তাহারে।
আরে নরাধম বাইরাম! আরে অকৃতজ্ঞ
বক্তিয়ার! দেখি কত বীর্য্য, কত শক্তি
ধরিস্ পামর!

[কর্ণাট-ঈশ্বর ! এত
ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা যাচিল অভাগী ; দয়া
কি হ'ল না তবু ? প্রাণেশ্বর ! বুঝি রণ-
ক্লান্ত তুমি ; তাই ওই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের
মাঝে লভিছ বিরাম ; কে ওই সুন্দরী—
মরি মরি রূপের প্রভায় আলো করে
দশ দিক্—পদতলে বসিয়ে তোমার ?
তুমি দেবের কুমার, আমি পিশাচিনী—
তা'ই বুঝি অধরের কোণে ও কুটিল হাসি ?]

নেপথ্যে "জয় শাহাজাদা বাইরামের জয়" ও তোপধ্বনি

ওঠ ওঠ প্রলয়ের ঝড় ! কাল
মেঘ ঢাক বসুধার মুখখানি।
এস বিশ্বলয়কারী বাড়বা-অনল ;
দাবানল ! এস তুমি ; কিংবা ফণিনীর
গরল-অনল ! এস হুতাশন ! যেই
ভাবে যেথা আছ তুমি। মিশে যাও আসি'
রিজিয়ার হৃদয়ের রোষাগ্নির সাথে !
যেন সমগ্র সাগরে যত বারি আছে
নিবাইতে নারে তা'রে।

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর—বাইরামের শিবির

বাইরামের প্রবেশ

বাইরাম। ছত্রভঙ্গ রিজিয়ার পদাতিকদল।
যমজয়ী তাতার সৈনিকগণ যোগ
দেছে আসি বক্তিয়ার সনে। বাইরাম!
এত দিনে আশা তব হইবে পূরণ!
একমাত্র আশঙ্কার স্থল, পাপীয়সী
আপনি নেমেছে আজি সমর-প্রাঙ্গণে।

বক্তিয়ারের প্রবেশ

বক্তিয়ার। শাহাজাদা! এত দিনে পূর্ণ হ'ল সাধ
মম। অসহ্য বিক্রম হেরি ফেরুপাল
সম পলায়েছে অরাতির সৈন্যদল।
রিজিয়ারে বন্দী করি' পাঠায়েছি রাজ-
কারাগারে। পাপিষ্ঠার বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব
এত দিনে।

বাইরাম। সখা বক্তিয়ার! সত্য কি হে
এ সংবাদ? কিংবা উপহাস করিতেছ
মোরে? সত্যই কি পরাজিত করিয়াছ
রিজিয়ারে?

বক্তিয়ার। এই দেখ সম্রাট-নন্দন!

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার। এই মণিময়
কিরীট সুন্দর একদিন [illegible] ক'রেছিল
শোভা কুতবের শির। এস, শাহাজাদা!
আজি বক্তিয়ার নিজ হস্তে পরাইয়ে
দিবে তব শিরে সেই মোহন মুকুট।

বাইরাম। বক্তিয়ার! জনমের মত ক্রীতদাস
করিলে আমারে। তোমারি কৃপায় আজি
বাইরাম লভিল এ অতুল সম্মান।
প্রতিদান কিবা দিব বল?
বীরবর!
যেই বহুমূল্য রত্নহার আশে, ত্যাজ
আত্মীয়-স্বজন আসিয়াছ হিন্দুস্থানে,
দিল্লীশ্বর বাইরাম নিজহস্তে তাহা
পরাইয়ে দিবে তব গলে। এস সখা!
রাজপুরে।

বক্তিয়ার। অগ্রসর হন্ শাহাজাদা!
আশ্বাসিয়ে রণক্লান্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণে,
ত্বরায় যাইব সখা! রাজ-দরশনে।

প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কারাগারের অভ্যন্তর

রিজিয়া

রিজিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—অপূর্ব্ব বাসর! থরে থরে
কুসুমের রাশি আলো করে দশদিশি।
ফুলসাজে সাজি ফুলরাণীগণ ওই
রচিয়াছে কুসুমশয়ন। গন্ধদীপ
জ্বলিতেছে সারি সারি; সাহানার মুগ্ধ
তানে বাজিয়ে বাঁশরী—কার বিয়ে আজি?
এ কি! এ কি! কোথা গেল? কোথায় লুকা'ল
সেই বিবাহ-বাসর? কোথা হ'তে আসে
এই পূতিগন্ধ? ওহো ওহো, চিতাধুমে
ছাইল গগন। ও কি! কারা ওরা খেলা
করে চিতালোকে? মাংসহীন—রক্তহীন
নরের কঙ্কাল ভীষণ দর্শন—দল
দল গলায় দুলিতেছে নর-অস্থিমালা।
হাতের নূপুর করে বিকট শিঞ্জন
পৈশাচিক তাণ্ডবের তালে তালে। হি হি
হি হি অট্টহাসে বধির শ্রবণ মম।
রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে আছ কোথায়,
যায় প্রাণ পিশাচের করে। আহা! কার

এই রমণীয় উপবন, পারিজাত-
কুসুমের মেলা। দেববালাগণ ওই
ফুল্লপ্রাণে করিতেছে কুসুম-চয়ন!
মধুরে মধুরে মিশি' স্বর্গীয় সুষমা
ঝরিতেছে চারিধারে; গাছে গাছে নাচে
ফোটা ফুল; হাসে খেলে সমীরণ সনে;
সোহাগের ভরে হাসে ত্রিদিব-ললনা;
ঊষা হাসে গগনের গায়। হাসি—হাসি—
যে দিকে তাকাই শুধু হাসি। আহা, কেবা
ওই পুরুষ-রতন রত্ন-সিংহাসনে?
ললিত সুঠাম দীর্ঘ বপুখানি; তাহে
রাজবেশ হীরক-খচিত; অমৃতের
সরোবর শোভন আনন, ইন্দীবর
যুগল নয়ন তাহে; মানস-মরাল
মম চাহে তথা কেলি করিবারে। আহা!
আহা! কে ওই সুন্দরী বসি বামপাশে
তার? মরি! মরি! কি রূপ-মাধুরী প্রতি
অঙ্গে ঝরিছে লাবণ্য। চিনেছি—চিনেছি—
তোমারে প্রাণেশ্বর! স্বর্ণ-সিংহাসন নহে
সখা উপযুক্ত স্থান তব। যত্ন ক'রে
পাতিয়াছি হেথা হৃদয়-আসন। দাসী
নয়ন-আসারে ধোওয়াইয়ে দিবে ও
রাঙ্গা পা দু'খানি। এস, এস, সখা! আর
তুমি কে বসিয়ে আছ—প্রাণেশের মোর

বামপাশে ? কে তুই পিশাচী ? শীঘ্র বল।
ও কি! অধরের কোণে তব ও কি হাসি ?
বিদ্রূপের ছায়া! কিসের এ গর্ব্ব তোর ?
রূপ! রিজিয়ার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র
ল'য়ে বিশ্বস্রষ্টা বোধ হয় ক'রেছেন
সৌন্দর্য্য সৃজন! রূপ-গর্ব্ব তার সনে!
ঐশ্বর্য্য-গরিমা! ও কে ? কে ওই পিশাচ
রক্তমাখা ছুরি ল'য়ে আসিতেছে ধেয়ে ?
বিকৃত বদন—অরুণ-নয়ন জ্বলে
তীব্র শোণিত-পিপাসা! পলাও পলাও
প্রাণেশ্বর! ছুটে এস হেথা! দাসী বুক
দিয়ে তোমারে রাখিবে ঢেকে। নরহন্তা
পাবে না সন্ধান—কে রে ? কে তুই নির্ম্মম!
কেড়ে নিল হৃদয়ের মণিহার মম ;
ভেঙ্গে দিলি শত খণ্ডে হৃৎপিণ্ড মোর ?
আহা! এ কোন্ লোক ? বেহেস্ত! প্রতি গৃহ-
দ্বারে শোভে রজত-কলস, মাঙ্গলিক
আম্রশাখা তাহে! নহবত-ধ্বনি দুরু
দুরু কাঁপায় পরাণ, জাগা'য়ে মধুর
স্মৃতি হৃদয়-মাঝারে! সারি সারি সারি
রজত-প্রদীপ আলো করে চারি দিক্।
কলকণ্ঠি অপ্সরার গীত বিমোহন
তালে তালে নূপুর-নিক্কণ সহ মিশি'
ছড়ায় পুলক-রাশি। বর সাজে সাজি

কে ওই যুবক আসিতেছে আলিঙ্গন
করিতে আমারে ? কে রে মানব-পিশাচ !
বক্তিয়ার ! তুই ? নরক-কুক্কুর ! যদি বিন্দু-
মাত্র জীবনের আশা থাকে তোর, এক
পদ হ'স নে ক অগ্রসর। ছায়ামাত্র
যদি তোর স্পর্শ করে কেশ মম, এই
শাণিত ছুরিকা আমূল বসিবে তোর
হৃদয়-কন্দরে ! কি ? শুনিলি না আমার
নিদেশ ? বীরেন্দ্র, ভালবাস নাহি দাস—
রক্ষা কর মোরে পিশাচের হাত হ'তে।
তুমিও নীরব ! যাই তবে, ছুটে যাই
পলাইযে ! কোথা যাব ? কোথায পলাব ?
চারিধারে নীল অগ্নিশিখা লোলজিহ্বা
বিস্তারিযা আসিছে গ্রাসিছে মোরে। ও হো !
চরণ চলে না আর—বক্তিয়ার ! মূর্খ
বক্তিয়ার ! দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া
কুক্কুরের অঙ্কলক্ষ্মী হবে ? তার চেয়ে
শাণিত ছুরিকা ! তুমিই নিবাও জ্বালা।

বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।